রাজসূয়

রাজসূয়।

শ্রীরোহিণীকুমার সেন গুপ্ত
প্রণীত।

(দৃশ্যকাব্য।)

কীর্ত্তিপাশা হইতে
শ্রীঅনাথবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

(এঞ্জেল থিয়েটারে অভিনীত।)

"ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বরো হরিঃ
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ-তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।"

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥

গীতা। ১০ম অধ্যায়।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

গীতা। ১২শ অধ্যায়।

উপহার।

মদীয়

নাট্যশালার সুযোগ্য

অভিনেতৃগণের

করকমলে

এই

দৃশ্য-কাব্য খানি

সাদরে

উপহার প্রদত্ত হইল

—(*)—

কল্লিপাশা, বড়হিস্যা।
তাং ২রা বৈশাখ
১৩০৬ সাল।

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য শ্রীমহাভারত গ্রন্থাবলম্বনে "রাজসূয়" লিখিত হইল। স্বর্গগত কবিশ্রেষ্ঠ, মহামনা কাশীরামদাসের নিকট বঙ্গভাষা চিরঋণী। তাঁহার পদবী অনুসরণ করিয়া বঙ্গভাষা আজ সাহিত্য সমাজে সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছে।

সংস্কৃত মূল মহাভারত হইতে ৺কাশীরাম দাস কৃত অনুবাদ অনেক ভিন্ন; কিন্তু বঙ্গীয় পাঠকগণ মধ্যে অতি অল্প লোকই মূল মহাভারত পাঠ করিয়া থাকেন। সুতরাং অধিকাংশই বাঙ্গলা মহাভারতের মতানুসারে চালিত। বর্ত্তমান গ্রন্থও তদনুসারে লিখিত হইল।

জরাসন্ধের মৃত্যু সম্বন্ধে মূল মহাভারত লিখিয়াছেন যে মহাবল ভীমসেন মগধরাজের পদদ্বয় ধৃত করিয়া, একশতবার ঊর্দ্ধে ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে পাতিত করতঃ জানুদ্বারা তাঁহার কটিদেশ ভগ্ন করিয়া ছিলেন * কিন্তু ৺কাশীরাম দাস কৃত মহাভারতে তদ্বিপরীত পরিলক্ষিত হইতেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণাদেশে ভীমসেন, এক পদদ্বারা জরাসন্ধের এক পদ চাপিয়া ধরিয়া অন্য পদ হস্ত দ্বারা

আকর্ষণ পূর্ব্বক দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ছিলেন। আমি বাধ্য হইয়া শেষোক্ত মতই অবলম্বন করিয়াছি।

*　*　*　*　*　*　*　*

এবমুক্ত স্তদাভীমো জরাসন্ধ মরিন্দমঃ।
উৎক্ষিপ্য ভ্রাময়ামাস বলবন্তং মহাবলঃ॥
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং জানুভ্যাং ভরতর্ষভ!
বভঞ্জ পৃষ্ঠং সঙ্ক্ষিপ্য নিষ্পিষ্য বিননাদচ॥
করে গৃহীত্বা চরণং দ্বেধাচক্রে মহাবলঃ॥
তস্য নিষ্পিষ্যমাণস্য পাণ্ডবস্যচ গর্জ্জতঃ।—
অভবত্তুমুলোনাদঃ সর্ব্বপ্রাণি ভয়ঙ্করঃ॥

মহাভারত সভাপর্ব্ব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কুরু-পাণ্ডবীয় যুদ্ধভূমিতে ভ পার্থকে জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করিয়া “বিরাট মূর্ত্তি” প্রদ- করাইয়া ছিলেন। এক অর্জ্জুন ব্যতীত আর কেহ সে বিশ্বরূপ দেখেন নাই; কিন্তু ৺ কাশীরাম দাস কৃত মহা- ভারতে রাজসূয় যজ্ঞসভায় যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করাইবার জন্য ভগবান বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। আমিও সাধারণের মনস্তুষ্টিরজন্য শেষোক্তমত অবলম্বন করিয়াছি।

মদীয় নাট্য সমাজের সুযোগ্য অভিনেতৃগণের একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া, আমি এই দৃশ্যকাব্য রচনা করি- য়াছি। যে ছন্দোবন্দে এই গ্রন্থ রচিত হইল, কবিকুলাগ্র- গণ্য মহামনস্বী স্বর্গগত ৺ রাজকৃষ্ণ রায় ও স্বনামখ্যাত

নটচূড়ামণি কবিকুলভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণ ইহার প্রবর্ত্তক। মহাকবি ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচার করিয়া অমর হইয়াছেন, ভগ্নামিত্র ছন্দও সেই ছন্দ হইতে বাহির হইয়াছে। অমৃতাক্ষরছন্দে যেমন চৌদ্দ অক্ষরে যতি, ইহাতে সেইরূপ কোন "বান্ধাবান্ধি নিয়ম" না থাকিলেও চারি, ছয়, আট, দশ, বার, চৌদ্দ, ষোল" অক্ষরে যতি আছে। ছন্দবিষয়ের যাবতীয় দোষগুণ, গিরীশ বাবুর উপর ন্যস্ত করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।

অভিনয়ের অনুরোধে, এবং দৃশ্যের উৎকর্ষতার জন্য (Scenic beauty) স্থানে স্থানে ঘটনার নূতনত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহাবাদে অধিকাংশই সংস্কৃত মূল মহাভারতের মতানুযায়ী লিখিত হইল।

আমার বাল্য শিক্ষক সুকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরী* ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত সখানাথ ঘোষ মহাশয়গণ গীতগুলি ও সুর তৈয়ার করিবার জন্য বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিলাম।

উপসংহারে নিবেদন এই যে মদীয় এই ক্ষুদ্র পুস্তক

---

* গত ১৩১৪ সালের চৈত্র মাসে ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

বঙ্গীয় নাট্য সমাজে গৃহীত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কীর্ত্তিপাশা বড়হিস্যা
তাং ২রা কার্ত্তিক
১৩০৫ সাল।

গ্রন্থকার।

পুনশ্চঃ সাহিত্যসেবক, সুকবি, শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস গুপ্ত মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ; তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিলাম।

রাজসূয়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ—

কৃষ্ণ	...	...	...	(দ্বারকাধিপতি) ভগবান অবতীর্ণ।
মহাদেব	...	...	...	
বেদব্যাস	...	...	...	মহর্ষি।
নারদ	...	...	...	দেবর্ষি।
যুধিষ্ঠির	...	...	...	জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব এবং ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি।
ভীম	...	...	...	মধ্যম পাণ্ডব।
অর্জ্জুন	...	...	...	তৃতীয় পাণ্ডব।
নকুল	...	...	...	চতুর্থ পাণ্ডব।
সহদেব	...	...	...	পঞ্চম পাণ্ডব।
ভীষ্মদেব	...	...	...	ঐ পিতামহ।
ধৃতরাষ্ট্র	...	...	...	হস্তিনাধিপতি।
দুর্য্যোধন	...	...	...	ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র।
বিদুর	...	...	...	ঐ ভ্রাতা।
কর্ণ	...	...	...	অঙ্গাধিপতি।
দ্রোণাচার্য্য	...	...	...	কুরু পাণ্ডবদের অস্ত্রাচার্য্য।
কৃপাচার্য্য	...	...	...	দ্রোণাচার্য্যের শ্যালক।
ইন্দ্রসেন	...	...	...	ধিষ্ঠিরের সারথী।

পুরুষগণ—

জরাসন্ধ	... ...	মগধাধিপতি।
শিশুপাল	... ...	চেদীশ্বর।
ধৌম্য	... ...	পাণ্ডবকুল পুরোহিত।
সহদেব	... ...	জরাসন্ধের পুত্র।
বিভীষণ	... ...	লঙ্কেশ্বর।
গরুড়	... ...	বিহঙ্গরাজ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাহন।

দৌবারিকগণ, অন্যান্য রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ, সৈন্যগণ, ভেরীবাদক, দূতগণ, রাজ কর্ম্মচারিগণ, বন্দিগণ, মালা চন্দন বিক্রেতা, প্রমথগণ, বন্দি রাজগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ—

ভগবতী	... ...	
কুন্তী	... ...	পাণ্ডবদের মাতা।
দ্রৌপদী	... ...	পাণ্ডব রাজমহিষী।
সুভদ্রা	... ...	অর্জ্জুনের স্ত্রী ও শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী।
হিড়িম্বা	... ...	ভীমের স্ত্রী।
মহাদেবী	... ...	মগধ রাজ-মহিষী।
অস্তি	... ...	জরাসন্ধের জ্যেষ্ঠা কন্যা।
প্রাপ্তি	... ...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
বিন্দুমতী	... ...	ঐ পুত্রবধূ।

পরিচারিকাগণ, সখীগণ, যোগিনীগণ, অপ্সরাগণ ও বন্দিনীগণ ইত্যাদি।
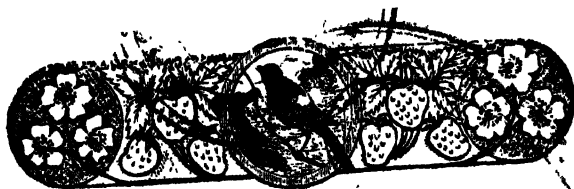
রাজসূয়।

দৃশ্যকাব্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজসভা।

পঞ্চপাণ্ডব, ধৌম্য, সভাসদগণ ইত্যাদি।

(হরিগুণ গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ।)

ভীমপলশ্রী—একতালা :

মন অনিত্য এ ভবে কি ফল সম্ভবে,

একবার ভেবে দেখ না।

তোমার স্বজন বান্ধব, অতুল বিভব,

বৃথা এই সব রবে না।

১। কল্পনা করেছ আমার আমার,
হৃদয়-ভাণ্ডারে কি ধন তোমার,
মত্ত হ'য়ে তত্ত্ব নাহি কর তার,
সারধন হরি সাধনা।

২। মন দিবস রজনী নাসিকার ধ্বনি
নীরব হবে রে যে কালে ;
তখন থাকিবে কি জ্ঞান, অপান উদান
ছুটিবে ; বান্ধিবে রে কালে ;—
ভেবে কি দেখনা, কোথা নিবসতি
তমোময় বাসে, প্রকাশে কি জ্যোতিঃ
তত্ত্বনিরূপণে না রবে শকতি
নিত্যধনে হবে বঞ্চনা ॥

(সকলের গাত্রোত্থান।)

যুধিষ্ঠির। (কৃতাঞ্জলিপুটে)

হে দেবর্ষে !
বহু পুণ্যফলে পাইলাম তব দরশন।
ও পদ পরশে
পবিত্রা হইল পুরী।
কৃপাকরি লহ এ আসন।
ত্রিদিব ত্যজিয়া
কেন আজি ধরাধামে ?

শ্রম দূর হ'য়ে থাকে যদি
কহ মোরে,
কিবা প্রয়োজনে পদার্পণ করিলে এ পুরে ?

নারদ। নরনাথ !
কীর্ত্তি তব ঘোষে ত্রিভুবনে।
তেঁই
আইলাম তব দরশনে।
কহ মোরে ! সবার কুশল,
ভ্রাতৃ-মিত্র বন্ধুগণ সহ,
আছত সৌহার্দ্দভাবে ?
প্রজাগণ,
আছে তব সুনিয়মে বশ ?
রাজ্য মধ্যে
নাহি কোন অশান্তি বিপ্লব ?
যজ্ঞ ক্রিয়া-শীল
ব্রাহ্মণ-নিচয়
করে ত নিয়ত সবে তোমার কল্যাণ।
রক্ষণ কর ত তুমি তাঁদের সর্ব্বদা ?
শৌর্য্যবান, জিতেন্দ্রিয়,
রাজ-মন্ত্রিগণ,
সাধে ত বিশ্বস্তভাবে রাজ্যের কল্যাণ ?
সাম, দণ্ড ভেদ, দ্বারা
কর তুমি শত্রু জয় ?

অতি গুপ্ত স্থানে,
বিশ্বস্ত মন্ত্রীর সনে, কর ত মন্ত্রণা ?
বিচারার্থিগণ,
পায় ত হে সুবিচার ?
আর্ত, দুঃখী, শিশু, রুগ্ন আদি
লভে ত ঈপ্সিত ফল ?
রিপুগণ,
আছে তব বশীভূত ?
পুর নারীগণ,
লভে ত তোমার কাছে উপযুক্ত মান ?
কর ত, তাঁ'দের তুমি সর্ব্বদা রক্ষণ ?
বিলাসে বিভোর হ'য়ে
করনা ত গুপ্ত কথা ভেদ ?
বিশ্বাসী ও বৃদ্ধ ভৃত্যগণ,
করেত সতত রক্ষা অন্তঃপুর তব ?
নিদানজ্ঞ বিশ্বাসী ভীষকগণ
আছে ত সতত তব শরীর রক্ষণে ?
ধনাগার তব,
থাকে সদা পরিপূর্ণ বিবিধ রতনে ?
অস্ত্রাগার,
অশ্ব শালা, হস্তি-শালা আদি
আছেত শৃঙ্খলাভাবে ?
সুসজ্জিত নেতৃবৃন্দ,

করে ত সতর্কভাবে দুর্গের রক্ষণ ?
দৈনন্দিন কার্য্যচয়,
হয় ত সম্পন্ন সব তোমার আজ্ঞায় ?
রজনীর শেষভাগে,
হ'য়ে জাগরিত, কর ত ঈশ্বর চিন্তা ?
অনুগত বিপ্রগণে,
কর ত হে সম্বর্দ্ধনা ?
বান্ধব ভূপালগণ,
আছে তব অনুরক্ত ?
অক্ষ ক্রীড়া
দিবা-স্বপ্ন আদি
পায় না ত তব কাছে স্থান ?
রাজ্য মধ্যে,
নাহি ত তস্কর ভয় ?
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন,
কর তুমি বিধিমতে ?
বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য আদি,
গুরুজন প্রতি,
আছে ত ভকতি তব ?
ভ্রাতৃগণ সনে,
আছে ত সৌহার্দ্দ ভাব ?
যুদ্ধজয়ী সেনাগণে

কর তুমি পুরস্কৃত ?
রাজ্য তব
আছেত রক্ষিত
বহিঃশত্রু আক্রমণ হ'তে ?
গুপ্ত চরগণ,
সাধেত কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্ত মতে ?

যুধিষ্ঠির।

তপোধন !
তব চরণ কৃপায়,
ভ্রাতৃ-মিত্র বন্ধুগণ সহ
আছি সবে নিরাপদে।
রাজ্য মধ্যে
নাহি কোন অশান্তি বিপ্লব !
কৃপা করি,
কহ মুনিবর !
হেন অনুরূপ সভা
দেখেছ কি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ?
সর্ব্ব ঠাঁই,
গতি তব মুনি ;
সে কারণে জিজ্ঞাসি তোমারে ?

নারদ।

মহারাজ !
সভা তব অতুলনা মহীতলে।

ভূলোক, দ্যুলোক আদি
সপ্ত লোক মাঝে,
এহেন অপূর্ব্ব সভা দেখিনি কখন,
অমর নগরী
ইন্দ্র সভাতলে
দেবগণ বাখানিলা সভাগৃহ তব।
হেন সভা মাঝে
কর যদি মহাযজ্ঞ রাজসূয়,
ঘোষিবে তোমার যশঃ ত্রিভুবন মাঝে ;
রহিবে অক্ষয় কীর্ত্তি———
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদিবে আকাশে।
পিতা তব আসিবার কালে,
বলেছিল এই কথা কহিতে তোমায় ;
দেবরাজ আখণ্ডল,
অন্যান্য দেবগণ সনে,
দিয়াছেন অনুমতি।
এবে যদি
ইচ্ছা হয় কর তবে আয়োজন।
এই ধরাতলে একমাত্র উপযুক্ত তুমি
সাধিতে এহেন কাজ।

যুধিষ্ঠির।

মহাভাগ !
হেন শক্তি কি আছে আমার

সাধিতে এ মহাযজ্ঞ ?
মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিনা
আর কোন নরপতি
পারে নাই, সম্পাদিতে যেই সত্র।

নারদ।

ভ্রাতৃগণ তব ভুবন বিজয়ী ;—
পাইলে আদেশ
পারে সসাগরা পৃথিবী শাসিতে।
রাজগণে মুহূর্ত্তে জিনিবে,
চিন্তা তুমি কর পরিহার।
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি সহায় যাঁহার
কি অসাধ্য আছে তাঁর এতিন ভুবনে ?
যাই আমি এবে,
ভ্রাতৃ মিত্র বন্ধুগণ সহ,
কর যুক্তি, যে হয় বিধান।

(নারদের প্রস্থান।)

যুধিষ্ঠির।

ভ্রাতৃগণ !
জ্যপাদ ধৌম্য মহাশয় !
চিত্ত মোর হ'য়েছে চঞ্চল।
প্রাণ মম বড়ই ব্যাকুল।
কহ সবে,
কার কিবা অভিমত ?

এহেন সৌভাগ্য মম,
হবে কি কখন,
পালিবারে পিতৃ-আজ্ঞা ?
হে মুরারে !
পাণ্ডব ভরসা,
আশ্রিতের পূরাও বাসনা !

ধৌম্য।

মহারাজ !
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি তুমি,
পুণ্য কার্য্যে সদা তব মতি।
পরম মঙ্গলময় হরির কৃপায়
পূর্ণ হবে তব আকিঞ্চন।

ভীম।

মহারাজ !
পাইলে তোমার আজ্ঞা,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল জিনি
আনিব ভূপালগণে
তব যজ্ঞ সম্পাদিতে।
মহা যোগেশ্বর সহায় তোমার,
তাঁহার কৃপায়,
বিনা ক্লেশে হবে এই যজ্ঞ সম্পাদন।
যেবা আজ্ঞা হয়,
প্রাণপণে সাধিব নিশ্চয়।

অর্জ্জুন।

নরনাথ।
এইযজ্ঞ সাধিবারে
হইয়াছে দেবাদেশ
বিশেষতঃ
স্বর্গগত জনক মোদের করেছেন অনুমতি।
তব পদধুলি শিরেধরি,
প্রাণপণে,
পালিব তোমার আজ্ঞা।
মনে লয় কৃষ্ণের কৃপায়
হবে তুমি সিদ্ধকাম।

নকুল।

তবআজ্ঞা সদা
শিরোধার্য্য মোর।
হেন মনেলয়
ভগবান কৃষ্ণের কৃপায়,
সিদ্ধ হবে মনোরথ তব।

সহদেব।

মহারাজ!
চিরদিন দিগ্বিজয়ে বাসনা আমার।
হয় যদি অনুমতি;
তব পদ-রেণু শিরেধরি

অক্লেশে করিব জয়
দুর্ম্মদ ভূপালগণে।

যুধিষ্ঠির।

পাণ্ডবের বল বুদ্ধিদাতা,
কৃষ্ণসহ পরামর্শকরি
যে বা হয় করিব বিধান।
ইন্দ্রসেন!
দ্রুতগামি-রথ আরোহণে,
যাও ত্বরা দ্বারাবতী আনিতে মাধবে।

ইন্দ্রসেন।

রাজআজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর।

(প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির।

গুপ্তগৃহে মন্ত্রণা বিহিত।
চল,
সভা ভঙ্গ হো'ক আজ।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রনাগৃহ।

পঞ্চপাণ্ডব ও ধৌম্য।

যুধিষ্ঠির

ভ্রাতৃগণ !
ক্রমশঃ উৎকণ্ঠা বাড়ে মোর
কৃষ্ণ দরশন আশে।
আশঙ্কা হ্তেছে মনে
যাদব কল্যাণ হেতু ;
নহে, কভুনা বিলম্বে কৃষ্ণ
আহ্বানে আমার।

ধৌম্য

মহারাজ !
হৃষীকেশ প্রতি অতিশয় স্নেহহেতু,
তেঁই সদা আশঙ্কা তোমার ;
সর্ব্ব শিবময় যিনি
অশিব কি সম্ভবে তাঁহার ?

ভকত বৎসল হরি,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণিবারে তব,
করিবেন শীঘ্র আগমন।

ভীম।

হে ভূপাল!
চিরভক্তি ডোরে,
বাঁধা কৃষ্ণ, তোমার নিকটে ;
পূরাইতে মনোবাঞ্ছা তব,
কৃষ্ণচন্দ্র হবেন উদয়।

অর্জ্জুন!

মহারাজ!
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ শুনি যেন দূরে।

যুধিষ্ঠির।

প্রাণাধিক ভীমার্জ্জুন!
অগ্রসর হও দোহে আনিতে মাধবে।

(ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান)

কৃষ্ণ আগমন শুনি,
প্রাণ মম হইল শীতল।
যতক্ষণ
না হেরিব শ্রীমুখ তাঁহার
উৎকণ্ঠা না হবে দূর,
পাণ্ডবের একমাত্র
সেই সে ভরসা।

নকুল।

হের মহারাজ!
পুরদ্বারে উতরিল রথ,
ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ইন্দ্রসেনসনে
আসিছেন পদ ব্রজে।

(যুধিষ্টির অত্যন্ত পুলকিত হইয়া)

যুধিষ্টির।

কই,
কই মম প্রাণের মাধব?

(ভীমার্জ্জুন ও ইন্দ্রসেন সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)
(যুধিষ্টির গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া)

ভ্রাতঃ!
কিহেতু বিলম্ব এত?
কহমোরে সবার কুশল।

কৃষ্ণ।

ধর্ম্মরাজ!
ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করুন গ্রহণ।
তব আশীর্ব্বাদে বিঘ্নহীন যদুকুল,
কৃপাকরি কহ মহারাজ!
কিহেতু পাঠালে দূত,
আনিতে আমারে।

যুধিষ্টির।

দেবর্ষি নারদ
সভাতলেআসি বলিলেন,

স্বর্গগত জনক মোদের,
করেছেন অনুমতি,
রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন তরে।
বাঞ্ছা মম মহাযজ্ঞ করিবারে ;
পাণ্ডবের একমাত্র তুমিই ভরসা।
অভিমত হইলে তোমার,
বিধিমত করিব যতন,
সাধিতে এ মহাযাগ।

কৃষ্ণ।

নরনাথ !
সর্ব্বগুণবান তুমি
পৃথিবী মাঝারে
যোগ্যপাত্র সাধিবারে হেন যজ্ঞ।
কিন্তু মহারাজ !
একলক্ষ রাজা চাই যজ্ঞ সাধিবারে।
ত্রেতাযুগে সূর্য্য বংশোদ্ভব,
মহারজ হরিশ্চন্দ্র
দিগ্বিজয় করি
করেছিল হেন যজ্ঞ
তদবধি কোন মহীপাল,
করেনি সাহস।
ভ্রাতৃগণ তব ভুবন বিজয়ী
পারে জনে জনে, ইন্দ্রে জিনিবারে।

রাজগণে অনায়াসে করিবে জয়,
কিন্তু হে ভূপাল !
এক বিঘ্ন আছে মাত্র একার্য সাধনে
পার যদি,
সে বিঘ্ন নাশিতে ;
নির্ব্বিঘ্নে হইবে তব যজ্ঞ সমাপন।

যুধিষ্ঠির।

সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন তুমি।
কৃষ্ণতরি সহায় যাহার
ডরে কি সে তরিবারে
বিঘ্ন পারাবার ?
বিশেষিয়া কহমোরে বিঘ্নকথা;
শুনিতে ব্যাকুল প্রাণ।

কৃষ্ণ।

নৃপমণি !
মগধের অধিপতি জরাসন্ধ শূর,
একমাত্র কণ্টক এপথে ;
জিনিতে পারিলে তারে
অক্লেশে হইবে তুমি পূর্ণ-মনোরথ।

যুধিষ্ঠির।

চতুরঙ্গ দল বল সহ,
পাঠাইব ভ্রাতৃগণে,
মগধ বিজয় আশে।

কৃষ্ণ।

দৈব বলে
বলীয়ান জরাসন্ধ ভূপ
চতুরঙ্গ অনীকিনী সহ
নারিবে জিনিতে।
কৌশলেনাশিতে হবেতারে।

যুধিষ্ঠির।

কহ,
কোন্‌দেব সহায় তাঁহার?
কি কৌশলে বধিবে তাঁহারে?

কৃষ্ণ।

করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ রাজা বৃহদ্রথ,
শিববরে লভিল কুমার;
মহা বলবান, সদামত্ত অহঙ্কারে;
শিব ভিন্ন অন্যে নাহি গণে।
নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয় করি,
ষষ্ঠাধিক অশীতি ভূপতি
বন্দীকরি রাখিয়াছে স্বীয় কারাগারে
শিবযজ্ঞে দিতে বলিদান।
হেন শাস্ত্র বিগর্হিত কথা,
শুনি নাই কভু।
যুদ্ধেনাশি জরাসন্ধ ভূপে,
পার যদি উদ্ধারিতে বন্দীরাজগণে,
অক্লেশে হইবে তব যজ্ঞ সমাপন।

যুধিষ্ঠির।

শিব যদি সহায় তাঁহার,
কিরূপে নাশিবে তাঁরে?

কৃষ্ণ।

শুন রাজা পূর্ব্ব বিবরণ।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞের চরু,
রাজা বৃহদ্রথ,
সমভাগে বাঁটিদিল দুই মহিষীরে।
কালে
গর্ভবতী হ'ল দুই রাণী;
এক কালে প্রসবিল দোঁহে।
প্রসবিল দক্ষিণার্দ্ধ প্রধানা মহিষী;
অপরার্দ্ধ অন্যজনে।
বিপরীত মূর্ত্তি দেখি পুরবাসিগণ
রাজারে কহিয়ে,
নিক্ষেপিল বনমাঝে।
জরানামে নিশাচরী,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে অকস্মাৎ এল হেথা।
দেখিয়া সে অদ্ভুত মূরতি,
কৌতূহল বশে,
দুইভাগ একত্র করিল;
আচম্বিতে খণ্ডদ্বয় লাগিলেক জোড়া;
সদ্যজাত শিশু তবে কাঁদিয়া উঠিল।

নিশাচরী আশ্চর্য্য মানিয়া;
স্নেহবশে, শিশু নিয়া দিল রাজপুরে।
এই হেতু জরাসন্ধ নাম তার।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বালক,
শুক্লপক্ষ সুধাকর সম।
নানাবিধ,
অস্ত্রশস্ত্র মল্ল বিদ্যা আদি,
ক্রমে ক্রমে শিখিল কুমার।
পিতার মরণে, আপনি হইল রাজা।
বাহুবলে পরাজয়ি,
নৃপতি মণ্ডলে, স্থাপিল বিশাল রাজ্য।
রুক্মী আদি রাজা,
শিশুপাল, দন্তবক্র
হইল সহায় তাঁর।
সৈন্য সংখ্যা ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী।
মাতুলে সংহারি,
যবে,
উদ্ধারিনু পিতামাতা কারাগার হ'তে,
জরাসন্ধ সুতা,
অস্তি, প্রাপ্তি কংসের মহিষী,
উত্তেজিল জনকেরে প্রতিহিংসা হেতু।
তাই জরাসন্ধ ভূপ,
বেড়িল মথুরা পুরী,

অষ্টাদশ বার ।
বহুযুদ্ধ হ'ল তারসনে ।
পুনঃ পুনঃ আক্রমণে,
ছাড়িনু মথুরা ।
সমুদ্রের তীরে
স্থাপিনু দ্বারকাপুরী ।
বিশযেতঃ
মগধ নগর অতি সুরক্ষিত,
চৈত্যরথ-গিরি মাত্র, প্রবেশের দ্বার ;
শত্রুভাবে,
কেহ যদি পশে সে দুয়ারে,
—প্রবেশিতে রাজ্য মধ্যে,—
গিরিশৃঙ্গ অমনি গর্জ্জিবে ;
ভয়ঙ্কর দুই নাগ,
আসিবে গ্রাসিতে অরিদলে ।
কেহ যদি বলে কি কৌশলে,
পারে লঙ্ঘিবারে এই বাধা,
নগর তোরণ স্থিত,
ভেরী তিন গোটা,
আপনি গর্জ্জিবে সতর্ক করিতে ভূপে ;
তেঁই কহি মহারাজ ।
দলবল সহ অসাধ্য হইবে,
মগধ করিতে জয় ।

যুধিষ্ঠির।

হে মুরারে!
তোমারে যে করে পরাজয়,
হেন বীর কে আছে ভুবনে
আঁটিবে তাহার সনে সম্মুখ সমরে?
বুঝিলাম যজ্ঞ মম না হইবে সমাপন।

কৃষ্ণ।

চিন্তা তুমি ত্যজ নরনাথ!
ভীমার্জ্জুনে,
দেহ মম সাথে জরাসন্ধ নাশ হেতু।
মহাবীর ভীম সেন,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানি তাহারে,
নাশিবে সম্মুখ রণে।
জরাসন্ধ পাপাচার অতি;
তাহার বিনাশে শান্তিলাভ করিবে মেদিনী।
বিশেষতঃ
একজন নিধন কারণ,
বহু প্রাণ নাশ করা, যুক্তি যুক্ত নহে।
বাহুবল মধ্যম দাদার,
জানি আমি বিধিমতে;
মল্লযুদ্ধে,
জরাসন্ধ না আঁটিবে তায়;
অবশ্য হইবে ধ্বংশ ভীমের সমরে।

যুধিষ্ঠির।

জগন্নাথ !
যাঁর ভয়ে ত্যজিলে মথুরা তুমি,
—যাঁর ভয়ে ইন্দ্র সহ দেবগণ,
কম্পমান সুরপুরে—
ভীমার্জ্জুন আটিবে কি তাঁহার সমরে ?
তুমি মম প্রাণ,
ভীমার্জ্জুন বাহুদ্বয়,
কোন প্রাণে,
তোমা তিনে পাঠাইব তথা ?
হে মাধব !
যজ্ঞে মম নাহি প্রয়োজন,
বুঝিনু নিশ্চয়,
হেন যজ্ঞ সম্পাদন অসাধ্য আমার।

অর্জ্জুন।

নৃপমণি !
খাণ্ডব দাহনে,
দেব বৈশ্বানর পরিতুষ্ট হ'য়ে,
প্রদানিলা মোরে বিজয়ি-গাণ্ডীব ধনু,
অক্ষয় তূণীর দ্বয় সহ।
গুরু দেব দ্রোণাচার্য্য বরে,
অন্য অন্য অস্ত্র শস্ত্রে সুনিপুণ দাস ;
বিশেষতঃ

হৃষীকেশ সহায় মোদের ;
বৃথা চিন্তা কর পরিহার ;
মহাবীর ভীমসেন করে,
অবশ্য হইবে ধ্বংশ মগধের পতি ।
তব আজ্ঞা হ'লে,
আমি যাব সহযোগী হয়ে ।

ভীম ।

মহারাজ !
তব ও পদ প্রসাদে
ভুবন বিজয়ী দাস !
কিছার সে জরাসন্ধ ?
পাইলে তোমার আজ্ঞা,
নাহি ডরি যমে আমি ।
হের বাহু দ্বয় মম
যাহে, সুমেরু না সহে টান ;
যেই মুষ্ট্যা ঘাতে,
শত শত গিরি চূর্ণ হ'ল
জরাসন্ধ শিরঃ চূর্ণ হ'বে অনায়াসে ।
যে পদ প্রহারে,
হিড়িম্বাদি ছাড়িল পরাণ ;
সহিবে কি মাগধেয় সে পদ প্রহার ?
হে পাণ্ডব নাথ !
অখিলের পতি ব্রহ্ম সনাতন ;

সহায় মোদের ;
অবশ্য হইবে ধ্বংস বৃহদ্রথ সুত।
সহাস্য আননে,
আশীর্ব্বাদি মোসবারে,
কর অনুমতি মগধ বিজয় তরে।

যুধিষ্ঠির।

হে অচ্যুত !
পাণ্ডবের একমাত্র তুমিই ভরসা;
ভীমার্জ্জুনে সঁপে দেই তব করে।
করি আশীর্ব্বাদ,
অক্ষত শরীরে জয়-শ্রী লভিয়া,
এস ফিরি ইন্দ্রপ্রস্থ পুরে !

ভীম।

(যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া)

মহারাজ !
প্রণিপাত করি পায়,
কর আশীর্ব্বাদ,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যেন হয়।

শক্তি স্বরূপিনী জগত-জননী,
নিয়ত করুন বাস তব বাহু মূলে ;
নিরাপদে এস ফিরি, রণ জয় করি

কৃষ্ণার্জ্জুন।

ধর্ম্মরাজ!

কর আশীর্ব্বাদ।

(প্রণামান্তে তিন জনের প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির।

পূজ্যপাদ ধৌম্য তপোধন!

সর্ব্ব শক্তি ময়ী,

চণ্ডীর চরণে,

কর গিয়ে শুভ স্বস্ত্যয়ন,

কৃষ্ণ আর ভীমার্জ্জুন-মঙ্গল কারণ।

(নকুল ও সহদেবের প্রতি)

প্রাণাধিক ভ্রাতৃগণ!

চল সবে হস্তিনা নগরে;

জ্যেষ্ঠ তাত ভীষ্ম আদি পূজ্যপাদগণে,

জিজ্ঞাসিতে, যজ্ঞ আরম্ভের অনুমতি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা-রাজসভা।

ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বিদুর, দুর্য্যোধন, কর্ণ ও অন্যান্য সভাসদগণ।

ধৃতরাষ্ট্র।

সুমতি বিদুর!
ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরে,
শুনিনু অদ্ভুত গৃহ হয়েছে নির্ম্মিত,
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির রাজসভা তরে।
বিশেষিয়া কহ মোরে সভার বর্ণনা!

বিদুর

নরপতে!
এ হেন অদ্ভুত সভা দেখিনি নয়নে;
যোজন বিস্তৃত, কনক রচিত,
অপূর্ব্ব সে সভাস্থল;
মণি মুক্তা হীরকাদি হারে,
শোভিতেছে বাতায়ন,—
স্ফটিক নির্ম্মিত উচ্চস্তম্ভোপরি;

শোভিতেছে স্বর্ণ ছাদ,
খচিত মুকুতা হারে।
স্থানে স্থানে হয়েছে রচিত,
কৃত্রিম স্ফটিক সরঃ—
শোভিতেছে তায়,
কুমুদ কহ্লার চয় নেত্র তৃপ্তিকর।
স্ফটিক নির্ম্মিত দ্বার,
প্রতিবিম্বে তায়, ফলিছে অযুত গৃহ।
কেহ যদি প্রবেশে তথায়,
নির্ণয় করিতে নারে নির্গমের দ্বার।
আলেখ্য সমূহ হয়েছে চিত্রিত,
সজীব মূরতি সম।
হীরক খচিত নীল চন্দ্রাতপে,
আচ্ছাদিত সভাস্থল;
বসুমতী যথা,
তারকা ভূষিত সুনীল আকাশ তলে।
মহারাজ।
কিবা শক্তি আছে মম
সম্যক বর্ণিতে,
সে অপূর্ব্ব সভা শোভা?
নিরখিলে সহস্র নয়নে
তৃপ্তি নাহি পায় মন;
নিত্য নব সৌন্দর্য্য বিকাশে যেন

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। (নমস্কার করিয়া করযোড়ে)

কুরুকুল নাথ !

মহারাজ যুধিষ্ঠির,

ভ্রাতৃ, মিত্র, বন্ধুগণ সহ,

দাঁড়াইয়া পুর দ্বারে,

করিবারে রাজ দরশন।

ধৃতরাষ্ট্র।

সুযোধন !

যথা রীতি অভ্যর্থনা করি,

আন শীঘ্র সভাতলে পাণ্ডুকুলোত্তমে।

(দূত ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান)

(দুর্য্যোধনের সহিত যুধিষ্ঠিরাদির প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।

পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত !

পূজ্যপাদ পিতামহ দেব !

অন্যান্য গুরুজন মম,

ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করুন গ্রহণ।

ধৃতরাষ্ট্র।

এস বৎস !

কহ মোরে সবার কুশল।

যুধিষ্ঠির।

তব চরণ প্রসাদে,

নির্ব্বিঘ্ন পাণ্ডবকুল।

ভীষ্ম।

প্রাণাধিক যুধিষ্ঠির।
বহুদিন হেরি নাই মুখ চন্দ্র তব।
তববৃদ্ধ পিতামহ,
যতকাল থাকিবে এ মহীতলে
নিরন্তর করিবেক কল্যাণ সাধন।

যুধিষ্ঠির।

পিতামহ!
শত জন্মে নারিব শোধিতে স্নেহ ঋণ।
কর আশীর্ব্বাদ
চিরদিন তব পদে ভক্তি থাকে যেন।

ধৃতরাষ্ট্র।

কহ বৎস!
কিবা প্রয়োজনে আসিলে হেথায়।

যুধিষ্ঠির।

অবধান কর মহারাজ!
সেই দিন মম সভাতলে,
দেবর্ষি নারদ আসি,
কহিলেন মোরে,
"ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির!
বৈজয়ন্তধাম হ'তে আসিবার কালে,
তব পিতা পাণ্ডুরাজ,
বলিলেন জানাতে তোমারে,

অনুষ্ঠিতে রাজসূয় মহাযজ্ঞ,
স্বর্গপুরে তৃপ্তিহেতু তাঁর।”
যদবধি শুনিয়াছি পিত্রাদেশ
তদবধি তৃপ্তি নাহি পায় মন।
কুরু পাণ্ডু কুলে,
তুমি মাত্র প্রভু এক।
তব আজ্ঞা পেলে
অনুষ্ঠিতে এই যজ্ঞ হইব তৎপর।

ধৃতরাষ্ট্র।

কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্ম অবতার তুমি;
যোগ্যপাত্র এযজ্ঞ-সাধিতে।
কিন্তু বৎস!
রাজগণে পরাজয় করি,
সাধিতে হবে একাজ

যুধিষ্ঠির।

পাইলে আদেশ তব,
দিগ্বিজয়ী ভ্রাতৃগণ মম,
করিবে সে কার্য্যোদ্ধার।
হে পিতামহ!
হে গুরুদেব!
পিতৃসখা কৃপাচার্য্য বীর!
সবে প্রসন্ন বদনে কর অনুমতি,

পারি যেন,
পিত্রাদেশ করিতে পালন।

ভীষ্ম।

সাধু! সাধু!! সাধু!!!
ধন্য বৎস কুলের প্রদীপ।
অবনীমণ্ডলে,
একমাত্র উপযুক্ত তুমি,
করিতে এ মহাকার্য্য।
তব মুখে,
হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ,
আশাতীত তৃপ্তি লাভ করিনু আমরা :
না কর বিলম্ব আর যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
প্রাণপণে,
তব কার্য্য করিব উদ্ধার।

দ্রোণাচার্য্য।

যুধিষ্ঠির!
প্রফুল্ল হৃদয়ে করি অনুমতি,
আরম্ভিতে এই যজ্ঞ।
সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন,
হরির কৃপায়,
সিদ্ধ হ'ক মনোরথ তব।

কৃপাচার্য্য।

করি আশীর্ব্বাদ,
নির্ব্বিঘ্নে হ'ক তব যজ্ঞ সমাধান।

আসমুদ্র ক্ষিতি তলে,

ঘোষুক অক্ষয় কীর্ত্তি।

যুধিষ্ঠির।

অপার করুণা দাস প্রতি।

মহারাজ!

কিবা আজ্ঞা তব?

ধৃতরাষ্ট্র।

করি আশীর্ব্বাদ,

হও তুমি সিদ্ধ মনোরথ।

যুধিষ্ঠির।

ভাই সুযোধন!

ভীমার্জ্জুন সম প্রিয়তম ভ্রাতা তুমি,

বল মোরে,

হইবে সহায় তুমি,

এ কার্য্য সাধনে?

দুর্য্যোধন।

যথোচিত তব কার্য্য,

করিব উদ্ধার।

যুধিষ্ঠির।

অঙ্গদেশপতি!

অনুকূল হও মম একার্য্য সাধনে।

কর্ণ।

মহারাজ!

সাধ্যমত, তব কার্য্যে নাহি হবে ত্রুটি।

যুধিষ্ঠির।

আসি তবে জ্যেষ্ঠ তাতঃ!
কর আশীর্ব্বাদ,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় যেন।
[যুধিষ্ঠিরাদির প্রস্থান]

দুর্য্যোধন!

হের সখে!
পাণ্ডবের হ'ল মতিভ্রম,
চাহে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভিতে!
পঙ্গু হয়ে,
চাহে গিরি লঙ্ঘিবারে!
দুস্তর সাগর,
চাহে উড়ুপে তরিতে!
নাহি জানি কি সাহসে,
রাজগণে জিনি,
চাহে একচ্ছত্র নৃপতি হইতে।
উন্মাদের আশা প্রায় মনে মম লয়!

কর্ণ।

নির্ব্বাণের কালে দীপ হয় তেজস্কর।
শুনিয়াছি,
অযোধ্যাধিপতি,
মহারাজ হরিশ্চন্দ্র
করেছিলা এ যজ্ঞ সাধন।

তদবধি,
আর কেহ করেনি সাহস।
নাহি জানি,
কি সাহসে ক্ষুদ্র যুধিষ্ঠির,
ক'রেছে সঙ্কল্প হেন যজ্ঞ সাধিবারে।

দ্রোণাচার্য্য।

যার বল সেই জানে।
অকারণ,
পরনিন্দা না হয় উচিত।
পাণ্ডু পুত্রগণ,
জনে জনে
পারে ত্রিভুবন জিনিবারে।
দিগ্বিজয় কিবা ছার;
বিশেষতঃ
ধর্ম্মই সহায় ধার্ম্মিকের,
সেই বলে,
সর্ব্ব বিঘ্ন হবে বিদূরিত।

দুর্য্যোধন।

হে আচার্য্য!
বড় স্নেহ কর তুমি পাণ্ডুপুত্রগণে,
তেঁই,
কেহ কভু নিন্দিলে তা'দের
শেল সম বাজে তব বুকে,

পাণ্ডবের বল,
জানি আমি বিধিমতে,
হেন কি শকতি আছে
পরাজিতে নৃপতি মণ্ডলে?
পক্ষযুক্ত
পিপীলিকা সম
সবংশে হইবে নাশ।

দ্রোণাচার্য্য।

মম ঠাঁই,
নহে অবিদিত কার কত পরাক্রম।
একা পার্থ,
এক রথে পারে ত্রিভুবন জিনিবারে।
বাহুযুদ্ধে,
ভীমসেন অতুলন মহীতলে।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর স্থলে,
পেয়েছ সে পরিচয়।

ধৃতরাষ্ট্র।

বৃথা বাক্যব্যয়,
আর নাহি প্রয়োজন।
চল সবে,
সভাভঙ্গ হ'ক আজ।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

দ্রৌপদী ও সুভদ্রা।

সুভদ্রা।

দিদি !

শুনিলাম সহচরীমুখে,

মহারাজ ক'রেছেন অভিপ্রায়,

রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান আগে ?

জান যদি, কহ মোরে, যজ্ঞের স্বরূপ।

কোন ফল লভে নর এযজ্ঞ সাধনে ?

দ্রৌপদী।

একদিন,

নারায়ণমুখে গল্পচ্ছলে,

শুনেছিনু রাজসূয় যজ্ঞকথা।

সবিশেষ নাহিক স্মরণ।

শুনিয়াছি,

দিগ্বিজয়ে, লক্ষ রাজা করি পরাজয়,

গ্রহণ করিবে কর ;

যজ্ঞ সম্বন্ধীয়,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজ,
ভৃত্যবৎ রাজগণ করিবে সাধন ;
দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
হবে উপস্থিত, লইতে এ যজ্ঞভাগ ;
সমস্বরে, ঘোষিবে জগৎ,
সম্রাট বলিয়া তাঁরে ;
একচ্ছত্র রাজা হবে অবনী মণ্ডলে।

সুভদ্রা।

ভয় হয় বচনে তোমার,
লক্ষ রাজা পরাজয় করা,
নহে সাধারণ কথা।
শঙ্কা হয়,
পাছে কোন বিঘ্নইবা ঘটে।

দ্রৌপদী।

সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন
সহোদর তব, সহায় মোদের ;
তাঁহার কৃপায়,
সর্ব্ববাধা হবে বিদূরিত।

[শ্রীকৃষ্ণ সহ ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ।]

শ্রীকৃষ্ণ।

কহ সখি! সবার কুশল ;

দ্রৌপদী।

দয়াময়!
তুমি সহায় যাঁহার
তাঁহার নাহিক অমঙ্গল।
কহ দেব!
রণবেশে হয়ে সুসজ্জিত,
কোথা যাও তিন জনে?

শ্রীকৃষ্ণ।

মহারাজ, করেছেন অভিপ্রায়,
রাজসূয় যজ্ঞ করিবারে।
তাঁহার আদেশে
ভীমার্জ্জুন সহ
যাই জরাসন্ধে জিনিবারে।
কহ মোরে
পিতৃস্বসা কোথা?

দ্রৌপদী।

আসিবেন শ্বশ্রূমাতা অবিলম্বে হেথা:
শুনিয়াছি,
মহাবীর মগধাধিপতি।
তিন জনে,
কেমনে জিনিবে তারে?
আপনি অচ্যুত,
পরাভূত যাঁর ভুজ তেজে

হেন বীর কে আছে ভুবনে,
পরাজয় করে তাঁরে ?

শ্রীকৃষ্ণ।

হে কল্যাণি !
কি আশঙ্কা তব ?
যদিও আমি
হইয়াছি পরাভূত সমরে তাঁহার;
তবুও সে,
না আঁটিবে ভীমসেন সহ !
চিন্তা ত্যজ সুবদনি !
অরিক্ষয় করি ফিরিব সত্বর।

[কুন্তীর প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ।

[প্রণাম করিয়া] আশীর্ব্বাদ কর মাতঃ !

কুন্তী।

[শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক] বাপধন
হও চিরজীবী।
বহুদিন, না হেরিয়া শ্রীমুখ তোমার,
আছিলাম মৃতপ্রায়।
কহ বৎস !
কেন এতদিন ভুলে ছিলে ?
প্রিয় তুমি,
মম পঞ্চপুত্র সম।

পিতা মাতা ভ্রাতৃ মিত্রগণ,
আছে ত কু লে সবে?

শ্রীকৃষ্ণ।

মাত: !
তব আশীর্ব্বাদে,
যদুকুলে মঙ্গল সবার।

কুন্তী

কহ কৃষ্ণ !
কেন রণ বেশে,
হেরি আজ তোমা তিনজনে?

শ্রীকৃষ্ণ।

স্বর্গগত পিতৃস্বস্ব-পতি,
দেবর্ষি নারদমুখে,
করিলা আদেশ—
সম্পাদিতে রাজস্থয় মহাযজ্ঞ,
স্বর্গপুরে চিরসুখ আশে।
ধর্ম্মরাজ,
করেছেন অভি ায় যজ্ঞ সম্পাদনে।
তাই আদেশ তাঁহার,
মগধ বিজয় হেতু।
মাতঃ !
কর আশীর্ব্বাদ,
করিয়া সে কার্য্যোদ্ধার,

অচিরে লভিতে পারি পদধূলি তব।

কুন্তী।

একি কথা কহ বাপধন!
শুনিয়াছি, মহাবলী জরাসন্ধ ভূপ,
এ পৃথ্বী মাঝারে,
কেহ তাঁরে করে নাই পরাভব;
বিশেষতঃ
বালক তোমরা,
কেমনে আঁটিবে হেন দুর্দ্দম ভূপালে?

শ্রীকৃষ্ণ।

চিন্তা দূর কর মাতঃ!
হেন বীর না হেরে ধরণী,
মধ্যম পাণ্ডব
যাঁরে না পারে দমিতে?
বিশেষতঃ জানি আমি
হবে সে নিহত ভীমের সমরে।
প্রসন্ন অন্তরে
আশীর্ব্বাদি মো সবারে,
কর আজ্ঞা জরাসন্ধে নাশিবারে।

কুন্তী।

তোরা মোর নয়নের মণি,
না হেরিলে,
ও চাঁদ বদন,

অন্ধকার হেরি সব।
হেন,
দুর্দ্ধর্ষ অরির মুখে
পাঠাইয়া তোমা তিন জনে
কিরূপে থাকিব স্থির ?
কাজ নাই হেন যজ্ঞ করি।

অর্জ্জুন।

কেন অমঙ্গল চিন্ত মাতঃ ?
জন্মিলে মরিতে হবে,
স্বতঃসিদ্ধ এই কথা।
বিশেষতঃ,
ক্ষত্রজাতি যুদ্ধ ব্যবসায়ী,
কি ভয় সমরে ?
রণ-মৃত্যু বীরের বাঞ্ছিত।
বীর পত্নী বীর মাতা তুমি ;
হেন কথা,
না সাজে তোমারে।
পিত্রাদেশ,
যদি মাতঃ না করি পালন,
কি ফল বলনা বৃথা মাংসপিণ্ড বহি ?
অনুমতি পালনে তাঁহার,
এনশ্বর দেহ, যদি হয় ক্ষয়,
সার্থক ভাবিব মনে ;

না কর বিলম্ব মাতঃ! আদেশ প্রদানে!

ভীম।

হে জননি!
তব পদধূলি শিরে ধরি,
নাহি ডরি যমে জিনিবারে;
জরাসন্ধ কিবা ছার?
পর্ব্বত সদৃশ;
এই বাহুতলে বিচূর্ণিত হবে দুষ্ট।
পিত্রাদেশ পালনের তরে,
ব্যাকুল হ'য়েছি বড়,
বাধা নাহি দেহ আর।
কর আশীর্ব্বাদ,
তব ও পদ প্রসাদে,
করি অরিক্ষয়,
অচিরে ফিরিব পুরে।

কুন্তী।

প্রাণাধিক বাসুদেব!
পাণ্ডবের
এক মাত্র গতি তুমি;
মম প্রাণধন
সঁপে দেই তব করে।
দেখ,
যেন ফিরে পাই অঞ্চলের নিধি।

(ভীমার্জ্জুনের প্রতি)

প্রাণাধিক পুত্রগণ !
মহাশক্তি চণ্ডীর কৃপায়,
হও ত্বরা রণজয়ী ।

(সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর প্রতি)

প্রাণাধিক বধূগণ !
কর শীঘ্র মঙ্গল আচার,
ভীমার্জ্জুন কৃষ্ণ তরে ।

(শ্রীকৃষ্ণ,ভীম,অর্জ্জুন প্রণাম পূর্ব্বক সমস্বরে)

প্রণাম চরণে মাতঃ ।

(শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন প্রভৃতির প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস।

প্রমথগণ। হর পার্ব্বতী আসীন ও প্রমথগণ দণ্ডায়মান

সুরট মল্লার—একতালা।

হে শিব শঙ্কর! বিভূতি ভাস্কর
সর্ব্ব গুণাকর করহে করুণা।
[তুমি] দয়াময় ভব সকলই সম্ভব
আশুতোষ তোষ নিদয় হ'ওনা।

১। ওহে সতীপতি অগতির গতি
রেখ পদাশ্রয় করিহে মিনতি
না জানি ভকতি নাহি জানি স্তুতি
গতি মতি তব শ্রীপদে বাসনা।

২। [তুমি] অনাদি অনন্ত অসীম অভ্রান্ত
শান্তিভাবে যায় করহে তদন্ত
ভয় করে তারে ভীষণ কৃতান্ত
ক্ষান্ত থাকে রিপু ছ'জনা;

ওহে বিশ্বনাথ, অনাথ বান্ধব
শিব শিব শিব শিবময় ভব
যে ডাকে তোমায় নিবার অশুভ
ভব ভয় তার কখন হবেনা।

মহাদেব।

গাও স'বে হরি নাম গান ;
যে নাম স্মরণে,
সর্ব্বপাপ হয় বিমোচন।
যাহে,
হৃদয় কন্দরে,
ভক্তি উৎস খেলে,
শান্তিবারি বহে হৃদি মাঝে,
পবিত্রিয়া মন প্রাণ।
পশু পক্ষী পতঙ্গ নিচয়,
সমস্বরে গাও সেই নাম।
ভূলোক হ্যুলোক আদি
পরিপূর্ণ হ'ক সেই নামে।
চলন্ত বাতাস,
সেই প্রতিধ্বনি বহি,
ল'য়ে যা'ক,
পাপিতাপিমুক্তির কারণ।
যে মধুর নাম স্মরি,
ভোলা মন হয় ভোলা,—

সর্ব্বত্যজি শ্মশানে আবাস,
যেই নাম সাধিবারে
আমি যোগী ত্রিলোচন,
পাই নাই অন্ত যাঁর,
ভক্তিভরে, সেই নাম করিলে শ্রবণ,
সর্ব্বপাপ হয় বিমোচন।
ওহে প্রমথ মণ্ডল!
বাহুতুলে, হরিনাম কর গান,
হ'ক পুলকিত প্রাণ,
ভক্তি-রসে,
মাতুক কৈলাসবাসী।

প্রমথগণের সঙ্কীর্ত্তন।

ভৈরবী—একতালা।

(মন) হরি, হরি,হরি, বল, বৃথা কাজে দিন গেলরে;
চিণ্ময় সচ্চিদানন্দে, চিন্ত সদা হৃদ মাঝারে॥
মুখে বল হরি হরি, হরি নামটী কর তরি!
ভব সাগরে দিতে পারি, কোন ভয় আর রবেনারে॥

ভগবতী।

প্রাণনাথ!
বহুদিন দেখি নাই,
বিশ্বারাধ্য শ্রীহরির পাদযুগ;
'মা'কথা তাঁহার শুনি নাই বহুদিন।
প্রাণ মম হ'য়েছে ব্যাকুল,

হেরিতে সে শ্রীমুখ-কমল।
ত্যজিয়ে বৈকুণ্ঠপুরী,
মায়াচক্রে ভুলি,
ধরা মাঝে নারায়ণ।
ধন্য হ'ল অবনী মণ্ডল,
ও পবিত্র
পাদযুগ শিরেধরি।

মহাদেব।

হে শঙ্করি!
দক্ষিণ নয়ন মম নাচে ঘন ঘন।
বুঝি ভকত বৎসল,
শ্রীমধুসূদন,
করিবেন কৃপা মোরে,
(শ্রীকৃষ্ণ সহ ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (করযোড়ে)

জয় শিব শঙ্কর, স্মর হর দিগম্বর
বিভূতি ভূষণ মহেশ্বর।
জয় ত্রিপুর মর্দ্দক, বিষাণ বাদক
সর্ব্ব পাপ হর বিশ্বম্ভর॥
জয় বৃষভ বাহন, পিনাক ধারণ
উমাপতি শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয়।
জয় ভুবন পালক, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক
চিণ্ময় স্বরূপ অব্যয়॥

জয় জগৎ পালক, জগৎ সংহারক
ভক্তজন রক্ষক ভূতপতি।
জয় শশাঙ্ক শেখর, গৌরী মনোহর
দক্ষযজ্ঞ নাশক অনাথগতি॥
জয় সজ্জন পালক, দুর্জ্জন নাশক
করুণা কুরু হর ভক্তজনে।
জয় শ্মশানবাসী, হর দুঃখ রাশি
পদাশ্রয় যাচে দীন জনে॥ (প্রণাম)

(হরি হরের আলিঙ্গন)

মহাদেব।

অহো!
ধন্য আমি আজ;
সার্থক হইল মম নাম সঙ্কীর্ত্তন।
তেঁই,
ভক্তবাঞ্ছা পূরণ কারণ,
ইষ্টদেব মম হ'লেন উদয়।
ওহে প্রমথ মণ্ডল!
উচ্চকণ্ঠে,
বাহু তুলে কর হরিধ্বনি,
পূর্ণিত হইল আশা।

(প্রমথগণ কর্ত্তৃক হরিধ্বনি)

ভগবতী।

দয়াময়!

ভক্তের জীবন!

বহুদিন হেরি নাই শ্রীমুখ তোমার,

পবিত্র কৈলাসপুরী তব আগমনে।

কৃষ্ণ

মাগো!

কর কৃপা অধম সন্তানে,

দেহ প্রাণ হইল শীতল,

নেহারি ও পদযুগ।

ওমা বিশ্ব প্রসবিনি!

কেন আর মায়া ঘোরে, রাখ অচেতন?

সুপ্রসন্না হও দাসে।

দীন দয়াময়ী!

ভীমার্জ্জুন। (করযোড়ে)

জয় সর্ব্ব লোকাশ্রয়, নির্গুণ চিন্ময়

নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতি।

জয় ত্রিলোক পালন, ত্রিলোক নাশন

অনাদি কারণ দীনগতি॥

জয় অসুর মর্দ্দিনী, শশাঙ্ক ভালিনী

যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বেশ্বরী।

জয় ত্রিদিব বন্দিনী, ত্রিগুণ ধারিণী

ত্রিতাপ হারিণী শুভঙ্করী!

জয় মহা যোগেশ্বর, বিভূতি ভাস্কর
সর্ব্বগুণাকর জটাধর।
জয় মহা পাপহর, সর্ব্ব শুভঙ্কর
পাপ তাপ হর গঙ্গাধর॥

জয় সর্ব্ব-স্বরূপিনী, সর্ব্ববার্ত্তি নাশিনী
শঙ্কর গেহিনী মনোরমা।
জয় শক্তি স্বরূপিনী, নিশুম্ভ ঘাতিনী
মহিষ মর্দ্দিনী হর রমা॥

(উভয়ের নমস্কার পূর্ব্বক করযোড়ে অবস্থান)

মহাদেব।

কহ দেব!
কি মানসে ভীমার্জ্জুন সহ,
আইলা—এ পুরে?

কৃষ্ণ।

সর্ব্ব অন্তর্যামী তুমি,
অগোচর কি আছে তোমার?

মহাদেব।

তোমার কৃপায়,
বুঝিয়াছি অভিপ্রায় তব।
মম বরে জরাসন্ধ ল'ভেছে জনম,
তেঁই মম,
সমধিক স্নেহ তার প্রতি।
বহু বিধ উপহারে বহু যত্ন করি,

পূজে মোরে দিবানিশি ।
সেই হেতু,
অজেয় সে ত্রিভুবনে ।
এবে মদগর্ব্বে মাতি,
ক্রমে ক্রমে,
বহু পাপ করেছে সঞ্চয় ।

কৃষ্ণ ।

হে শঙ্কর
তব বরে তৃণজ্ঞান করে সর্ব্বজনে ।
সমরেতে বহুরাজা,
করি পরাজয় রাথিয়াছে কারাগারে,
বলি দিতে সম্মুখে তোমার ।
জগতের পিতা তুমি,
ক্ষুদ্রাদপি,
ক্ষুদ্র প্রাণী সন্তান তোমার;
এ রহস্য বুঝিতে না পারি,
কেমনে সন্তান রক্ত করিবে গ্রহণ ?
হে ধূর্জ্জটি !
এ দুর্জ্জনে তুমি না দণ্ডিলে
কে দণ্ডিবে তবাশ্রিত জনে ?

মহাদেব ।

হে কেশব
কালপূর্ণ হইয়াছে তার,

শৈব তেজ এখনি হরিব,
অবশ্য হইবে ধ্বংস ভীমের সমরে।

ভীম।

অপার করুণা দাস প্রতি।

ভীমার্জ্জুন।

প্রণিপাত করি রাঙ্গাপায়।

মহাদেব।

পূর্ণ হ'ক মনস্কাম,
তোমা সবাকার।

(হরি হরের আলিঙ্গন।)

প্রমথ ও যোগিনীগণ কর্ত্তৃক হর হরির স্তুতি গান

রাগিনী—দেশমিশ্র কাওয়ালী

পুরুষ। কৃপাকর মহেশ্বর দীন কিঙ্করে।
স্ত্রী। দয়াময় জগতের হরি, স্মরণে তাপ হরে
সকলে। ভজ মন হরি হরে অনিবার।
পুরুষ। কি শোভা ভবভালে শোভে আধ চাঁদ,
স্ত্রী। মোহনচূড়া হেল্‌ছে বামে দুল্‌ছে কালাচাঁদ;
পুরুষ। গলে যার হারেরি মালা,
স্ত্রী। বন ফুলে শ্যাম কর্‌ছে উজলা;
পুরুষ। জটাজুট ঘটা শিঙ্গা ডম্বুর করে।
স্ত্রী। হের হে বাঁশী শিখি পাখা শিখরে;
সকলে। ভজ মন হরি হরে অনিবার।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।
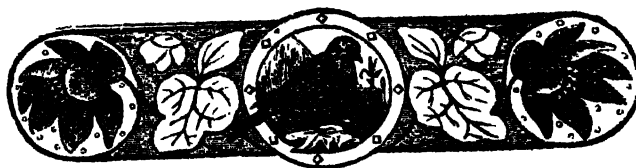
মহাদেবী, অস্তি, প্রাপ্তি ইত্যাদি

বিমর্ষভাবে মহাদেবীর অবস্থান

অস্তি

মাগো!
কেন হেরি মলিন বদন তব?
অশ্রুধারা বহে ঝর ঝর,
কাঁদে প্রাণ তোমার এ ভাব হেরি।
কহ মাতঃ!
রোদনের হেতু কিবা?

প্রাপ্তি

সত্য যাহা ভগিনী কহিল,
আজ দুই দিন হ'তে,
পলে পলে ভাবান্তর হেরি তব।

রাজ পাটেশ্বরী তুমি,
অকস্মাৎ কি দুঃখ সঞ্চার,
হইল হৃদয়ে তব ?
মোরা তনয়া তোমার,
তব সুখে সুখী,
তব দুঃখে দুঃখী নিরন্তর।
অভাগিনী মোরা,
ভাগ্যদোষে পতিহারা,
আছি মাত্র তব মুখ চেয়ে।
ফাটে বুক,
হেরি যদি অশ্রুবিন্দু নয়নে তোমার।

মহাদেবী :

ভাগ্যে মম কি আছে না জানি,
তাই দিবা নিশি,
চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল হেরি।
রাজোদ্যানে, সখীগণ সহ গিয়াছিনু,
বিরাম লাভের তরে ;—
অকস্মাৎ শিবাগণ বেড়িয়া আমায়,
করিতে লাগিল ঘোর বিকট চিৎকার,
সেই রবে মাতি যেন,
দলে দলে শকুনি গৃধিনী,
কলরবি বসিল আসিয়া,
প্রাসাদের উচ্চ চূড়ে।

গর্দ্দভ বরণ মেঘে ঢাকিল আকাশ।
স্বন স্বনি তপ্ত বাত বহিতে লাগিল।
ধুলা রাশি উড়িল চৌদিকে,
আঁধারিয়া দশ দিক।
নীল ইরম্মদ সহ,
বজ্রনাদে রোধিল শ্রবণ।
বিন্দু বিন্দু রক্ত বৃষ্টি হইল চৌদিকে
ভীমাকার কবন্ধ সমূহ,
নাচিতে লাগিল যেন সম্মুখে আমার।
চতুর্দ্দিক হ'তে,
(যেন) অস্ফুট রোদন ধ্বনি,
পশিতে লাগিল আসি শ্রবণে আমার।
বহু কষ্টে,
সখীগণ সহ আইলাম অন্তঃপুরে।
সেই হ'তে,
বামেতর আঁখি মম কাঁপিছে সঘনে।
তদবধি,
প্রাণ মম হ'য়েছে উদাস।
মহা ভয় হৃদয় কাঁপিছে সদা;
আঁখি বারি সম্বরিতে নারি।
বিচঞ্চল হই পলে পলে।
নাহি বুঝি দুর্নিমিত্ত কিবা হেতু।

অস্তি।

ভয় হয় বচনে তোমার।

হেন অশুভ দর্শন,
রাজ্যের অনিষ্ট কর।
মোরা অভাগিনী,—
হেন মনে লয়,
এ সব অশুভ, মাতঃ!
আমাদের ভাগ্য দোষে।

প্রাপ্তি।

কেন বৃথা অমঙ্গল চিন্ত মাগো;
তুমি রাজ্যেশ্বরী,
পতি পুত্রে ভাগ্য বতি,
অশুভ আশঙ্কা কিবা হেতু?
বৃথা চিন্তা কর পরিহার।
রাজ্যেশ্বর জনক মোদের,
ভুজতেজে রাজগণে জিনি,
করেছেন আয়োজন,
শিব যজ্ঞে বলি দিতে সবে।
শিবের প্রসাদে অশিব হইবে দূর।
কুচিন্তা হৃদয়ে আর নাহি দেহ স্থান।

(জরাসন্ধের প্রবেশ।)

জরা।

এ কি!
কেন রাণী বিরস বদনে?
হেরিলে মলিন মুখ তব

শেল সম বাজে হৃদে।
কহ অস্তি!
কি হেতু জননী তব বিরস বদনে?

অস্তি।

কতগুলি দুর্নিমিত্ত করি দরশন,
জননী ব্যাকুলা অতি।
সাধ্যমত দিতেছি প্রবোধ,
তবু ধৈর্য্য নাহি মানে প্রাণে।

জরা।

ছি,ছি রাণি!
কাল্পনিক ভয়ে,
কি হেতু ত্রাশিতা এত?
চিন্তা তব কর নিবারণ।
অমূলক চিন্তা হৃদে
যত দিবে স্থান,
ততই বাড়িবে তাহা,
হুতাশনে ইন্ধন সমান।
কত জনে,
কত কি নেহারে;
কার কিবা সর্ব্বনাশ ঘটেছে তাহাতে?
শোন রাণি!
শুভাশুভ ঘটে যত বিধির বিধানে।
কিবা ভয় অশুভ দর্শনে?

বহু আশা করি,
রাজগণে করিয়াছি পরাজয়,
শিব যজ্ঞে দিতে বলিদান ;
তুমি সহধর্ম্মিনী আমার,
মম সঙ্গে,
এই যজ্ঞে হইবে দীক্ষিতা।
তেঁই কহি,
ললনা সুলভ দুর্ব্বলতা ত্যজি,
ধর্ম্ম কার্য্যে রত কর মন।

মহাদেবী।

মহারাজ !
বহু যত্নে প্রবোধিতে নারি মন ;
কার্য্য ব্যপ দেশে,
হই যদি গৃহের বাহির,
বহুবিধ অমঙ্গল করি দরশন,
একাকিনী থাকি যদি,
ভীষণ মূরতি সব,
করতালি দিয়া,
নাচে যেন চৌদিকে আমার ;
নাহি জানি কি আছে অদৃষ্টে মোর !

জয়া।

বৃথা অনিষ্ট আশঙ্কা তব,
এই ত্রিভুবনে;

কাহারেও নাহি ডরি আমি।
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা তুমি
কারে তব এত ভয়?
মম এই বাহু বলে,
যমে পারি শাসিবারে।
মানসিক দুর্ব্বলতা হেতু,
এ হেন বিকার তব।
মম মুখ পানে চাহি,
চিন্তা যত কর পরিহার।
তুমি মম শক্তি স্বরূপিনী,
উৎসাহে তোমার,
শত গুণে বল বাড়ে যেন,
তেঁই পুনঃ কহি
দুশ্চিন্তা ত্যজিয়া
দৃঢ়তা আশ্রয় কর কর্ত্তব্য পালনে।

মহাদেবী।

প্রাণেশ্বর!
দাসী প্রতি হেন দয়া তব।
থাকে যেন চির দিন।
বচনে তোমার,
উৎসাহ বাড়ে প্রাণে,
শান্তি বারি বহে যেন হৃদে;
আজ্ঞা তব যথা সাধ্য করিব পালন।

প্রাপ্তি।

পিতঃ!
করিয়াছ আয়োজন,
শিব যজ্ঞ হেতু।
কৃপায় তাঁহার;
নির্ব্বিঘ্নে হউক তব যজ্ঞ সমাপন।
কিন্তু দেব!
যবে মনে হয়,
পতি ঘাতি অরাতি মোদের,
অক্ষত শরীরে,
এখনও জীবিত আছে,
বৃশ্চিক দংশন সম,
অসহ্য বেদনা
হয়গো সঞ্চার হৃদে।
গোপ-অন্ন ভোজী,
সামান্য গোপাল বিনাশিল
জামাতা তোমার?
মহারাজ চক্রবর্ত্তি তুমি,
নাহি জানি,
কোন প্রাণে সহ এত অপমান?
পরাক্রমে অতুলন মহীতলে,
পাইলাম ভাল পরিচয় তার!
কথায় তোমার!

প্রতিহিংসা হেতু প্রাণ ধরি।
রাজ্য ধন আছিল সকল,
ছিনু মোরা রাজ্যেশ্বরী,
কিন্তু সেই পাপাচার,
করিয়াছে আমা দোঁহে, চির ভিখারিণী

অস্তি

হায় পিতঃ!
আছি মাত্র প্রাণ ধ'রে,
আশায় তোমার,
নাহি জানি,
কোন প্রাণে ধৈর্য্য ধরি আছ চিতে?
কাঁদে না কি প্রাণ তব,
মোদের এ দশা হেরি?
হায়! হায়!
যে যাতনা সহি দিবা নিশি,
অন্তর্যামী জানেন সকল;
তুমি জনক মোদের,
বুঝিয়া না বুঝ তুমি,
বড় দুঃখ রয়ে গেল মনে।
জানি মোরা,
নারী জাতি চির পরাধীনা;
কিন্তু বচনে তোমার,
হয়েছিনু আশ্বাসিতা,

নিবাইতে
এ শোকাগ্নি কৃষ্ণের শোণিত।
এবে,
সে আশায় হইনু নিরাশ।
বুঝিনু নিশ্চয়,
এ জগতে বিধবার নাহি আর স্থান।
এবে দেহ অনুমতি,
পারি যদি,
এ শোকাগ্নি করিতে নির্ব্বাণ,
জাহ্নবি-সলিলে পশি।

জরা।

বৎসে!
অধিক না বল আর;
যবে মনে হয়,
প্রাণাধিক কংসের নিধন,
জলে প্রাণ হুতাশন সম।
ইচ্ছা হয়,
সে পাপিষ্ঠে তখনি বিনাশ করি।
জানত তোমরা,
অষ্টাদশ বার আক্রমিনু মথুরা নগরী
ছিল প্রাণ ভয়ে
লুকাইয়া শৃগালের প্রায়;
এক বার ও রণক্ষেত্রে,

না পাইনু যদু কুলাগারে।
এক দিন,
শুনিয়া নারদ মুখে,
নিক্ষেপিনু শৈব গদা
তাহার নিধনে ;
কিন্তু,
দৈব বশে পাইল সে পরিত্রাণ ;
তদবধি ছাড়িয়া মথুরা,
আশ্রয় লয়েছে দুষ্ট সমুদ্র ভিতরে।
শোন বৎসে!
চন্দ্র, সূর্য্য, সাক্ষ্য করি কহি,
শৈব যজ্ঞ করি সম্পাদন,
চতুরঙ্গ অনীকিনী সহ,
বেড়িব দ্বারকা পুরী।
যত দিন,
নাহি পারি বধিতে তাহারে,
আসিব না গৃহে ফিরি।
দ্বারকা নগর,
ধূলিসাৎ করি,
ফেলিব সমুদ্র জলে ;
চিহ্ন মাত্র না রহিবে তার।
জানি আমি,
পাপিষ্ঠ সে বহু মায়া ধরে ;

কিন্তু,
মায়া তার বিনাশিব বাহুবলে।
বার বার,
ধৈর্য্যধরি রহিয়াছ আমার বচনে।
এবার জানিহ স্থির,
সে দুরাত্মা,
সবংশে নিধন হবে।
শুনিয়াছি—
মল্লযুদ্ধে বধেছে কংশেরে,—
লইব সে পরিচয় রণক্ষেত্র মাঝে
যে গদা প্রহারে,
শত শত, গিরিচূর্ণ হ'ল,
কি শক্তি তাহার সহিতে সে গদাঘাত ?
প্রবল বাত্যার মুখে,
শুষ্ক পত্র সম,
দেহ তার উড়িবে বাতাসে।
সহিয়াছ বহু ক্লেশ,
ধৈর্য্যধর অল্প দিন আর।
জেন স্থির,
ভানু যদি পশ্চিমে উদিত হয়,
মরুভূমে সরোজিনী ফুটে,
সুশীতল হয় বৈশ্বানর,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম, না হবে অন্যথা।

(জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি।

মহারাজ!

রাজমন্ত্রী পাঠাইল মোরে,

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ,

এসেছেন সভাতলে, তব দরশনে।

জরা।

রাজ্ঞি!

অদ্য অধিবাস হবে,

তাই,

বুঝি ব্রাহ্মণ মণ্ডলী—

এসেছেন আয়োজন হেতু,

যাই আমি সভাতলে,

অস্তি, প্রাপ্তি!

অন্য অন্য নারীগণ সহ,

মাঙ্গলিক আয়োজন কর বিধিমতে।

এক দিক দিয়া জরাসন্ধের প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়া রাণী ও অন্যান্য সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(গান করিতে করিতে সখীগণের প্রবেশ।)

রাগিনী খাম্বাজ মিশ্র—তাল কাশ্মিরী খেমটা।

ঐ হের সখি! প্রমোদ কানন!
হেরি কেমন, কেমন করে মন ॥
যূথী জাতী, মল্লিকা বকুল,
ফু'টছে ফুল নানা জাতি গন্ধে প্রাণাকুল
মধুলোভে মত্ত অলিকুল ;—
তারা এফুলে ও ফুলে ব'সে কুতূহলে,
চল ঐ বাগানে ফুল তুলে এনে
মালা গাঁথি গিয়ে সুচিকণ।

১ম সখী।

কহ সখি!
বহুক্ষণ নাহি হেরি যুবরাজে,
প্রিয়তমা পত্নী সহ তাঁর।

২য় সখী।

যুবরাণী প্রেরিলা মোদের হেথা,
করিবারে পুষ্প আহরণ।
মালা গাঁথি,
বিবিধ প্রকারে সাজাইতে তাঁরে।
আজি,
ফুল সাজে সাজি,
বিনোদিবে প্রাণেশ্বরে।
সেই হেতু সাজি ভরি,
নানা ফুল করিয়াছি আহরণ।
ভুবনমোহিনী ধনী;
ফুল আভরণে,
কিবা যে অপূর্ব্ব শোভা,
বাড়িবে তাঁহার,
বর্ণিবারে নাহি পারি।

১ম সখী।

জান তুমি,
কোথায় দম্পতী?

২য় সখী।

কপোত মিথুন সম,
আছে সদা প্রেম আলাপনে;
নিত্য নব অনুরাগ বাড়ে!
তাই,
সোহাগের নাহি আর সীমা।

পতি পরায়ণা,
সরোজিনী যথা,—
রবি মুখপানে,
কিম্বা,—
কুমুদিনী যথা নিশানাথে,—
সৌদামিনী ঘনে যথা ;—
ছায়া সম,
আছে সদা পতিসনে সতী।

২য় সখী।

ধন্য সখি !
হেন প্রেম কভু দেখি নাই ;
প্রণয় প্রবাহ,
অবিরল ধারে বহিছে সতত।

যুবক যুবতী যবে,
সুখাসনে বসি,
কহে সুখে প্রেম কথা,
মনে হয়,
যেন শশাঙ্ক-রোহিণী
উদিত ধরণী মাঝে ;
চল সবে সাজাতে দম্পতী
ফুল আভরণে,
গেয়ে সে মিলন গীত।

সখীগণের গান।

রাগিনী খাম্বাজ মিশ্র—তাল কাশ্মীরি খেমটা।

চল সই সবে মিলি, ফুলের ডালি, লয়ে হাতে।
বিবিধ ফুলহারে, সাজাই গিয়ে প্রাণনাথে॥
দিয়ে হার বঁধুর গলে, দেখব সই কুতূহলে।
(কাছে) বসিব, বসিতে সই, হৃদয়খানি দিব পেতে॥

(গান করিতে করিতে সখীগণের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

সহদেব ও বিন্দুমতী।

সহদেব।

প্রিয়তমে!
দেখ,
কি সুন্দর হেরি আজি উপবন।
হেমন্তের নব আগমনে,
কি অপূর্ব্ব শোভা,
পাইতেছে ফুলকুল;
গরবিনী স্থল কমলিনী,
ফুল রাণী সম,
গর্ব্ব ভরে রয়েছে ফুটিয়া।
সুনীল-অপরাজিতা,
লজ্জাশীলা বধূ সম,
নীরবে রয়েছে কোণে।
শারী শুক আনন্দে মাতিয়া,

আছে রত,
প্রেম আলাপনে।
সরঃস্থিত,
কুমুদ কহ্লার চয়,
মৃদু মন্দ দুলিতেছে উত্তর অনিলে;
কিন্তু প্রিয়ে!
যবে তব মুখপানে চাহি,
ভুলে যাই অন্য শোভা:
ইচ্ছা হয় দিবা নিশি,
প্রাণ ভরে,
হেরি ওই মুখ শশী।
শুনিয়াছি,
বুধগণ করেন তুলনা,
নারী মুখ, চন্দ্র সহ!
কিন্তু,
এহেন উপমা,
ভুল বলি লয় মম মনে;—
কলঙ্কী সুধাংশু দেব
তায় পুনঃ,
হ্রাস বৃদ্ধি হয়, দিবা নিশি:
কিন্তু এই সুধাকর, সদা পূর্ণ
নিষ্কলঙ্ক তায়।
তুমি মম হৃদয়ের রাণী

জীবনের,
একমাত্র সহচরী ;
দুই দেহ এক প্রাণ যেন।
ইচ্ছাকরে
দিবা নিশি রহি তব সনে ;
প্রেমালাপে,
অন্য চিন্তা ভুলি।
কত ভাল বাসি তোমা,
একমুখে প্রকাশিতে নারি।
শুনিয়াছি,
পুরাকালে রুরু তপোধন,
দিয়া ছিলা অর্দ্ধ আয়ু,
সঞ্জীবিতে মৃতা পত্নী তাঁর।
দৈব বশে,
ঘটে যদি এহেন দুর্যোগ,
হাসি মুখে,
পারি দেখাইতে কত ভালবাসি তোমা।
হৃদয় রঞ্জিনি !
যবে,
হেরি সহাস্য বদন তব,
অপূর্ব্ব আনন্দ উৎস,
ছোটে মম হৃদয় কন্দরে।
হেরি যদি মলিন বদন,

মেঘাবৃতে পূর্ণ শশী সম—
সহস্র বৃশ্চিক যেন দংশে মম হৃদে।

বিন্দু।

হৃদয় বল্লভ!
জানি আমি,
দাসী প্রতি অপার করুণা তব।
দেহ, মন, জীবন, যৌবন
শ্রীচরণে,
সঁপিয়াছি গুণনিধি;
তব চরণ দু'খানি,
স্থাপি হৃদয় মন্দিরে,
দিবা নিশি
পূজিবারে পারি যেন, ভক্তি পুষ্প হারে।
পূর্ব্ব জন্ম কৃত,
বহু পুণ্য ফলে,
পাইয়াছি তোমাহেন পতি।
গৌরী ব্রত সফল হইল মোর।
সতীর কৃপায়,
থাকে যেন,
তব পদে অচলা ভকতি।

সহ।

প্রাণময়ি!
জানি আমি অন্তর তোমার।

রবি-পরায়ণা সূর্য্যমুখী সম,
আছ সদা মম মুখ চেয়ে ;
কহ প্রিয়ে !
কোথায় সঙ্গিনীগণ তব ?

বৃন্দা।

সখীগণে,
প্রেরিয়াছি কুসুম কাননে,
কুসুম চয়ন হেতু,
বাসনা আমার,
কুসুম ভূষণে আজ—
সাজিতে দম্পতী।

শ্যাম।

(সহাস্যে) আমোদিনি !
ইচ্ছা সেবা, কর সম্পূরণ ;
ফুল সাজে দেখিতে তোমারে,
আমিও চঞ্চল অতি ;
কহ প্রিয়ে !
কতক্ষণে সখীগণ আসিবে ফিরিয়া ?

গান করিতে করিতে পুষ্পহার হস্তে সখীগণের প্রবেশ
এবং উভয়কে পুষ্পাভরণে সজ্জিত করণ।

রাগিনী খাম্বাজ—কাশ্মীরি খেমটা।

এনেছি মালতী যূথী, মল্লিকা গোলাপ তায়,
সাজাতে কিশোরী শ্যামে সখি ! তোরা আয়লো আয়।

যেরূপে জগত ভুলে, কি কাজ বিবিধ ফুলে,

গাঁথিতে চিকণ মালা বেলাত বাড়িয়ে যায়!

তুলেছি ভরিয়ে ডালি, গন্ধরাজ কৃষ্ণ কলি,

অর্দ্ধ বিকশিত কলি, যার গন্ধে অলিধায়।

(জনৈকা পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি।

জয় হ'ক যুবরাজ!

রাজমন্ত্রী প্রেরিলেন মোরে।

সহ।

কহ ধাত্রী!

কিবা প্রয়োজন তাঁর?

পরি।

শুভক্ষণ হইল আগত,

শিবযজ্ঞ অধিবাস তরে;

মহারাজ, মহারণী সহ,

হয়েছেন অধিষ্ঠিত, যজ্ঞ সভাতলে।

আছে সবে তব প্রতিক্ষায়,

চল শীঘ্র,

শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর।

সহ।

আসি প্রিয়ে!

ক্ষণকাল থাক হেথা,

এখনি আসিব ফিরি।

(সহদেবের প্রস্থান।)

সখীগণের গান।

গৌর সারঙ্গ—কাশ্মীরি খেমটা।

ও মন রাখতে নারি
কুল কামিনী,
রেখোনা একাকিনী
হয়ে মানিনী।
দলে দলে জুটে মধুকরে
(গায়রে) ফুলে ফুলে কত পাখরেলো,
ভয়ে মরি, ও প্রাণ চমকে উঠে
ছোটে দামিনী।

(গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান
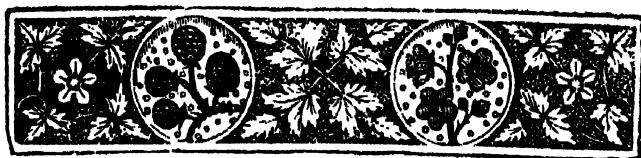
চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিব মন্দির।

মহাদেবী, অস্তি প্রাপ্তি ও অন্যান্য পরিচারিকাগণ।

সখীগণের শিব বিষয়ক গান।

বেহাগ—একতালা।

ওহে গঙ্গাধর! রজত ভূধর বরণ।
চরণ স্মরণে শমন দমন কারণ॥
কিবা সুন্দর, মনোহর কলেবর
শোভিত বিভূতি ভূষণে;
শান্তি সলিলে ভাসিল কলি,
মত্ত মধুপ-সঘনে;
ভালে শশী, মোহন হারে
প্রভাকর কর ধারণ॥

মহাদেবী। (করযোড়ে)

জয় সজ্জন রঞ্জন, সত্য সনাতন
ত্রিগুণ ধারণ, কারণ হে।

জয় ফণি-বিভূষণ, চন্দ্রার্দ্ধ ধারণ,
ত্রিপুর ঘাতন, পাবন হে ॥
জয় পার্ব্বতী বল্লভ, বিভূতি বিভব,
সল্লোক-সল্লভ, শঙ্কর হে।
জয় স্বগুণে উদ্ভব, কৃপাং কুরুভব,
ব্রহ্মাণ্ড বিভব, ঈশ্বর হে।

(সকলের প্রণাম।)

মহা।

আশুতোষ!
কর কৃপা অভাগীরে।
কটাক্ষে তোমার সৃজন পালন লয়।
মহেশ্বর!
অবলারে দেহ পদাশ্রয়।
যোগে যোগিগণ—
যাঁর শ্রীচরণ নাহি পায় ধ্যানে,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সহস্র লোচন,
অনুক্ষণ,
যাঁর গুণ করে গান;—
হীন মতি নারী আমি,
কি বুঝিব মাহাত্ম্য তাঁহার?
ওহে চন্দ্রচূড়! পার্ব্বতী বল্লভ!
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষদাতা!।
অভাগীর পুরাও বাসনা।
ওহে ব্রহ্ম সনাতন!

সর্ব্ব ভূতেশ্বর তুমি;
লিঙ্গরূপে—
আছ দেব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া।
জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে,
পর্ব্বত গহ্বরে,
কিম্বা,
দুর্গম অরণ্য মাঝে,—
সর্ব্বত্র বিরাজ তুমি অন্তর্যামীরূপে।
কটাক্ষে তোমার
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত,
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ;
কেবা সংখ্যা করে তার?
কেবা জানে
কবে তুমি নাশিবে আবার?
সাধকের তরে,
নানা মূর্ত্তি ধরি,
পূরাও তাদের বাঞ্ছা।
কিন্তু
তুমি সর্ব্বব্যাপী-নিরাকার;
ওঁকার প্রণব মাত্র সার।
ওহে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু!
ভক্তিভাবে যে ডাকে তোমারে,
থাক সদা তার কাছে।

ওহে শ্মশান বিহারী !
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া,
থাক সদা শ্মশান আলয়,
জীবের মঙ্গল তরে।
সমুদ্র মন্থনে,
হলাহল পানে,
বাচালে ব্রহ্মাণ্ড প্রভো !
তেঁই নীলকণ্ঠ নাম তব।
দুরন্ত ত্রিপুরাসুর,
যবে,
দেবগণে জিনি,
পাপাচারে ব্রহ্মাণ্ড শাসিল ;
নাশি তারে, বিশ্বপতি !
রক্ষিলে এ ত্রিভুবন।
তেঁই ত্রিপুরারি বলি ঘোষে।
অনাথের এক মাত্র,
তুমিই আশ্রয়,
তেঁই প্রভো।
অনাথ-বান্ধব তুমি
ওহে বিশ্ব বীজ !
শুনিয়াছি ঋষিমুখে,
তব নাম,
ভক্তি ভরে করিলে স্মরণ,

যম ভয় নাহি থাকে তার।
অনাদি অব্যক্ত তুমি,
অথচ,
হে দয়াময়!
আছ ব্যাপ্ত সর্ব্বঠাঁই।
অজ্ঞান অবোধ মোরা,
নাহি কিছু তত্ত্ব জ্ঞান।
ওহে দেবদেবপতি!
ঘুচাও এ মায়াঘোর।
কতগুলি দুর্নিমিত্ত করি দরশন,
প্রাণ বড় হয়েছে ব্যাকুল;
মহাভয়ে কাঁপিছে অন্তর সদা।
ওহে,
সর্ব্বলোক পিতঃ!
মহাভয় ঘুচাও আমার।
পতি মম করেছেন আয়োজন
তব যজ্ঞ সাধিবারে;
দেহ বর,
মনোরথ পূর্ণ যেন হয়।
শুনিয়াছি,
স্বামী মম জন্মেছেন তব বরে;
যাচি তাই পদে,
তাঁর প্রতি তব;

দয়া যেন থাকে চিরদিন।
যত দিন মোরা দুইজনে,
থাকিব এ ধরামাঝে,
ও পদ কমলে,
থাকে যেন অচলা ভকতি।
পাইলে চরণ তব,
ব্রহ্ম-পদ তুচ্ছগণি।
কর আশীর্ব্বাদ,
পতি পুত্র মম থাকে যেন নিরাপদে।

(পূজায় নিযুক্ত হওন।)

সখীগণের শিব বিষয়ক গান।

সাহানা—ঝাপ তাল।

কৃপা কর মহেশ্বর. পূর্ণ কর বাসনা
অনাদি পুরুষ হর, ধর লও অর্চ্চনা।
ক'রে তোমা, উপলক্ষ
বিল্বদলে বিরূপাক্ষ,
যে ভজে সে পায় মোক্ষ
হয় সূক্ষ্ম সাধনা।
অশুভ দর্শনে হর,
ভীত সদা কলেবর,
পশুপতি তুমি গতি,
কর কর করুণা।

মহাদেবী।

লহ অর্ঘ ভূতনাথ!
দেহ বর,
নিরাপদে হয় যেন যজ্ঞ সমাপন।

স্তব।

"ওঁ নমস্তে পরমব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে,
নিগুর্ণায় নমস্তভ্যং, সদ্রূপায় নমোনমঃ।"

(অর্ঘ্য প্রদান এবং শিবের মস্তকচ্যুত হইয়া অর্ঘ্য পতিত হওন)

অদিতি। (সশঙ্কে)

হের মাতঃ!
হরশিরে অর্ঘ্য নাহি পেল স্থান,
কিবা সর্বনাশ ঘটে।

(শিবলিঙ্গ কম্পিত হওন)

মহাদেবী। (ত্রাসে)

একি! একি!
পাষাণ গঠিত মূর্ত্তি কাঁপিছে সঘনে,
সজীব মূরতি যেন।
ওহে প্রভু দিগম্বর!
বিচঞ্চল,
কি হেতু তোমারে হেরি!
রক্ষাকর
রক্ষাকর দয়াময়।

(সহসা বজ্রপতনবৎধ্বনি শিব মূর্ত্তি দ্বিধা হইয়া তন্মধ্য হইতে মহাদেবের উত্থান।)

সকলে।

হায়! হায়!! একি সর্ব্বনাশ!

মহাদেব।

হে কল্যাণি!
পতি তব বড় দুরাচার;
অনুক্ষণ রত পাপে;
বিশেষতঃ
হরিদ্বেষী তব শত্রু মোর চিরদিন;
হরিহর এক আত্মা,
হরি ভক্ত,
প্রাণের দোসর মম;
কৃষ্ণ-দ্বেষী স্বামী তব,
অনুক্ষণ কৃষ্ণ নিন্দা মুখে তার;
তেঁই,
গুরুনিন্দা বজ্রসম বাজে মম কাণে।
সে কারণে,
না পারি তিষ্ঠিতে হেথা।
পাপাচার জরাসন্ধ,
অচিরে হইবে নাশ কৃষ্ণদ্বেষ হেতু।
হরির আদেশে আজ ছাড়িনু তাহারে।

(মহাদেবের অন্তর্ধান।)

(মহাদেবীর মূর্চ্ছা ও সকলের কোলাহল।)

(জরাসন্ধের প্রবেশ।)

জরা।

সঙ্ক্ষুভিত-সাগর-কল্লোল-সম,
অকস্মাৎ কেন এ রোদনধ্বনি ?
একি !
রাণী কেন সংজ্ঞাহীনা ?
হায় ! হায় !
শিবলিঙ্গ চূর্ণীভূত কিবা হেতু ?
রাজ্ঞি ! রাজ্ঞি !
কি হেতু এভাব তব ?

(রাণীকে শুশ্রূষা করণ।)

মহাদেবী। (মূর্চ্ছাপনোদনান্তে)

মহারাজ ! মহারাজ !
ঘটিয়াছে সর্ব্বনাশ,
সদাশিব ত্যজিল তোমারে।
আচম্বিতে,
লিঙ্গভেদি বাহিরিয়া প্রভু
হরিদ্বেষ হেতু,
তোমা নিন্দিয়া অপার;
হয়েছেন অন্তর্দ্ধান।
প্রাণেশ্বর !

মহাভয় হইয়াছে মনে ;
তেঁই কহি ;
কৃষ্ণপদে লহগে শরণ,
নারায়ণ কৃষ্ণরূপে
হয়েছেন অবতীর্ণ,
ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন,
বিনাশিয়া পাপিগণে।
মহারাজ !
শুনিনু হরের মুখে,
কৃষ্ণ তাঁর আরাধ্য দেবতা।
তবে কিবা লজ্জা মোসবার,
শরণ লইতে তাঁর পদে ?
ধরি পায়,
হরি নিন্দা না আনিও মুখে আর :

জরা।

কি লইব শরণ,
গোপঅন্ন ভোজী গোপালের পদে
তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা হেতু ?
শোন রাণি !
চন্দ্র, সূর্য্য হয় যদি কক্ষচ্যুত,
বিচলিত হয় মেরুগণ,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম, না হবে অন্যথা
যে দুরাত্মা,

মোর ভয়ে মথুরা ত্যজিয়া,
লয়েছে আশ্রয়,
রৈবতক গিরিমাঝে,—
হেন কাপুরুষে,
ঈশ্বরত্ব কেমনে আরোপি ?
ছলে করি কংশের নিধন,
যবে
হয়েছিল রাজা সিংহাসনে তার,
একবার না স্মরিল নন্দ যশোদারে।
কহ মোরে,
এহেন নিষ্ঠুর কে আছে এ ধরাধামে?
দেখ রাণি !
ফাটে বুক অস্তিপ্রাপ্তি-দশা হেরি।
রাজেশ্বরী কন্যাগণ,
ভিখারিণী হ'লো তার হেতু।
মাতুলানী বলি
ভয় ভক্তি না হইল তার।
হেন দুরাচারে,
কি হেতু বা ইষ্টদেব বলেন শঙ্কর।
আশুতোষ তিনি,
নাহি জানি
কি কৌশলে ভুলায়েছে তাঁরে।
কহি সত্য বাণী,

ছলে, বলে, কলে কি কৌশলে,
পারি যে প্রকারে,
দুরাচারে,
অবশ্য করিব নাশ।
এই হেতু শিব যদি ত্যজেন আমারে,
তথাপিও নাহি করি ভয়।
সহস্রাক্ষ সহ যদি দেবতামণ্ডলী.
হ'ন আসি সহায় তাহার,
তথাপি বধিব তারে।
অধিক কি কব,
যদি শূলী পশেন সমরে,
রক্ষিবারে সেই পাপাধমে,
তথাপিও নাহি ডরি।
রাজবংশে,
ক্ষত্রকুলে জনম আমার,
সাধিতে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম,
হলে প্রয়োজন
প্রাণ দিব হাসিতে হাসিতে।
সম্মুখ সংগ্রামে হ'লে দেহক্ষয়,
লভিব অক্ষয় স্বর্গ।
হের বাহুদ্বয় মম
যাহে,
সুমেরু না পারে টান।

ক্ষুদ্রজীবী গোপের কুমার,

চূর্ণ হবে দেহ তার,

এভুজ প্রহারে।

ক্ষান্ত হও রাণি!

করি যজ্ঞ সমাপন,

দণ্ডিব সে নরাধমে।

মহাদেবী।

মহারাজ!

যত বল তুমি,

প্রাণে মন ধৈর্য্য নাহি মানে।

মহা বিচক্ষণ তুমি,

সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত;

নাহি জানি,

কি সাহসে শিববাক্য কর অবহেলা?

বুঝিনু নিশ্চয়,

ভাঙ্গিয়াছে কপাল আমার

জরা।

তব মুখে হেন কথা শুনি,

বড় ব্যথা [illegible] মনে।

বীরাঙ্গনা, [illegible] নন্দিনী তুমি,

ভীরু জনে [illegible] বাণী সাজে কি তোমারে?

ধৈর্য্য ধর,

উচ্চ আশ [illegible] রি।

বিহ্বলা হইতে তুমি,
সর্ব্ব কার্য্য নষ্ট হবে।
তেঁই কহি,
বৃথা অমঙ্গল চিন্তা কর পরিহার।
বহু লোক আছে মম প্রতীক্ষায়,
যাই আমি রাজ সভাতলে।

(জরাসন্ধের প্রস্থান।)

(দৈববাণী)

হরিদ্বেষী পাপিষ্ঠের পতন নিশ্চয়,
কুকর্ম্মের প্রতিফল ফলিবে ত্বরায়

মহাদেবী।

শুন শুন অশরীরী-বাণী,
এবে বুঝিনু নিশ্চয়,
সর্ব্বনাশ ঘটিবে অচিরে।
দেব-দেব মহাদেব!
যদিও বিমুখ তুমি,
এ কিঙ্করী ডাকিবে তোমারে,
যতদিন দেহে রবে প্রাণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চৈত্যরথ—গিরিপথ।

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমের প্রবেশ।

ভীম

কহ কৃষ্ণ!
কোন্ কোন্ স্থান করি অতিক্রম,
আসিনু এদেশে?
কহ মোরে,
কতদূর গিরি ব্রজপুর?

কৃষ্ণ

পূজনীয় মধ্যম পাণ্ডব।
কুরুদেশ করি পরিত্যাগ,
কৌরব জাঙ্গাল ভেদি,
রমণীয় পদ্ম সরে
স্নান দান করি,
সেই দিন,

তথা মোরা লভিনু বিশ্রাম।
পরে,
গণ্ডকী ও সদানীরা,
পার্ব্বতীয় নদীচয়,
অতিক্রম করি,
বিশাল কোশল দেশে হ'নু উপনীত।
মনোরমা,
সরযু-তটিনী, দর্পণের প্রায়,
কোশলের প্রান্ত-বাহী,
বহিতেছে কুল কুল রবে।
তার পর,
উতরিয়া চর্ম্মণ্বতী নদী,
তিন দিন করিনু প্রবাস,
বিখ্যাত মিথিলা দেশ।
গত কল্য,
পুণ্যতোয়া ভাগীরথী করি অতিক্রম,
মগধের প্রান্তভাগে,
আইনু আমরা।

অর্জ্জুন।

কহ সখে!
কই সেই পঞ্চগিরি?
যাহে,
গিরিব্রজ রক্ষিত সতত,
সুদৃঢ় প্রাচীর সম?

কৃষ্ণ।

হের সখে!
উচ্চ শৃঙ্গান্বিত
এই সেই পঞ্চ মহাশৈল।
মগধ রক্ষিত সেই গিরির প্রসাদে!
মনোহর,
গন্ধপূর্ণ কুসুম কাননে,
বেষ্টিত এ গিরি পঞ্চ।
সুবাসে তাহার,
প্রাণ মন হয় আমোদিত;
রমণীয় উপবন সম,
কামিজন প্রিয় অতি।
ওই স্থানে মহর্ষি গৌতম,
ঔসিনরী শুদ্রাণী গর্ভেতে,
কাক্ষিবাণ আদি পুত্রে
করেছিল লাভ।
ওই দেখ মহীরুহগণ,
কিবা শোভা পাইতেছে আশ্রম নিকটে
শুনিয়াছি,
বহুলোক আসে,
এই গৌতম আশ্রমে তীর্থ সন্দর্শনে।
আশ্রমের অন্যদিকে,
আছে দুই মহানাগ;

শক্রবাপী অর্ব্বুদ নামেতে।
এই দুই মহাসর্প রয়েছে প্রহরী,
গিরিদ্বার রক্ষা তরে।
কেহ যদি, শক্রভাবে আসে এই দ্বারে,
ভুজঙ্গ কবলে তখনি হারায় প্রাণ।
বৈহার, বরাহ,
চৈত্যক, বৃষভ, আর ঋষি গিরি,
অবিরল বজ্রনাদে করিবে গর্জ্জন;
জরাসন্ধ-রিপু হেরি।
পর্ব্বতের সানুদেশে নগর তোরণে,
আছে তথা তিন গোটা ভেরী
রিপু দল দেখি,
মহাশব্দে ভেরীত্রয় করিবে গর্জ্জন,
সতর্কিতে জরাসন্ধে।
তেঁই পার্থ,
জরাসন্ধ অজেয় জগতে।

অর্জ্জুন।

কহ সখে!
গিরিশৃঙ্গ গর্জ্জে কিবা হেতু?
আর,
ভেরীত্রয় নিনাদে বা কি কারণ?

কৃষ্ণ।

শুন কহি অদ্ভুত কথন,

রাজা বৃহদ্রথ শুনিলা নারদমুখে;
অস্ত্রে শস্ত্রে পুত্র তাঁর অচ্ছেদ্য হইবে।
কিন্তু যেই জন,
জন্মসম অর্দ্ধ অঙ্গ ফেলাইবে চিরি,
তখনি মরিবে তাঁ'র করে।
তেঁই,
মহারাজ বৃহদ্রথ,
কঠোর তপস্তা করি,
মহাদেবে করিয়ে সাক্ষাৎ,
যাচে বর পুত্রের কল্যাণ আশে
শিব বরে,
সর্ব্বরূপে অস্ত্রাভেদ্য দুর্গ তার!
তেঁই,
গর্জ্জে গিরিশৃঙ্গ সতর্কিতে নরাধিপে।
একদিন,
ঋষভ নামেতে দৈত্য,
আক্রমিল মগধ নগর;
মহাবীর বৃহদ্রথ,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানি তাহারে,
তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে প্রেরিলা কৃতান্তপুরে
তার চর্ম্ম দিয়া,
এ অপূর্ব্ব ভেরীত্রয় হয়েছে নির্ম্মিত।
শিব বরে,

গিরিশৃঙ্গসম গর্জ্জে ওই ভেরীত্রয়।
নগর তোরণে করিতে প্রবেশ,
এই পথ বিনা নাহি অন্য দ্বার!
গিরিশৃঙ্গ, নাগদ্বয়,
ভেরীত্রয় আর
না বিনাশি ছদ্মবেশে প্রবেশ কঠিন
কহ এর যুক্তি কিবা?

ভীম।

নাহি চিন্ত পর্ব্বতের তরে,
বজ্র মুষ্ট্যাঘাতে,
উপাড়িব গিরিশৃঙ্গ।

অর্জ্জুন।

দূর হ'তে শব্দভেদী বাণে,
ছেদিব সে ভেরীত্রয়।

কৃষ্ণ

গরুড় স্মরণে,
নাগদ্বয় নিবারিব আমি।
পর্ব্বত তোরণ লঙ্ঘি,
প্রবেশি নগরে।
না পশিব রাজগৃহে পুরদ্বার দিয়া,
চল এবে গিরিপৃষ্ঠে করি আরোহণ।
(তিনজনে পর্ব্বতোপরি আরোহণ।)

কৃষ্ণ।

হের ওই অভ্রভেদি-পঞ্চ-গিরি-চূড়া,

ভীম রবে এখনি গর্জ্জিবে।
কর শীঘ্র ইহার উপায়।

ভীম। (অগ্রসর হইয়া)
নাহি ভয়,
এই বজ্র মুষ্ট্যাঘাতে
গিরিশৃঙ্গ এখনি করিব চূর।
(ভীমের পর্ব্বতের চূড়ার নিকট গমন
ও পর্ব্বতের চূড়াভ্যন্তর হইতে গর্জ্জন)

অর্জ্জুন
হে অগ্রজ
না কর বিলম্ব আর
বাহুবলে উপাড় পর্ব্বত শৃঙ্গ।
(ভীমের সবলে পর্ব্বতের পঞ্চচূড়া
উৎপাটন ও নিম্নে নিক্ষেপ।)

শ্রীকৃষ্ণ।
মধ্যম পাণ্ডব।
কৃপায় তোমার,
এক বিঘ্ন নির্ব্বিঘ্নে করিনু অতিক্রম।
ধন্য তব বাহুবল :
এবে জানিনু নিশ্চয়,
তব করে জরাসন্ধ হইবে নিহত ;
নিরাপদে রাজসূয় হবে সম্পাদন।

অর্জ্জুন।

হের সখে!
মহাসর্প দ্বয়,
গগন ব্যাপিনী-ফণা করিয়া বিস্তার,
ব্যাদিতাস্যে আসিতেছে গ্রাসিতে মোদের।
উঃ!
শ্বাসে যেন ঝড় বহে;
অগ্নিকণা যেন হতেছে নির্গত,
নয়ন অপাঙ্গ হ'তে;
শীঘ্র কর ইহার উপায়।

কৃষ্ণ।

নাহি শঙ্কা;
পলাইবে নাগদ্বয় গরুড় দর্শনে
কোথা ওহে বিনতানন্দন!
শীঘ্র আসি দেখা দাও, চৈত্যগিরি মাঝে।

(শূন্য হ'তে হুহুঙ্কার শব্দে গরুড়ের আবির্ভাব,
এবং নাগদ্বয়ের পাতালে প্রবেশ।)

ভীম।

হের কৃষ্ণ!
নাগদ্বয় প্রবেশে পাতালপুরে।

গরুড়।

দয়াময় ভক্তের জীবন!
কিবা কার্য্য হেতু,
স্মরিলে দাসেরে হেথা?

কৃষ্ণ।

বৈনতেয়!
কার্য্য মম হইয়াছে সমাধান;
নিজ কার্য্যে যাও তুমি এবে।

গরুড়।

প্রণিপাত ও পদে তোমার।

(প্রস্থান)

অর্জ্জুন।

পুণ্ডরীকাক্ষ!
কৃপায় তোমার, নিষ্কণ্টকে
দুই বাধা করিয়াছি অতিক্রম;
যাহার সহায় তুমি,
অসাধ্য তাহার কিছু নাহি ত্রিসংসারে।

কৃষ্ণ।

ধনঞ্জয়!
ধবল পর্ব্বত সম হের ওই ভেরী ত্রয়,
অবিলম্বে করহ ছেদন,
শব্দভেদী-বাণ এড়ি।

(অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভেরী ছেদন)

ভীম।

ওহে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন!
তোমার কৃপায়,
সর্ব্ব বিঘ্ন হ'লো দূর।

আর কারে ভয় ?
চল, এখনি নগরে পশি,
জরাসন্ধে আহ্বানি সমরে,
শিরঃ চূর্ণ করি তার !
কহ কৃষ্ণ !
কতদূর মগধ নগর ?

কৃষ্ণ।

স্থির হও মহাবীর !
কুজ্ঝটিকা সম,
নিম্নে ওই দেখাগায় গিরি ব্রজপুর।
অতি মনোহর সে নগর,
ইন্দ্রের ভুবন যথা।
ধন ধান্যে পূরিত সর্ব্বদা।
প্রজাগণ,
উপদ্রব হীন,
মহাসুখে করে বাস।
চল সবে,
ধীরে ধীরে গিরি অবরোহি।
কিন্তু,
যোদ্ধ, বেশে অস্ত্র শস্ত্র ল'য়ে,
বাহিরিলে রাজপথে ;
সন্দেহ করিবে সবে।
বিশেষতঃ !

একমাত্র দ্বিজগণ,
পারে প্রবেশিতে যজ্ঞ সভাতলে।
নগরের প্রান্তভাগে,
বেশ ভূষা ত্যাজ,
স্নাতক ব্রাহ্মণ বেশে, পশিব নগরে।

(ভীমার্জ্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।)
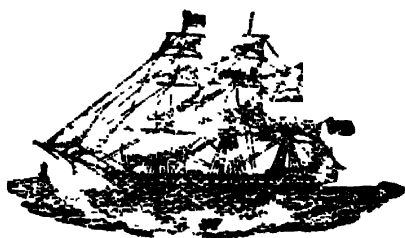
দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(নাগরিকগণের প্রবেশ।)

কিহে ভাই! রাজবাড়ী গিয়েছিলে নাকি? বলি অত তাড়াতাড়ি কোথা যাচ্ছ? দাঁড়াওনা একটু।

আর ভাই! কতক্ষণ দাঁড়াব? পা দু'খানাত আর মাটির নয়, হেটে হেটে অবশ হ'লো।

এত হাট্‌লে কোথায়?

হাট্‌ব আর কোথায়, গিয়েছিলেম রাজবাড়ী যজ্ঞি দেখতে। আরে ভাই, যে লোক, মুহূর্ত্ত কাল টেকা যায়না। ভিতরে ঢুকতে অনেক চেষ্টা করলুম, ঘেমে ঘেমে জলচর হ'য়ে সট্‌কালুম। আর কিছুকাল থাক্‌লে, পৈত্রিক প্রাণটা হারিয়ে ছিলুম আর কি!

আরে ভাই! শুনলুম যজ্ঞে আহুতি দেবার আগেনাকি মহারাজ যে সকল রাজাদের বন্দী করে এনেছেন, তাদের বলি দেবেন?

দ্বিঃ নাঃ।

আরে ভাই! কেজানে রাজ রাজরার কাণ্ড, এঁদের সবই উল্টো। ঠাকুর পূজার পূর্ব্বে ছাগ, মোষ, বলি হোত, এখন হবে নরবলি। আরভাই দেখ কি? আমরাও এখন ছাগ, মোষের দলে পড়লুম। কখন আবার আমাদেরই বা বলিদেয়!

প্রঃ নাঃ।

আরে দুর্, আমরা কি ছাগ্ মোষ্?

দ্বিঃ নাঃ।

আগে ছিলুম্না বটে! কিন্তু এখন হচ্ছি।

প্রঃ নাঃ।

কি রকম?

দ্বিঃ নাঃ।

আর রকম কি? এ রাজাগুলিকে দিয়েও কি তার উদাহরণ পাচ্ছনা? আর মহারাজ———

প্রঃ নাঃ।

(সভয়ে) আরে চুপ্ চুপ্ রাজাকে ওকথা বলনা; রাজ কর্ম্মচারি-গণ, কেউ শুন্লে বিপদ ঘট্বে।

(জনৈক রাজ কর্ম্মচারী সহিত ঘোষযন্ত্র বাদকের প্রবেশ, এবং তৎ পশ্চাৎ অন্যান্য লোকের প্রবেশ)

রাজ কর্ম্মচারী।

শুন সবে রাজার আদেশ।

মহারাজ,

শৈব যজ্ঞে হ'য়েছেন ব্রতী ;

রাজাস্থিত যাবতীয়,

নর নারী,

হও মত্ত, এ উৎসবে সপ্তাহের তরে।

যজ্ঞ গৃহে,

ব্রাহ্মণ ব্যতীত,

অন্যজাতি প্রবেশ নিষেধ।

অন্যজাতি যদি কেহ প্রবেশে তথায়,

রাজাজ্ঞায়,

প্রাণদণ্ড হইবে তাঁহার।

(পুনঃ পুনঃ ঘোষযন্ত্রাঘাত করিতে করিতে কর্ম্মচারীসহ বাদকের প্রস্থান)

১ম নাঃ।

আরে ভাই! শুনলেত রাজাজ্ঞা কি! যজ্ঞস্থলে বামুন ব্যতীত, অন্যজাতি যেতে পারবেনা; গেলে রাজা তার মাথাটি কাটবেন।

২য় নাঃ।

তা ভাই! আর শুনেইবা কি হবে? আর দেখেইবা কি হবে? এরূপ সৃষ্টিছাড়া কর্ম্ম যে সম্পন্ন হয়, এরূপ ত বোধ হয় না। চল, এখন আর দাঁড়িয়ে লাভ কি?

১ম নাঃ।

হ্যাঁ চল, যাওয়া যা'ক।

(উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে মালা চন্দন বিক্রেতা)

চাই ফুলের মালা চাই, ভাল ভাল সুগন্ধি ফুল ও চন্দন চাই

(প্রবেশ)

মালা চন্দন বিক্রেতা।

চাই হরেক রকম সুগন্ধি ফুলের মালাচাই, চন্দন চাই। (স্বগত) সারাদিন হেঁটে হেঁটে একটা পয়সাও পেলেম না। রাজার বাড়ী যজ্ঞি হচ্ছে, কত লোক আসছে,যাচ্ছে, ভাবলুম দু'টো ভাল খদ্দের পাব; কই, তা' হ'ল কই? যার যেম্নি অদিষ্টি, তা'র তেম্নি হয়। দুর হ'ক গে ছাই, আর মিছে ঘুরে ঘুরে লাভ কি? দেখি এ পাড়ায় খদ্দের জোটে কিনা? (উচ্চৈস্বরে) চাই ফুলের মালা, চাই ফোটা ফুল চাই, চন্দন চাই।

(অপর দিক দিয়া স্নাতক ব্রাহ্মণ বেশে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ)

মাঃ চঃ বিঃ।

ও ঠাকুর রো! তোমরা ফুল চন্দন পড়বে? এস, তোমাদের পড়িয়ে দি। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) আহা ঠাকুর! তুমি কেগা? এমন রূপত আর আমি কখনও দেখিনাই। আহা চোক জুড়ল। এস ঠাকুর আগে তোমায় মালা পড়িয়ে দি।

(শ্রীকৃষ্ণ এবং ভীমার্জ্জুনকে মালা পড়াইতে অগ্রসর হওন।)

শ্রীকৃষ্ণ

ওহে মালাকর!

দরিদ্র ব্রাহ্মণ মোরা।

নাহি ধন

কেমনে লইব তব কুসুম চন্দন ?

মাঃ চঃ, বিঃ।

আমার বোধ হচ্ছে, তুমি কখনও সামান্ত বামুন নও; নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী দেবতা। আমি ঢের ঢের বামুন দেখেছি, কিন্তু তোমার মত বামুন কখনও দেখিনি। (ঝোরা হইতে একছড়া বৃহৎ মালা লইয়া) এই মালা গাছটা আমি বেচবনা, মনে ভেবেছি, বাড়ীগিয়ে এই মালা দিয়ে শালগ্রাম ঠাকুরকে সাজাব; তা যা' হ'ক আজ তোমাকে দেখে আমার যেন ইচ্ছে হচ্ছে, তোমাকে এই মালাদিয়ে সাজালে, আমার ঠাকুর সাজাবার কাজ হবে। আমি তোমাদের নিকট এর দাম চাইনে; কিন্তু আমার এই প্রার্থনা যে, আমি নিজহাতে তোমাদের সাজিয়ে দোবো।

শ্রীকৃষ্ণ।

কর পূর্ণ তব অভিলাষ।

(মালাকর কর্তৃক সজ্জীভূত হওন)

মাঃ, চঃ, বিঃ।

আহা ঠাকুর! আজ আমার নয়ন সার্থক হ'ল—কে তোমরা পরিচয় দাও।

শ্রীকৃষ্ণ।

দীন হীন ব্রাহ্মণ আমরা,

আসিয়াছি, শৈ! যজ্ঞ দরশন আশে।

মাঃ, চঃ, বিঃ।

ঠাকুর! যাই বল্‌ছনা আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছেনা। নিশ্চয়ই তোমরা কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ হ'বে। যা' হ'ক এ অধনকে মনে রেখ।

প্রণাম ——

শ্রীকৃষ্ণ।

জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি হীন,
বৈকুণ্ঠ নগরে,
হবে অন্তে চির বাস তব।

(মালা চন্দন বিক্রেতার প্রস্থান)

অর্জ্জুন।

ধন্য তুই মালাকর!
পরশিতে যেই অঙ্গ,
মহাদেব শ্মশান বিহারী,
সে পূতশরীর,
অনায়াসে হ'ল তোর লাভ।
সার্থক জনম তোর।
ওহে ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু!
নানা মতে,
ভক্তের বাসনা পূর্ণ কর দিবা নিশি।

(জনৈক রাজ দূতের প্রবেশ)

দূত।

রাজ দরশন আশে,
থাক যদি কোন দ্বিজ,

চল মোর সাথে,
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা
পূজিবে তাঁহারে।

শ্রীকৃষ্ণ।

বিপ্র মোরা তিন জন,
বহুদূর হ'তে,
আসিয়াছি রাজ সম্ভাষণে।

দূত।

চল ত্বরা,
বিলম্বে নাহিক ফল।

(সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজন্য।

রাজা।
হায় বিধি!
এত ছিল ললাটে লিখন
রাজকুলে জন্মল'য়ে,
আছি বদ্ধ কারাগারে,
ঘৃণিত তস্কর সম।
ধিক্ ধিক্,
কেন আছি প্রাণধরে!
হেন ঘৃণিত জীবন
রক্ষা চেয়ে মৃত্যু ভাল শতগুণে।
ওহে জনার্দ্দন!
বিপদ বারণ!
চিরদিন সেবিয়ে তোমারে
শেষে হ'ল হেন দশা?
শুনিয়াছি ঋষিমুখে,

সেবক বৎসল তুমি ;
কেন তবে, তবদাস,
এতকষ্ট সহে দিবা নিশি ?
সর্ব্বঅন্তর্যামী তুমি,
সকলি জানি'ছ দেব !
হায়! হায় !
ফাটে বুক,
যবে মনে হয়,
প্রাণ সম পুত্র কন্যা মুখ —
সাধ্বী সতী প্রেয়সীর অশ্রুধারা।
রাজ্য মোর,
হ'য়েছে শ্মশান।
প্রজাগণ দীন প্রায়,
ফিরিতেছে দেশে দেশে।
হায় !
কেননা ত্যজিনু প্রাণ রণক্ষেত্র মাঝে,
আদর্শ ক্ষত্রিয় সম ;
তা' হ'লে কি,
এত ক্লেশ সহি দিবা নিশি ?
একদিনে ফুরাইত সব।

ধর্ম্ম রাজ।

হায় ভ্রাতঃ !
শুনি এ বিলাপ তব,

পূর্ব্বস্মৃতি জাগিছে আমার।
পুড়িছে পরাণ তুষানল সম।
যবে পাপী,
আক্রমিল রাজ্য মোর,
বীর দর্পে
সৈন্যগণসহ বিমুখিনু
জয়াগন্ধে সমর প্রাঙ্গনে।
কিন্তু আকাশের তারা সম,
অগণ্য সেনানীসহ,
আক্রমিল পুনঃ মোরে।
মম বীর সৈন্যগণ,
একে একে প্রাণদিল।
বহুতর শত্রু সৈন্য করিয়া সংহার,
স্বাধীনতা রক্ষা তরে।
অম্বুনিধি মাঝে যথা,
বুদ্বুদ মিলায়,
সেইরূপ বীর সৈন্যগণ,
ক্রমে ক্রমে হ'ল লয় ক্র সিন্ধু মাঝে
পঙ্গ পাল সম,
বিপক্ষ বাহিনী বেড়িল আমারে।
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
যথা শক্তি করিনু সংগ্রাম।
বৃষ্টিধারা সম,

অগণিত অস্ত্র শস্ত্র,
পড়িতে লাগিল সদা চতুর্দ্দিক হ'তে।
সংজ্ঞা শূন্য হ'য়ে,
আমি পড়িনু স্যন্দনে।
কতক্ষণ,
এইভাবে আছিনু অজ্ঞান, নাহি জানি।
চেতনা লভিয়া দেখি,
বদ্ধ আছি কারাগারে।
নাহি জানি,
কতদিন নারায়ণ দিবেন যাতনা।
হে মধুসূদন!
কর যেবা আছে তব মনে।

ের রাজা।

যবে দুষ্ট ধরিল আমায়,
দন্তে তৃণ করি,
চাহিলাম প্রাণভিক্ষা।
ক্ষুধাতুর হিংস্র জন্তু সম,
না শুনিল কাতরোক্তি মম।
কঠিন শৃঙ্খলে করিয়া বন্ধন,
বদ্ধকরি, রাখিয়াছে কারাগৃহে।
তদবধি,
কি অসহ্য কষ্ট সহিতেছি দিবা নিশি,
ভুক্ত ভোগী,

জানতো' তোমরা।
জন্মেছি ক্ষত্রিয়কুলে,
আজ কাপুরুষ সম,
নীরবেতে সহিতেছি অত্যাচার।
কিবা ভাগ্য বিপর্য্যয়।
না হয় খণ্ডন কভু ললাট লিখন।

৪র্থ রাজা।

কারাধ্যক্ষ মুখে করিনু শ্রবণ,
শৈব যজ্ঞে,
বলি দিবে মো' সবারে।
হায়! হায়!
জন্মি রাজ কুলে,
ছাগ পশু সম হইব ছেদিত!
এতছিল অদৃষ্টে লিখন!
প্রাণ যাবে ক্ষতি নাই,
বরং
মৃত্যু ভাল এ যাতনা হ'তে;
কিন্তু
বড় দুঃখ র'রে গেল মনে.
বিদেশে অরাতি ক'রে,
পশুবৎ হইব নিহত।
হায়! হায়!
কেননা মরিনু আমি জননী জঠরে?

কিম্বা রণক্ষেত্রে
কেন নাহি করিনু শয়ন ?
তাহা হ'লে, হেন গ্লানিকর
মৃত্যু মম না ঘটিত কভু।
রে পাপাত্মা জরাসন্ধ !
থাকে যদি ধর্ম্ম, তবে,
কুকর্ম্মের প্রতিফল পাইবি অচিরে।
যবে তোর হইবে পতন,
মোদের প্রেতাত্মাগণ
হয় যেন সুখী
হেরি তোর উৎকট যাতনা।
ভগবন্ !
এই মাত্র বাসনা পুরাও।

(বেত্রহস্তে কারাধ্যক্ষ ও অনুচরগণের প্রবেশ)

কারাধ্যক্ষ।

কি, আজ দেখি কারাগারে বড় কথা বার্ত্তা, আমোদ আহ্লাদ চল্‌ছে ! আর কতক্ষণই বা বাঁচবে, পরস্পরের সঙ্গে একটু কথা ক'য়ে লও।

১ম রাজা।

যে আমোদে আছি মোরা,
অন্তর্য্যামী জানেন সকল,
শোন কারাধ্যক্ষ !
একবার, মোদের এ দুঃখ কথা,

পার কি, জানাতে রাজার গোচর ?

নহে,

সঙ্গে করি ল'য়ে যাও যদি,

জানাইয়া এ দুঃখ বারতা,

পদে ধরি,

চাহিব পরাণ ভিক্ষা।

কারাধ্যক্ষ।

উঃ! বেটার কি স্পর্দ্ধা! আমি ওঁর সাত পুরুষের চাকর কিনা, তাই সঙ্গে ক'রে ওঁকে রাজার কাছে নিয়ে যাব! তোরা বেটারা মর্‌লি কি বাঁচলি তা'তে আমার কিরে? হুঁ, তোদের তো ছাড়্‌তেই এনেছে, তোদের ছাড়্‌লে, মহারাজ, শিবযজ্ঞে বলি দেবেন কাদের রে?

২য় রাজা।

যমদূত, নহে কভু দয়াবান,

এত দিনে,

যন্ত্রণার হ'বে অবসান।

কারাধ্যক্ষ।

এখন চল্ চল্, বলির সময় প্রায় হ'য়ে এল; আমাকে আবার তোদের বুঝিয়ে দিতে হ'বে।

১ম রাজা।

ক্ষণেক বিলম্ব কর,

জন্মের মতন,

ডেকে লই ইষ্ট দেবে।

কারাধ্যক্ষ।

আরে ইষ্টদেব ফিষ্টদেব ডেকে ফেকে আর কাজ নাই,

চল্ এখন।

(অনুচরগণের প্রতি)

ওরে! এদের উঠাত।

অনুচরগণ।

(রাজগণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক)

আরে ওঠ, চল্ চল্।

(পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ)

কৈ মশাই, এরাত উঠে না।

কারাধ্যক্ষ।

কি! ওঠেনা? আচ্ছা ক'রে বেত লাগাও।

(অনুচরগণ কর্ত্তৃক রাজগণের পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত)

রাজগণ।

অহোঃ, অহোঃ!

প্রাণ যায়, প্রাণ যায়,

হরি! হরি! কোথা তুমি!

রক্ষা কর দয়াময়।

(রাজগণকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞসভা।

জরাসন্ধ, সহদেব, মন্ত্রী, সেনানায়কগণ, সভাসদগণ, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে নিযুক্ত।

সম্মুখে যূপ-কাষ্ঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজগণ।

১ম ব্রাহ্মণ।

মহারাজ!
শুভ লগ্ন হয়েছে আগত।
এবে কর অনুমতি,
বলি প্রদানের তরে।
তারপর পূর্ণাহুতি করি শেষ,
পত্নী পুত্র সনে,
লইবে যজ্ঞের ভাগ ;
এই যজ্ঞ হ'লে সমাধান,
অন্তিমে অক্ষয় স্বর্গে হইবে বসতি।

রাজা

সবে কর আয়োজন,
বলি প্রদানের তরে।

২য় ব্রাহ্মণ।

মহারাজ!

বিপ্র মধ্যে অবশিষ্ট নাহি কেহ,

যজ্ঞভাগ করিতে গ্রহণ।

১ম ব্রাহ্মণ।

রাজ্যের যতেক দ্বিজ,

পাইয়াছে যজ্ঞভাগ,

অন্য অন্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী

কিছু পূর্ব্বে,

পাদ্য অর্ঘ্য মধু পর্ক লভি,

গিয়াছে বিশ্রাম স্থানে:

এবে,

বাধা নাহি দেখি বলিদানে।

(রাজগণকে যূপকাষ্ঠে বলির উপযোগী করিবার চেষ্টা এবং অত্যন্ত কোলাহল ও মুহুর্মুহু বাদ্যধ্বনি)

১ম রাজা।

রক্ষা কর, রক্ষা কর মহারাজ!

চাহি ভিক্ষা প্রাণ দান;

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি,

কীর্ত্তি তব ঘোষে ত্রিভুবনে।

নিরাশ্রয়ের রাজাই আশ্রয়;

নিরাশ্রয় মোরা, করহ আশ্রয় দান।

যুদ্ধেতে মোদের করি পরাজয়,

গ্রহণ করেছ রাজা ;
তাই, মৃত্যু সম অপমানে,
সদা দহে প্রাণ।
এবে প্রাণনাশ করি,
বল কিবা হবে লাভ ?
বরঞ্চ এ
পদানত জনে বধি,
মহাপাপ হইবে সঞ্চয় ;
তেঁই নরনাথ !
প্রাণ দান করি
লভহ অক্ষয় পুণ্য।

২য় রাজা।

নৃপবর !
রাজকুলে ক্ষত্রবংশে লভেছি জনম,
মৃত্যুতে নাহিক ভয়।
কিন্তু রাজা,
পশুবৎ যূপকাষ্ঠ মাঝে,
নাহি কর শিরশ্ছেদ।
পশুবৎ প্রাণত্যাগে
অক্ষয় নরক ভোগ।
করি যোড়পানি,
দেহ অস্ত্র, রণক্ষেত্র মাঝে,
প্রতি দ্বন্দী ক'রে.

হয় যদি শিরশ্ছেদ,
আত্মা মোর,
লভিবে অনন্ত স্বর্গ।
বধ যদি বাসনা তোমার ;
হেন মতে প্রাণনাশ কর মোসবার।

জরাসন্ধ

ক্ষত্রিয় সন্তান তোরা
কেন ডর মরিবার তরে ?
সম্মুখ সংগ্রামে করি পরাজয়,
এনেছি বান্ধিয়া
রুদ্রযজ্ঞে দিতে বলিদান।
দেব ভোগে দেহ পিণ্ড,
যদি হয় পাত,
স্বর্গ ভোগ হইবে নিশ্চিত।
কোথা রে রক্ষকগণ !
কর শীঘ্র বলি আয়োজন।

জয় রাজা।

কোথা ওহে শ্রীমধুসূদন !
অকালে দুষ্টের করে হারাই জীবন ;
এতদিন তোমারে সেবিয়া
শেষে হ'ল এই ফল !
দুষ্টের দমন তুমি,
দুর্ব্বলের বল,

রক্ষা কর দয়াময়!
দমিতে পাপিষ্ঠগণ,
দুর্ব্বলের রক্ষা হেতু
কতবার অবতার করিলে গ্রহণ।
অপার মহিমা তব,—
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ,
নাহি জানে মহিমা তোমার।
ক্ষুদ্রমতি নর আমি,
কেমনে বুঝিব অচিন্ত্য শকতি তব?
প্রহ্লাদের রক্ষা হেতু,
দেব নারায়ণ,
ভীষণ নৃসিংহ মূর্ত্তি
করিয়া ধারণ,
দেবদ্বেষী মহাপাপী হিরণ্য কশিপু—
নিধন করিলা প্রভো।
ওহে সেবক রঞ্জন!
সর্ব্বশক্তি স্বরূপিন!
এঘোর বিপদে,
কর ত্রাণ ভবভয়হারী!
ওহে লিঙ্গরূপী সদাশিব!
শুনেছি ঋষির মুখে,
হরি হর অভেদাত্মা,
যেই জন হরি পূজে,

হয় তারে তুষ্ট সমধিক।
নিজ ভক্ত হ'তে
স্নেহ তারে করেন ত্রিশূলী।
মহাযোগী, মহেশ্বর তুমি
কর সদা শ্মশানে মশানে বাস,
আছ নির্লিপ্ত সর্ব্বদা ;
তবে ভক্ত-রক্তে, কেন এত বাঞ্ছা প্রভো ?
জানি দেব !
হরিদ্বেষি-জন অভক্ত তোমার।
তবে কেন বুঝিতে না পারি,
কেমনে প্রভো !
হরি হীন যজ্ঞ তুমি করিবে গ্রহণ ?
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি,
বিহনে তাঁহার
কোন যজ্ঞ কভু নাহি হয় সমাধান।
ওহে দীন বন্ধো !
প্রাণ যায় রক্ষা কর অভাগা সন্তানে।

(স্নাতক ব্রাহ্মণ বেশে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।

জয় হ'ক মহারাজ !
স্নাতক ব্রাহ্মণ মোরা
আসিয়াছি বহুদূর হ'তে,
লভিতে এ যজ্ঞভাগ।

জরা।

ওহে দ্বিজগণ।
প্রণাম আমার করহ গ্রহণ ;
পাদ্য, অর্ঘ্য মধুপর্ক লভি
ক্ষণকাল করহ বিশ্রাম,
বলি অন্তে যজ্ঞভাগ লভিবে সত্বর !

শ্রীকৃষ্ণ।

ওহে নৃপতি সত্তম !
ব্রহ্মচারী মোরা
পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক না করি গ্রহণ।

জরা।

(কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনকে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া)
কে তোমরা ?
ছদ্মবেশী বলি হয় অনুমান।
স্নাতক ব্রাহ্মণগণ,
কভুনা ধারণ করে কুসুম চন্দন ;

তোমা তিন জনে,
ধরেছ স্নাতক বেশ ;
অথচ,
ক্ষত্রিয় লক্ষণে হেরি পূর্ণ সমুদয়
অস্ত্র লেখা গায়,
ধনুক ধারণ চিহ্ন

শোভিতেছে করতলে ;
শাল বৃক্ষ সম,
ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত ;
সুবিশাল বক্ষঃস্থল,
তদুপরি বলিষ্ঠ গঠন দেখি,
ক্ষত্র বলি হয় অনুমান।
চোর রূপে আসিয়াছ
লয় মম মনে।
নাহি কিহে রাজদ্রোহ ভয় ?
বিশেষতঃ যত যত
স্নাতক ব্রাহ্মণগণ,
এসেছিল মমাগারে,
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক,
করে নাই অবহেলা।
কহ মোরে ইহার কারণ কিবা ?

শ্রীকৃষ্ণ।

কুসুম-চন্দন
লক্ষ্মীর ভূষণ নৃপ !
এই হেতু করিয়াছি কুসুম ধারণ।
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য এই তিন জাতি
সতত স্নাতক ব্রত করেন ধারণ।
তস্কর নহিক মোরা,
আসিয়াছি তব পাশে স্বকার্য্য সাধনে।

জরা।

যা'কহিলে,
কিছু মম না হয় প্রত্যয় ;
কথায় তোমার,
সন্দেহ বাড়ে যে মনে।
কহ,
কি কৌশলে চৈত্য গিরি অ.৩ [illegible] ন
নাগদ্বয়, ভেরীত্রয় করিয়া লঙ্ঘন,
প্রবেশিলে এনগরে ?
পুরদ্বার দিয়া,
কেন নাহি প্রবেশিলে যজ্ঞ সভা মাঝে ?
কে তোমরা ?
শীঘ্র দেহ পরিচয়,
নহে
বঞ্চনার প্রতিফল পাইবে অচিরে।

শ্রীকৃষ্ণ।

মহারাজ !
চৈত্যগিরি ভেরীত্রয়, নাগদ্বয় আর,
হ'য়েছে নীরব তারা জনমের তরে।
শত্রুগৃহে মোরা,
নাহি পশি পুরদ্বার দিয়া,
আরও বলি,
শত্রুর [illegible] দত্ত পূজা না করি গ্রহণ

জয়া।

ওহে দ্বিজগণ!
না হয় স্মরণ, কি শত্রুতা তোমাদের সনে;
আমা হ'তে তোমা সবাকার,
কি অনিষ্ট হ'য়েছে সাধন?
অহিংসকে হিংসা যেই করে,
হেন জন মহাপাপী।
সত্য প্রিয় সাধুজন,
নাহি করে প্রবঞ্চনা;
মনে মম লয়,
বাক্য তব উন্মত্ত-প্রলাপ সম।
দেখ,
ক্ষত্র ধর্ম্মে হইয়ে দীক্ষিত,
যজ্ঞ ব্রতে হইয়াছি ব্রতী;
যজ্ঞ স্থলে নাহি কহ মিথ্যাবাদী।

শ্রীকৃষ্ণ।

বিপরীত কহ তুমি।
ত্রিজগৎ মাঝে,
ঘোষে তব অপযশ।
মদগর্ব্বে হইয়া গর্ব্বিত,
রাজগণে বান্ধিয়া আনিলে,
শিবযজ্ঞে,
পশুবৎ করিতে বিনাশ।

"শিব যজ্ঞে বলিদান"
হেন অশাস্ত্রীয় কথা কভু শুনি নাই।
কহ মোরে,
ইহা হ'তে মহাপাপ কি আছে জগতে ?
জরাসন্ধ !
অতীব নির্ব্বোধ তুমি।
নহে,
ক্ষত্রিয় হইয়া,
বৃথা কেন হিংসা জ্ঞাতিগণে ?
তব এই পাপ,
মোদের স্পর্শিতে পারে ;
যেহেতু, ধর্ম্মচারী মোরা, ধর্ম্মরক্ষা সদাব্রত।
হে রাজন্ !
নাহি ভাব তোমা সম বীর,
আর নাহি ত্রিভুবনে ;
সে ভাবনা কর দূর ;
আর্ত্তগণে দিতে পরিত্রাণ,
ধর্ম্মের স্থাপনা হেতু,
আসিয়াছি তোমা বিনাশিতে।
মুক্তকর বন্দী রাজগণে,
নহে,
করযুদ্ধ, ত্যাজ প্রাণ সম্মুখ সংগ্রামে,
যেই কর্ম্ম করে নরগণ,

অবশ্য সে লভে ফল
পাপ পূর্ণ হইয়াছে তব,
ভোগকাল এবে উপস্থিত।
তেঁই কহি,
হয় কর রাজগণে মুক্তি দান,
হিংসা কর দূর, ধর্ম্মে রত কর মন,
নহে এ তিনের মাঝে,
যার ইচ্ছা তারসহ কর তুমি রণ।

জরা।

বুঝিনু যে ক্ষত্রিয় তোমরা,
যেই জন রণ বাঞ্ছা করে মোর সনে,
যুদ্ধ সাধ তখনি মিটাই তার।
কিন্তু,
যে জন না দেয় পরিচয়,
ঘৃণায় না জরাসন্ধ যুঝে তার সনে।

শ্রীকৃষ্ণ।

শুনবীর! মোসবার পরিচয়;
যার তরে,
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ,
অষ্টাদশ বার,
আক্রমিলে মথুরা নগরী,
যার সনে যুদ্ধ করি,
বার বার,

পলাইলে শৃগালের প্রায়,—
যার করে,
প্রাণের জামাতা তব হইল বিনাশ,
সেই কৃষ্ণ আমি,—মহাশত্রু তব।
হের এই মধ্যম পাণ্ডব,
সমরে যাঁহার,
দেবাসুরে নাহি ধরে টান ;—
বাহু যুদ্ধে
হিড়িম্বাদি নিশাচরে করিল বিনাশ,
বল যাঁর অযুত হস্তীর সম ;—
সেই ভীম সেন এই,
দুর্জ্জনের দর্প চূর্ণ কারী।
হের এই তৃতীয় পাণ্ডব,
ধনুর্ব্বেদে,
অদ্বিতীয় মহীতলে,—
দ্রৌপদীর সয়ম্বর কালে,
লক্ষ রাজ গণে
পরাজিল অবহেলে ;—
খাণ্ডব দাহন কালে,
দেবরাজে সংগ্রামে জিনিল ;—
তুষ্ট হয়ে বৈশ্বানর,
অচ্ছেদ্য গাণ্ডীব ধনু
অক্ষয় তূণীরসহ প্রদানিল যাঁরে,—

কুবেরে জিনিয়া,
আনিল সুবর্ণ চাঁপা,
জননীর শিবপূজা হেতু ;—
এই সেই ধনঞ্জয় ইন্দ্রের নন্দন।
যার সনে যেই ভাবে ইচ্ছ তুমি রণ,
প্রস্তুত রয়েছি মোরা।

নহে,
ত্যজ রাজগণে,
যেবা ইচ্ছা কর শীঘ্র বিলম্ব না কর।

জয়া !

অহো!
আশা মম হ'ল ফলবতী,
গৃহে বসি,
পাইলাম মহারিপু।
আরেরে গোপাল !
পূর্ব্ব কথা নাহিকি স্মরণ ?
যবে,
মোর ভয়ে রাজ্য পরিহরি ;
পলাইলি সমুদ্র ভিতরে,
ভীরু কাপুরুষ সম,
এবে,
কি সাহসে হ'লি আগুসার, সম্মুখে আমার ?

তোর সম
কে আছে নির্লজ্জ আর, পৃথিবী ভিতরে ?
কোন দর্পে,
কহ রাজগণে দিতে মুক্তি দান ?
ভুজ বলে জিনিয়া সকল,
করিনু সঙ্কল্প, ত্রিলোচনে দিতে বলি ;
নাহি জানি,
কোন বলে আসিয়াছ সবে মুক্তি দিতে ?
আরে পাপাধম !
কৌশলে করিলি নাশ তোর মাতুলেরে !
ছিলনা কি গুরু বধ ভয় ?
যুদ্ধ যদি বাঞ্ছা তো'সবার :
রণ আমি অবশ্য করিব।
সংগ্রামে বিমুখ কবে, জরাসন্ধ বীর ?
কিন্তু,
কারসহ করিব সমর ?
তোমা তিন মাঝে,
কে হইবে প্রতিদ্বন্দী মোর ?
সিংহ কবে যুঝে মৃগসনে ?
ভেক সনে সর্প নাহি করে রণ ;
ক্ষীণ তুই,
অঙ্গ তোর নবনী সমান,
রমণীর অঙ্গ যথা;

একাঘাতে যাবি তুই যমালয়ে।
বিশেষতঃ
অতি পাপাচারী তুই ;
সেই হেতু,
না স্পর্শিব অঙ্গ তোর।
তোর সম কোমলাঙ্গ,
অর্জ্জুনে নেহারি ;
বিশেষতঃ,
বালক দেখিয়া,
বড় স্নেহ জন্মিয়াছে হৃদে,
সমকক্ষ না হইবে মোর।
সেই হেতু,
এর সাথে সমর না সাজে।
ভীমসেনে,
কিছু মাত্র লয় মম মনে .
কিন্তু,
বালক দেখিয়া হয় মনে উপরোধ।
রণ যদি একান্ত বাসনা,
ভীমের সহিত আমি, করিব সমর।

শ্রীকৃষ্ণ।

ওরে নীচাশয় !
বৃথা গর্ব্ব নাহি কর।
গর্ব্ব তোর চিরকাল মনে,

বাহুবলে,
শ্রেষ্ঠ তুই সবাকার।
কিন্তু,
গর্ব্ব তোর খর্ব্ব হবে ভীমের সমরে
পুনঃ কহি,
প্রাণরক্ষা যদি অভিলাষ,
মুক্ত কর রাজগণে।
নহে,
রাজা! চল রণ ভূমে।

জরা।

আরে কৃষ্ণ!
এত অহঙ্কার তোর,
পতঙ্গের প্রায়,
ঝম্প দেও হুতাশনে?
যার বলে বলিয়ান তুই,
আগে,
তারে বিনাশি সংগ্রামে,
তারপর বিনাশিব তোরে।
আরেরে পাণ্ডবগণ!
কি সাহসে আইলি মগধ দেশে?
জান না কি,
জরাসন্ধ কৃতান্ত সমান?
থাকে যদি প্রাণের মমতা,

শীঘ্র যাহ পলাইয়া।
বালকে না বধি আমি।

ভীম।

ওরে দুরাচার!
বুঝিনু নিশ্চয়,
আয়ুষ্কাল পূর্ণ হলো এবে।
নহে,
কি সাহসে নিন্দা কর গোবিন্দেরে,
ধুর্জ্জটি পূজেন যাঁরে?
তোর সম নাহি করি,
বৃথা আস্ফালন।
বাহুবল কার সমধিক,
পরিচয় পাবি রণস্থলে।
প্রাণে যদি হয়ে থাকে ভয়,
দন্তে তৃণ করি,
ক্ষমা চাহ কৃষ্ণের চরণে;
নহে,
মরণের তরে হও প্রস্তুত সত্বর।

জরা।

কি কহিলি!
ক্ষমা চাব কৃষ্ণের নিকটে?
যে পাপ জিহ্বায়,
উচ্চারিলি হেন বাণী,

রণক্ষেত্রে,
শত খণ্ড করি তাহা,
বিলাইব শৃগাল কুক্কুরে,
যম তোরে ধরিয়াছে কেশে ;
তাই হেন, বৃথা আস্ফালন।

অর্জ্জুন।

জরাসন্ধ !
জানি আমি বাহুবল তোর ;
হয় কি স্মরণ,
ভানুমতী স্বয়ম্বর কালে,
কর্ণ-করে হ'য়েছিলি পরাজিত
দন্তে তৃণ ধরি,
লভেছিলি প্রাণ ভিক্ষা ?
নহে সেই দিন,
যমালয়ে করিতি গমন।
সেই কর্ণ,
পরাজিত মম বাহুবলে।
বালক বলিয়া,
নাহি কর উপরোধ,
পেয়েছ সে পরিচয়,
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর স্থলে।
আরে লজ্জাহীন !
কোন্ মুখে বৃথা গর্ব্ব কর ?

জরা।

রে অর্জ্জুন!
হাসি পায় বাক্য শুনি তোর।
কিছুকাল থাক মূঢ়!
যাবৎ না নাশি আমি,
পাপাত্মা ভীমেরে।
তারপর,
কৃষ্ণ সনে বাঁধি তোরে,
পোড়াইব,
পশুসম যজ্ঞের অনলে।
ওরে ভীম সেন!
বাণ, অসি, গদা,
কিম্বা মল্লযুদ্ধ আদি,
কোন্ যুদ্ধ করিতে বাসনা মনে?

ভীম।

তোর সহ অস্ত্রযুদ্ধে কিবা প্রয়োজন?
পদাঘাতে বিনাশিব তোরে।
জনমের মত,
লভহ বিদায় পুত্রাদি কলত্র সনে।

জরা

শুন, শুন, অমাত্য মণ্ডল!
ধর্ম্মযুদ্ধে ভীমসেন আহ্বানিল মোরে।

জয় পরাজয়,
সকলি বিধির ইচ্ছা।
সম্মুখ সংগ্রামে,
দেহ যদি হয় ক্ষয়,
সহদেবে বসাইও রাজ সিংহাসনে।
সহদেব!
উপযুক্ত পুত্র তুমি।
এই যুদ্ধে প্রাণ যদি যায়,
সিংহাসনে বসি,
পুত্রবৎ প্রজাগণে করিও পালন।
নাচিন্ত আমার লাগি,
ক্ষুদ্র মতি ভীমসেন,
মুহূর্ত্তেকে হইবে নিধন।
ওহে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ!
নানিভাহ যজ্ঞের অনল।
সংগ্রাম জিনিয়া,
এখনি করিব আমি যজ্ঞ সমাপন।
চল ভীম! মল্লভূমি মাঝে,
করিতে শমন দরশন।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মল্লভূমি।

শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধ, ভীম, অর্জ্জুন, সহদেব, ও ব্রাহ্মণগণ
এবং অন্যান্য নাগরিকগণ।

১ম ব্রাঃ

মহারাজ!
আছে বিধিহেন,
আরম্ভিতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ,
দ্বিজগণ করিবে ভূষিত.
পুষ্পাহারে, সুগন্ধি চন্দনে,
যথাবিধি দেবার্চ্চনা করি।
অনুমতি পাইলে তোমার,
বীরদেহ সাজাব কুসুম হারে।

জরা

সত্বর করহ তব কার্য্য সমাধান;
বিলম্বিতে নাহি পারি আর।
হের মহা শত্রু।
মল্লবেশে আছে প্রতীক্ষায়!

(ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি এবং চন্দন প্রদান)

শ্রীকৃষ্ণ।

জরাসন্ধ !
পুনঃ পুনঃ কহি আমি।
যদিকর প্রাণের মমতা।
মুক্তকরে দেহ রাজগণে।

জরা।

তিষ্ঠ ক্ষণকাল মূঢ় !
যাবৎ নাবধি—ভীমসেনে !
তার পর।
পার্থসনে বান্ধিতোরে,
যজ্ঞে দিব আহুতি প্রদান।

ভীম।

আরে মূঢ় !
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণে নিন্দা কর ?
যম তোর শিয়রে দাঁড়ায়,
তবু তোর এত প্রগল্‌ভতা ?

জরা।

রে পামর !
নহে ইহা ইন্দ্রপ্রস্থপুর,
কৃতান্ত আলয় সম মগধ নগর।
হের মোরে কৃতান্ত সমান।
নাহি জানি,

কি সাহসে হলি মোর প্রতিদ্বন্দী !
হিড়িম্বাদি নিশাচরসম,
নহেত কোমল কায়,
অস্ত্রে শস্ত্রে অভেদ্য শরীর মম।
এই বজ্র মুষ্ট্যাঘাতে,
চূর্ণ করি শিরঃ তোর,
ধুলি সম উড়াব বাতাসে।

ভীম।

যম আসি,
ধরিয়াছে কেশে,
তাই মূঢ় ! এত অহঙ্কার।
জানি আমি,
ক্ষীণ দীপ হইবে উজ্জল,
নির্ব্বাণের পূর্ব্বক্ষণে।
যুদ্ধ যদি,
বাসনা তোমার,
কেন কর বৃথা আস্ফালন ?
হিড়িম্বে বধিতে,
যত ক্লেশ হইয়াছে মোর,
তাহার অর্দ্ধেক শ্রমে,
বিনাশিব তোরে।
মম মুষ্ট্যাঘাত সহি,
দেহ তোর,

থাকে যদি স্থির,
তাহ'লে বুঝিব,
কত ধর পরাক্রম।
আয় মূঢ় !
শমন করাই দরশন।

জরা।

আয় তবে,
রণসাধ পূর্ণ করি।

(উভয়ের যুদ্ধ)

জরা।

বাখানি সাহস তোর,
এখন যে আছ স্থির যুঝি মম সনে।
পুনঃ কহি, চাহ ক্ষমা,
রণস্থল ছাড়ি শীঘ্র কর পলায়ন।

ভীম।

ক্ষুধাতুর সিংহ কবে ছাড়ে কুরঙ্গেরে,
না করি রুধির পান ?
সেইরূপ,
বজ্রনখে বিদারিয়া বক্ষ তোর
মিটাইব শোণিত পিপাসা।

জরা।

কি পামর !
রক্তপান করিবি আমার ?

এতই আস্পর্দ্ধা তোর ?
হ'য়ে পঙ্গু,
হিমাচল চাহ লঙ্ঘিবারে ?
পিপীলিকা হ'য়ে,
করি-শিরে পদাঘাত ?
ভেক হ'য়ে
চাহ অহি-সনে যুঝিবারে ?
উৎকট বাসনা মূঢ় !
আয় আয় নরাধম !
না সহে বিলম্ব আর।

(পুনরায় যুদ্ধ)

ভীম।

রে পাপাত্মা !
সদাদর্প কর বাহুবলে,
কোথা এবে সেই শক্তি ?
ধিক্ ! ধিক্ ! ওরে কুলাঙ্গার,
পরমায়ু ফুরায়েছে তোর,
তেঁই কহি,
চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহতারা, পশু পক্ষীচর,
দেখ্‌রে চাহিয়া তুই জমের মত।
স্মর ইষ্টদেবে,
আত্মীয় স্বজনে আর;
দিনু ছাড়ি ক্ষণেকের তরে।

জরা।

কেন মূঢ়!
করিস্ গর্জ্জন শরতের ঘন সম?
বালক বলিয়া,
এতক্ষণ করিয়াছি ক্ষমা।
কিন্তু,
এইবার পড়িলি সঙ্কটে।

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ)

শ্রীকৃষ্ণ।

তব অসহ্য প্রহারে,
জরাসন্ধ ক্লান্ত অতি
নিস্তেজ অরিরে, না কর পীড়ন আর!

ভীম।

একি কথা কহ কৃষ্ণ!
কোথা ক্লান্ত জরাসন্ধ বীর?
সমভাবে
এখন যুঝিছে।
তবে যদি,
দন্তে তৃণ ধরি,
ক্ষমা চাহে তোমার চরণে,
জরাসন্ধে ত্যাজিবারে পারি।

জরা।

ক্ষমা চাব কৃষ্ণের নিকটে?

ওরে বৃকোদর !
যথাশক্তি করহ সংগ্রাম।
পদাঘাতে বধি তোরে,
কৃষ্ণার্জ্জুনে নাশিব পশ্চাতে।

(উভয়ের যুদ্ধে এবং জরাসন্ধের মূর্চ্ছা, ভীম জরাসন্ধের বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া)

ভীম।

হে মাধব !
যথাশক্তি করিনু প্রহার এরে,
তবু নাহি হ'ল ক্ষয়,
কহ কৃষ্ণ ইহার কারণ কিবা ?

শ্রীকৃষ্ণ।

পূর্ব্বকথা কেন হও বিস্মরণ ?
জান এর জন্ম কথা ;
সেইরূপ দুই খণ্ড করি,
অবিলম্বে নাশ দুষ্টে।
অন্যরূপে না হ'বে সংহার।

(জরাসন্ধ মূর্চ্ছা ভঙ্গান্তে এক লম্ফে গাত্রোত্থান করিয়া)

জরা।

ওরে ভীম সেন !
সমরেতে ন্যূন হয়ে পরি নাই আমি।
এইবার রক্ষা কর তোরে,
দেখি কত শক্তি ধর ভুজে।

(পুনর্ব্বার আক্রমণ)

ভীম।

আরে নরাধম!
মরণ যন্ত্রণা বুঝিবারে;
মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে তোর।
এইবার শেষ হবে সকল যন্ত্রণা।

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ এবং জরাসন্ধের পতন, এবং ভীম কর্ত্তৃক এক পদ, পদ দ্বারা এবং অপর পদ হস্তে ধারণ করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক দ্বিধাবিভাগ করণ এবং সকলের কোলাহল)

(সরোদনে)

সহদেব।

হায় পিতঃ! একি হ'ল,
কোথা যাও ত্যজিয়ে আমারে?
হায়! হায়!
ফেটে যায় বুক তোমার এ দশা হেরি!
মহারাজ!
রাজ্যেশ্বর তুমি,
ধুলা মাঝে কেন আছ পড়ি?
মহাবলবান তুমি,
বাহুবলে,
রাজগণে শাসিয়া আনিলে,
পূরাইতে শিব যজ্ঞ;
হায়! হায়!
কোথা যাও যজ্ঞ না পূরণ করি?

মহাঅরি ভীমসেন,
দাঁড়ায়ে শিয়রে
আস্ফালিছে বাহুদ্বয়,
দ্বন্দ্বযুদ্ধ হেতু ;
উঠ দেব !
ভীম বলে - ক্রগণ বলি,
নিষ্কণ্টকে যজ্ঞ পূর্ণ কর।
অহো !
অতীব মধুর "পিতঃ" সম্বোধন,
ফুরাইল জনমের তরে।

শ্রীকৃষ্ণ।

হে কুমার !
বৃথা শোক কর পরিহার।
সম্মুখ সমরে পড়ি
জনক তোমার,
গেছে চলে স্বর্গ পুরে,
মহাকীর্ত্তি স্থাপিয়া ভূতলে।
মহাবীর্য্যবান জরাসন্ধ ভূপ,
মহাদর্পে শাসিল ভুবন।
ক্ষত্রধর্ম্মে প্রাণ দিল রণে।
শোক নাহি কর আর।
বসি পিতৃ সিংহাসনে,
পিতার মতন,

পালন করহ রাজ্য।
গত জীব হেতু শোক নাহি কর আর।

সহদেব।

হায় প্রভো!
আমি হীন মতি,
কেমনে বুঝিব অপার মহিমা তব?
খণ্ডিতে ধরার ভার,
অবতীর্ণ হ'য়েছ ভূতলে।
জনক আমার,
অহঙ্কারে মাতি,
চিরদিন হিংসিল তোমায়।
ওহে প্রভো!
ভবকর্ণধার!
জনকের অপরাধ ক্ষম নিজগুণে

শ্রীকৃষ্ণ।

বৎস সহদেব!
নাহি চিন্ত জনকের তরে।
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি,
ল'ভেছে অক্ষয় স্বর্গ।
এবে,
তোমা করি আশীর্ব্বাদ,
ধর্ম্মে যেন থাকে তব অচলা ভকতি।

(আলু থালু বেশে মহাদেবীর প্রবেশ)

মহাদেবী।

প্রাণনাথ! প্রাণনাথ!
কোথা তুমি? কোথা তুমি?
হায় হায়, একি সর্ব্বনাশ!

(রাণীর পতন ও মূর্চ্ছা)

(সহদেব রাণীকে শুশ্রূষা করণান্তর)

সহদেব।

উঠ, উঠ, জননী আমার;—
একি! সংজ্ঞাহীনা?
নাসিকায় না বহে নিশ্বাস?
সাধ্বী সতী
হইয়াছে পতী অনুগামী।
হরি! হরি! একি হ'ল!
মুহূর্ত্ত ভিতরে,
হইলাম পিতৃ-মাতৃ হীন।
হায়! হায়! কি কুক্ষণে পোহাইল রাতি।

শ্রীকৃষ্ণ।

নাহি ভয়,
অতিশয় শোক ভরে,
মূর্চ্ছিতা জননী তব।
করহ শুশ্রূষা,
সংজ্ঞা লাভ হইবে এখনি।

(সহদেব কর্ত্তৃক মহাদেবীর শুশ্রূষা)

মহাদেবী।

(চেতনা লাভ করিয়া)

কোথা মম প্রাণেশ্বর ?
উঠ, উঠ, নাথ,
চাহ ফিরে অভাগীর পানে।
সুকোমল শয্যাপরে,
নিদ্রা নাহি হ'ত তব,
আজ,
কেমনে হে প্রাণ নাথ !
বিশ্রাম ল'য়েছ তুমি
কঠিন মৃত্তিকা পরে।
হায় ! হায় !
এতক্ষণ কেন আছে প্রাণ,
তোমার এ দশা হেরি !
উঠ নাথ !
বীর দর্পে শত্রুনাশ করি,
সঙ্কল্পিত যজ্ঞআসি করহ পূরণ।
মগধের মহাস্পর্দ্ধা,
চির অস্তগত
বিভীষিকাময়া ঘোরাতমস্বিনী,
বেড়িল মগধ পুরী।
অহো !
এতক্ষণ বুঝি [illegible],

বামদেব কিহেতু ত্যজিলা মোরে।
অশুভ দর্শন হ'য়েছিল কিবাহেতু।
ওহে কৃষ্ণ!
শুনিনু শিবের মুখে,
তুমি তাঁর আরাধ্য দেবতা।
দয়াময় বলি,
ঘোষে তোমা ত্রিভুবনে;
দাসী প্রতি,
কি দয়া দেখালে প্রভো?
স্বামী মম ছিল তব দ্বেষী।
কিন্তু দেব!
সে সকল তোমার ইচ্ছায়;
তব ইচ্ছা কেপারে বুঝিতে।

(উন্মত্তভাবে)

ওই! ওই! মম প্রাণেশ্বর!
অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিছেন মোরে।
হের অই,
স্বর্গ হ'তে নামিয়াছে দৈবরথ,
প্রভু মোর তদুপরি করি আরোহণ,
পুনঃ পুনঃ ডাকিছেন মোরে।
নাথ! প্রাণেশ্বর!
দাঁড়াও ক্ষণেক প্রভো!
দাসী তব সঙ্গিনী হইবে।

(কৃষ্ণের প্রতি)

ওহে দীনবন্ধু হরি !
বালক তনয় মোর রহিল একাকী
রক্ষা ক'র শ্রীমধুসূদন !
অনাথ বান্ধব তুমি !
অনাথেরে পদে দিও স্থান।
রমণীর একমাত্র পতিই জীবন ;
বিহনে তাঁহার,
রমণী না বাঁচে একদিন,
বজ্রাঘাতে মহীরুহ দগ্ধীভূত হ'লে,
ব্রততী কি বাঁচে কভু ?

(আবার উন্মত্তভাবে)

ঐ দেখ ! ঐ দেখ !
মোর বিলম্ব দেখিয়া,
ভৎর্সিছেন প্রাণনাথ মোর।
ক্ষমা কর প্রাণ নাথ !
এখনি আসিবে দাসী।

(নিকটস্থ একজন সৈনিকের কোষ হইতে তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক বক্ষে বিদ্ধ করণ ও মৃত্যু)

(সকলের রোদন ও কোলাহল)

সকলে।

হায় ! হায় ! একি হলো !

সহদেব।

হায়! হায়।
স্নেহময়ী জননী আমার,
অভাগারে তুমিও ছাড়িলে?
কার কাছে দাঁড়াব এখন?
কারে আমি 'মা' বলে ডাকিব?
অহো!
অসহ্য যাতনা সহিতে না পারি আর।
মা! মা!
সহদেব ডাকিছে তোমায়,
কেন না উত্তর কর?
মহাবীর ভীমসেন!
আমারেও বধি,
পিতৃসনে পাঠাও অচিরে।
এ ভীষণ শোক আর, না পারি সহিতে।

রাজপুত্র!
সকলি বিধির ইচ্ছা।
নিমিত্তের ভাগী মাত্র নর।
পতিপ্রাণা জননী তোমার,
হয়েছেন পতি অনুগামী,
না কর আক্ষেপ আর।

অর্জ্জুন।

হে কুমার!
মহাবিচক্ষণ তুমি,
অনিত্য দেহের তরে,
শোক কেন কর অকারণ।
উপযুক্ত পুত্র তুমি,
পিতৃ মাতৃ প্রেত কার্য্য কর বিধিমতে।
(রক্ষকগণ কর্ত্তৃক রাজা ও রাণীর মৃতদেহ স্থানান্তরিত করণ এবং শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান
(বন্ধন মুক্ত অবস্থায় রাজগণের প্রবেশ)

১ম রাজা।

ওহে অখিলের পতি ব্রহ্ম সনাতন!
কৃপায় তোমার,
আসন্ন মরণ হ'তে পাইলাম ত্রাণ;
ওহে বিপন্ন বান্ধব!
দুর্ব্বলের এক মাত্র তুমিই ভরসা!
ওহে মুকুন্দ মুরারি।
অচিন্ত্য অব্যক্ত তুমি,
মূঢ় আমি,
কি করিব তবস্তুতি।
পঞ্চানন পঞ্চমুখে যেই নাম জপি,
না পাইল অন্ত যাঁর—
মূঢ় আমি কেমনে স্বরূপ বুঝিব তাঁর?

এবে বুঝিনু নিশ্চয়,
বিপদে পড়িয়া স্মরে তোমারে যেজন,
রক্ষা তারে কর প্রভো!
এবে,
কর অনুমতি,
মোরা সবে তব প্রীতি হেতু,
কিবা কার্য্য করিব সাধন ?

শ্রীকৃষ্ণ।

রাজগণ!
যাও চলি যে যার নগরে,
পুত্র সম,
পালন করহ প্রজা।
আর এক কথা,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির করেছেন অভিপ্রায়,
রাজসূয় যজ্ঞ সাধিবারে।
তোমরা সকলে,
যথাযোগ্য রাজকর ল'য়ে,
করিবে সে যজ্ঞ দরশন।

সকলে।

আজ্ঞা তব,
শিরো ধার্য্য মো সবার।

(সকলের প্রস্থান)

(যোগিনীবেশে অস্তি ও প্রাপ্তির প্রবেশ।)

অস্তি।

শুন ভগ্নি !
ফুরাইল সব ;
যেই আশালতা ধ'রে
এতদিন আছিনু জীবিতা,
অকস্মাৎ হ'লো তার মূলোচ্ছেদ।
তবে,
আর কেন এ-শ্মশানে রহি ?
ভিখারিণী মোরা,
সন্ন্যাসিনী হ'নু এতদিনে।
এই শ্মশান-আলয়,
না থাকিব,
হরিনাম করিতে শ্রবণ।
সেই নাম করিলে শ্রবণ,
বজ্রাঘাত সম, কর্ণে লাগে তালি ;
সহস্র বৃশ্চিক,
যেন দংশে আসি-হৃদে।
চলযাই দুই বোন মিলি,
কৃষ্ণনাম নাই যেই দেশে ;
দেখি যদি কিছু শান্তি লভি এই প্রাণে।
এই সেই মল্লভূমি ;
যেই স্থানে,

স্বর্গগত জনক মোদের,
চলিগেলা অমর নগরে,
মহাকীর্ত্তি ত্রিভুবনে স্থাপি।
এই স্থানে,
ভরসা মোদের,
হইয়াছে অন্তর্হিত চিরদিন তরে।
পাপাচার গোপের নন্দন,
ভীমেকহি দিলা,
পিতার মরণ সন্ধি ;
নহে,
ক্ষুদ্র ভীম নাপারিত, সংগ্রাম জিনিতে
দেখ সহোদরে !
কুচক্রীর কি চক্র ভীষণ।
আশীবিষ—বিষসম,
সদা প্রাণ জ্বলে,
যবে মনে হয়, দুরাত্মার অভিসন্ধি।
এত দিনে জানিলাম স্থির,
পিতৃ—মাতৃ—হীনা,
বিধবা নারীর,
ত্রিজগতে নহি অরে স্থান।

প্রাপ্তি।

শুন ভগ্নি !
ধরি প্রাণ প্রতি হিংসা হেতু।

ইচ্ছা করে,
স্বর্ণ বেশে সাজি,
ভীমা অসি করে চামুণ্ডারি সম,
নাচিতে সমর মাঝে ;
করিতে কৃষ্ণের রক্তপান।
বিধাতা বিমুখ,
সহোদর সহদেব,
কাপুরুষ সম,
কৃষ্ণ-স্তুতি করে ;
যাহার চক্রান্তে,
ইন্দ্রসম জনক তাহার,
কৌশলে হইল হত ;
যেইজন কৃষ্ণ-স্তুতি করে,
সেইজনে, কৃষ্ণসম শত্রুবলে মানি.
শত ধিক কুলাঙ্গার সহদেবে !
পিতৃহন্তা অরাতিরে,
করিয়েছে অভ্যর্থনা,
নিজ ইষ্টদেব সম।
মগধের রাজলক্ষ্মী,
গিয়াছে চলিয়া জনক জননী সনে ;
তাই রাজপুরে অলক্ষ্মী প্রবেশ !
ওহে দেব বজ্রপাণি !
বজ্রাঘাতে চূর্ণ কর রাজ গৃহ চূড়া !

বৈশ্বানর !
ভস্ম কর অকৃতজ্ঞ প্রজাগণে !
অহো !
প্রাণ ফাটে,
যবে মনে হয় পিতার বিনাশ ।
ওহে,
স্বর্গগত পিতৃ দেব !
আদরিণী অস্তি প্রাপ্তি তব,
সন্ন্যাসিনী বেশে,
তব রাজপুর ত্যজি,
চলেছে অরণ্য মাঝে ।
ওরে কৃষ্ণ !
স'ব, আর কত অত্যাচার !
মাতুলে মারিয়া,
তাড়াইলি আমা দোঁহে :
তবু নাহি জন্মিল সন্তোষ ?
শেষে,
কৌশল করিয়া,
পিতৃহত্যা করিলি মোদের ।
আরে, আরে পাপাশয় !
এত অত্যাচার, ধর্ম্মে কভু নাহি স'বে ।
কামরূপা করি,
যদি,

স্বজিতা বিধাতা,
তবে গৃধ্রুরূপ ধরি,
চক্ষু তোর করিলাম উৎপাটন।
ব্যাঘ্রীরূপে,
বিনাশিয়া তোরে,
করিতাম বক্ষ রক্তপান।
থাক তুই নরাধম!
যত দিনে পারি,
পিতৃ-মাতৃ-স্বামী-বিনাশের,
লইবরে প্রতিশোধ।
চল ভগ্নি!
বীর কন্যা বীরঙ্গনা মোরা,
কিবা ভয় প্রতিহিংসা হেতু।
এ উদ্যমে,
প্রাণ যদি যায়, তথাপি লভিব শান্তিঃ।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজকক্ষ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, ধৌম্য,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য ও বিদুর প্রভৃতি।

যুধিষ্ঠির

হে অচ্যুত !
দয়ায় তোমার,
মহাবাধা হ'ল অতিক্রম ;
এবে বুঝিনু নিশ্চয়,
সম্পন্ন হইবে যজ্ঞ।
ওহে পাণ্ডব ভরসা !
তুমি দেব সহায় যাহার,
সকলি সম্ভবে তার।

প্রাণাধিক ভীমসেন !
ধন্য তুমি,
ধন্য তব বাহুবল !
মাতা কুন্তী দেবী,
ধন্য আজ,
তোমাহেন পুত্র গর্ভে ধরি।
আমিও হলেম ধন্য,
তোমার অগ্রজ বলি।
করি আশীর্ব্বাদ,
সর্ব্বঠাঁই লভহ বিজয়।

ভীম।

সকলই দেব ! তোমার কৃপায়,
আমি দাস,
আজ্ঞাকারী তব ;
তব চরণ প্রসাদে,
আর,
কৃষ্ণের কৃপায়,
কি অসাধ্য আছে ত্রিভুবনে ?

যুধিষ্ঠির।

প্রাণাধিক ভ্রাতৃগণ !
কহ এবে,
সবাকার দিগ্বিজয়ী কথা।

মহারাজ !
তব পদে বিদায় লইয়া,
গিয়াছিনু পঞ্চাল নগরে।
দ্রুপদ নৃপতি তব প্রীতি হেতু,
হ'ল বশ রাজকর দিয়া।
তথাহ'তে গণ্ডকী উতরি,
বিদেহ নগরে করিনু প্রবেশ।
বিদেহ ভূপতি,
যথা সাধ্য করিল সংগ্রাম ;
শেষে,
পরাস্ত মানিয়া,
ধনরত্ন,
বিবিধ বাহন, আনি দিলা রাজকর।
জিনিয়া সেদেশ,
প্রবেশিনু দশার্ণ প্রদেশে ;
সুধর্ম্মা নৃপতি, বিনাযুদ্ধে,
তবনামে রাজকর দিলা।
মহারাজ রোচমান (অশ্বমেধ পুরীশ্বর)
যুঝিল আমার সনে সমর প্রাঙ্গনে।
পরাজয় করি তারে,
রাজকর লভি,
জিনিলাম পুলিন্দ অধিপে।

তারপর,
চেদিরাজ্যে করিনু প্রবেশ।
চেদীশ্বর,
মহারাজ শিশুপাল বলী,
তব নাম শুনি,
বিনারণে মানি পরাজয়,
প্রদানিল রাজকর।
বহু যত্ন করি,
সসৈন্যেতে ত্রয়োদশ দিন,
তুষাইল,
বিবিধ সৎকার করি।
তথা হ'তে অযোধ্যানগরে,
করিলাম সসৈন্যে প্রবেশ।
জিনিয়া তাঁহারে,
রাজকর লভি,
উপনীত হ'নু মল্লদেশ।
পরাভবি তাঁরে,
কাশি, সুপার্শ্বক আদি,—
করি পরাজয়,
মৎস্যদেশে হইলাম উপনীত।
বিনাযুদ্ধে,
রাজকর লভি,
শর্ম্মক, বর্ম্মক আদি করি পরাজয়,

প্রবেশিনু মিথিলা নগরে।
জিনি তাঁরে,
পৌণ্ড্র পুরে করিনু প্রবেশ।
বিনারণে,
বহু স্তুতি করি,
দিল সেই রাজকর।
তারপর,বঙ্গদেশ জিনি,
সাগরের তীরস্থিত,
অন্যান্য ভূপতিগণে করি পরাজয়,
নানা ধন রত্ন সহ,
আসিয়াছি চরণ বন্দিতে।

অর্জ্জুন।

নরনাথ!
তব, পদরেণু শিরে ধরি,
কাল কুটাবর্ত্ম করি অতিক্রম,
সুমণ্ডল নৃপে,
অনায়াসে করিনু জয়।
যথাযোগ্য রাজকর লভি,
সুদ্বীপের অধিপতি,
প্রতিবিন্ধ্য নৃপে
পরাজয় করি,
প্রাগ্ জ্যোতিঃ পুরে পরে করিনু প্রবেশ
সে দেশের অধিপতি,

মহারাজ ভগদত্ত, মহাবল ধরে।

ধনুর্যুদ্ধে,

ভৃগুরাম সম অবার্থ প্রহারী।

ঘোর যুদ্ধ হ'ল তার সনে;

এক রথে,

অষ্টদিন করিল সংগ্রাম।

তবু তাঁরে নারিনু জিনিতে।

মোর রণে প্রীত হ'য়ে অতি,

মিত্রতা করিয়া, প্রদানিল রাজকর।

তারপর,

শত শত ক্ষুদ্র রাজগণে,

বিনা রণে.

করিলাম পরাভব।

উলূক দেশের রাজা,

বৃহন্ত নৃপতি,

অস্ত্রযুদ্ধে মাগিলেক পরাভব।

দেবক, সুদাম, সেনাবিন্দু আদি,

ভূপতি মণ্ডল,

বিনাযুদ্ধে রাজকর প্রদানিল।

কামগিরি অধীশ্বর,

কামদ ভূপতি,

নৃপতি পাবন সহ,

ঘোররণ করিল আমার সনে
তব আশীর্ব্বাদে,
সেই দেশ অবাধে জিনিয়া,
রাজকর লভি,
উপনীত হইলাম অলকা নগরে
যক্ষপতি, কুবের সুমতি,
তবনামে,
বিনাযুদ্ধে বশ্যতা মানিয়া,
দিল বহু ধন রত্ন।
তারপর,
হরিবর্ষে হ'য়ে উপনীত,
দেখিনু অদ্ভুত দৃশ্য।
অধিবাসিগণ
বিবিধ আকার ধরে।
কার অশ্ব, কার গজ মুখ,
কেহ দেব! নর মুখ ধরে।
বিবিধ আয়ুধ ধরি,
আরম্ভিল ঘোর রণ।
কৃপায় তোমার,
সে সবারে করি পরাভব,
লভিনু বিস্তর ধন।
অবশেষে
একে একে দক্ষিণস্থ ভূপগণে

করি পরাজয়,
ধন, রত্ন, দাস, দাসী, অশ্ব, হস্তী আদি—
বিবিধ ভূষণ সহ,
তবপদ করিনু বন্দনা।

নকুল।

নৃপমণি!
তব আশীর্ব্বাদ শিরে ধরি,
পশিনু পশ্চিম দেশে,
রোহিতক অধিপতি,
ময়ূর বাহন,
করিল বিস্তর রণ।
অগণিত সৈন্য তার,
ঘোর যুদ্ধে,
পরাজিয়ে তারে,
রাজকর লভি,
মালব, শৈরিষ, শিবি, বর্ব্বর পুষ্কর,
করি জয়,
সিন্ধুনদ তীরে শিবির পাতিনু;
তা'র পর,
পঞ্চনদ দেশ করি আক্রমণ,
ঘোরযুদ্ধে, রাজগণে করি পরাভব,
বহুরত্ন করিনু সঞ্চয়।
খরপ, কণ্টক দেশ সৌভিপুর নরাধিপে,

করি পরাজয়,
সরস্বতী নদীতটে হ'নু উপনীত।
সেই রাজ্য অধিপতি,
প্রতিবিন্ধ্য নামে।
পরিচয় পাইয়া তোমার,
বহু যত্ন করি, আনি দিল রত্ন রাজি।
তথা হ'তে,
ভেটিনু দ্বারকাপুরী।
মহারাজ উগ্রসেনে, করি নমস্কার,
অন্য অন্য সদস্য জনের,
যথাযোগ্য চরণ বন্দিনু।
তব রাজসূয়-যজ্ঞ বার্ত্তা শুনি,
দিলা নানা উপহার।
মাতুলের পুরে,
পরে করিনু প্রবেশ।
বহুরত্ন লভি তথা,
গেলাম সমুদ্রতীরে,
ম্লেচ্ছদেশ জিনিবারে।
দুর্দ্দান্ত যবনগণে,
সংগ্রামেতে করি পরাজয়
লভিনু অনেক রত্ন।
তা'রপর,
অন্য অন্য রাজগণ,

বিনা যুদ্ধে,
রাজকর দিল।
বহু ধন রত্ন আদি সহ,
নিরাপদে ইন্দ্রপ্রস্থে আসি,
সঁপিলাম তবপদে।

সহদেব।

নরপতি!
তব পদধূলী শিরে ধরি,
শূরসেন রাজ্যে গিয়ে,
করিনু প্রবেশ।
তব নাম শুনি,
বিনা রণে,
মাগি পরিহার,
প্রীতিহেতু বহু রত্ন দিল।
অধিরাজ দন্ত বক্র
ঘোর যুদ্ধে,
মাগি পরাজয়,
আনি দিল রাজকর।
গো শৃঙ্গের অধিপতি,
কিরাত রাজন,
বিনা যুদ্ধে বহুরত্ন দিল।
তা'রপর,
চতুরঙ্গ অনীকিনী সহ,

কুন্তি ভোজরাজ্যে গিয়ে করিনু প্রবেশ।
লভি বহু রত্ন তথা,
অবন্তি অধিপে জিনি,
প্রবেশিনু বিদর্ভনগরে।
দূত মুখে,
ভীষ্মক নৃপতি,
মম আগমন শুনি,
বহু ধন রত্ন দিয়া করিলেক পূজা।
বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ,
ভীষ্মক রাজন,
অনুক্ষণ পূজে কৃষ্ণে।
তবগুণে হৃষীকেশ,
বাঁধা তব ঠাঁই,
হেন বাণী শুনি,
আসিতে চাহিল রাজা কৃষ্ণ দরশনে।
বহু অনুরোধে,
নিবারিয়া তাঁরে,
চতুরঙ্গ দল বল সহ,
কান্তার, হেরম্ব, দেশ আদি,
অবাধে করিয়া জয়,
উপনীত হইলাম,
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
সে দেশের অধিপতি,

দুই কপিবর,
মৈন্দ আর দ্বিবিধ নামেতে।
মনুষ্য দেখিয়া,
শাখা মৃগচয়,
পর্ব্বত পাষাণ ল'য়ে,
ঘোর যুদ্ধ আরম্ভিল।
সপ্তাহ যুঝিনু দুই কপিরাজ সনে।
তবু দোঁহে,
নারিলাম করিবারে পরাজয়।
মোর রণে,
প্রীত হ'য়ে অতি, তব নাম শুনি,
করিলেক, সন্ধি সংস্থাপন।
বহু রত্ন লভি তথা
মাহেশ্মতিপুরি মাঝে করিনু প্রবে·
মহারাজ নীলধ্বজ,
জামাতা অগ্নির সনে,
আরম্ভিল ঘোরতর রণ।
বৈশ্বানর নিজমূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
সখা সনে মিলি,
সেনাগণে দহিতে লাগিল।
বিপত্তি দেখিয়া,
অগ্নিদেবে বিস্তর করিনু স্তব।

বিভাবসু,
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে—
রণ নিবর্ত্তিয়ে—
সখ্যতা স্থাপন করি,
ধন রত্ন প্রদানিল বহু।
কৌশিক, সৌরাষ্ট্র, ত্রিপুরা নগর আদি,
করি পরাজয়,
ম্লেচ্ছদেশে করিনু প্রবেশ।
পরাজয় করি, সে সবারে,
হইলাম উপনীত রাক্ষসের দেশে।
ঘোর যুদ্ধে,
বহু রক্ষ করি নাশ,
তাম্রদ্বীপ জিনিলাম অবহেলে।
তার পর,
দ্রাবিড়, কর্ণাট জয়ন্তী নগরী,
করি জয়,
বিভীষণে ভেটি,
কহিলাম মম আগমন হেতু।
পরম বৈষ্ণব রাজা,
কৃষ্ণ নাম শুনি,
নানারত্ন দিল দান।
অবশেষে,
অন্য অন্য রাজগণে জিনি,

ধন রত্ন সহ,

তবপদ করিনু বন্দনা।

শ্রীকৃষ্ণ।

মহারাজ !

এবে নিমন্ত্রণ বিনা,

যজ্ঞ সম্বন্ধীয়,

অন্য অন্য আয়োজন হইয়াছে শেষ।

দেবলোক, নাগলোক,

সপ্তলোক আদি,

নিমন্ত্রণ হেতু,

ভ্রাতৃমধ্যে একজন পাঠাও সত্বর।

যুধিষ্ঠির।

হে গোবিন্দ !

স্বর্গআদি সপ্তলোক চয়,

কে করিবে নিমন্ত্রণ ?

বিশেষতঃ,

সন্নিকট হইয়াছে অভিষেক দিন।

এ অল্প সময়ে,

কে করিবে নিমন্ত্রণ সমাধান।

শ্রীকৃষ্ণ।

ধনঞ্জয়ে দেও পাঠাইয়া,

পার্থ বিনা, কে করিবে কার্য্যোদ্ধার ?

অর্জ্জুন।

মহারাজ!
পাইলে আদেশ তব,
মনোরথ গতি সম,
দৈবরথে চড়ি,
সপ্তলোক করিব ভ্রমণ।

যুধিষ্ঠির।

প্রাণাধিক ধনঞ্জয়!
কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার?
প্রাণপণে করি আশীর্ব্বাদ,
নিষ্কণ্টকে,
এস ফিরি,
সপ্তলোক নিমন্ত্রণ করি।

অর্জ্জুন।

প্রণিপাত শ্রীপদে তোমায়;

(প্রস্থান।)

যুধিষ্ঠির।

হৃষীকেশ!
পূজ্যপাদ পিতামহ দেব!
পূজনীয় আচার্য্য প্রধান!
দ্বিজোত্তম ধৌম্য মহাশয়!
সুমতি বিদুর তাত!
পিতৃসখা কৃপাচার্য্য বীর!

সবে কহ মোরে,
কেবা,
কোন্ কার্য্য ভার করিবে গ্রহণ ?

শ্রীকৃষ্ণ ।

মহারাজ !
মহাযশা ভীষ্ম সহ পরামর্শ করি,
যেথা যুক্তি করহ বিধান ।

যুধিষ্ঠির ।

পিতামহ !
কুরুবংশ চির অনুগত তব ।
মোরা সবে,
দাস তব চিরদিন ।
তোমা সবাকার,
অনুমতি শিরে ধরি,
এই যজ্ঞে হইয়াছি ব্রতী ।
যাহা হ'তে,
সেই কার্য্য হ'বে সমাধান,
যথা স্থানে,
নিয়োজিত কর সবাকারে ।

ভীষ্ম ।

বৎস যুধিষ্ঠির !
নাহি চিন্ত কার্য্যভার তরে ।
ধন, রত্ন, ভাণ্ডার সকল,

সমর্পহ দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসনে,
কর নিয়োজিত,
ভক্ষ্য, ভোজ্য দানিবারে।
বিপ্র পূজা,
ভার দেও অশ্বত্থমা প্রতি।
রাজগণ হ'লে উপস্থিত,
সঞ্জয় বরিবে সবে।
দানে কর্ণ শ্রেষ্ঠ সবাকার;
তেঁই,
দুঃখীজনে ধন বিতরিতে,
কর্ণে কর নিয়োজিত;
জ্যেষ্ঠভ্রাত তব
সোমদত্ত,
প্রদীপ নন্দন সহ,
করিবেন অবস্থান গৃহকর্ত্তারূপে।
সহস্র সেনানী সহ,
পূর্ব্বদ্বার রক্ষা হেতু,
ইন্দ্রসেন থাকিবে দুয়ারী।
শত রথী সঙ্গে করি,
মহাবল সাত্যকি ধীমান,
থাকিবে সতত,
রক্ষিতে দক্ষিণ দ্বার।

রক্ষিবারে
উত্তর দুয়ার,
অনিরুদ্ধে কর নিয়োজিত।
সহস্রেক,
রথী সঙ্গে দিয়া,
দুর্য্যোধন,
শতভ্রাতা সহ,
রহিবে সতত,
পশ্চিমের দ্বাররক্ষা হেতু।
মহাবল ভীমসেন,
শত রথী সহ,
চারিদ্বারে করিবে ভ্রমণ,
হে শান্তি ধারণ তরে।
মাদ্রীসুতদ্বয়,
অনুক্ষণ রবে তব পাশে,
রাজগণ,
আগমন জানাতে তোমারে।
আমি আর,
দ্রোণাচার্য্য বীর,
থাকিব সতত,
সর্ব্বকার্য্য দৃষ্টি হেতু।
মহাবীর ধনঞ্জয়,
নারায়ণ সনে,

রহিবে সতত,
রক্ষিতে এ মহাযজ্ঞ।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)

জনার্দ্দন !
কহ মোরে,
কিবা,
কার্য্যভার তুমি করিবে গ্রহণ ?

শ্রীকৃষ্ণ।

যজ্ঞস্থলে,
বিপ্রগণ করিলে প্রবেশ,
সবারে পূজিব আমি,
পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া।

ভীষ্ম

এই হেতু,
বলে তোমা ভক্তের অধীন।
ব্রাহ্মণ স্থাপন তরে,
যুগে, যুগে,
কত অবতার করিলে গ্রহণ।
ওহে ভক্ত বাঞ্ছা কল্প তরু !
যেই জন,
ডাকে তোমা ভক্তি ভাবে,
তার কাছে বান্ধা থাক চির দিন
আজি জানিলাম স্থির,

বিপ্র দেহে
বিরাজেন ভগবান।
ওহে লীলাময় হরি!
তব লীলা কে পারে বুঝিতে?

বিদুর।

ওহে প্রভু শ্রীবৎস লাঞ্ছন!
ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়াতে,
নিজ বক্ষে,
পদ চিহ্ন করিলে ধারণ;
কত মহা পাপী,
পাইল উদ্ধার, স্মরিয়া শ্রীপদ তব;
দীন হীন বিদুরের প্রতি,
দয়া যেন থাকে চির দিন?

ধৌম্য।

পুনর্ব্বসু তারা,
আর শুক্লা ত্রয়োদশী,
এই দিনে,
মহা যজ্ঞ হ'বে আরম্ভন।
যজ্ঞ স্থল,
করি পরিমাণ,
উপযোগী দ্রব্য চয়,
করিতে সংগ্রহ,
দূতগণে করহ প্রেরণ;

যুধিষ্ঠির।

দ্রব্য সব হয়েছে সংগ্রহ।
ভৃত্যগণে করিয়াছি,
অনুমতি,
উপযুক্ত কালে,
যজ্ঞাগারে যোগাইতে সব।

(নকুলের প্রতি)

হে নকুল!
রথ ল'য়ে যাও ত্বরা হস্তিনা নগরে;
পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাতে,
মম নাম কহি,
সুযোধন আদি ভ্রাতৃগণে,
জননী গান্ধারী,
কুলবধূগণ সহ,
যত্ন করি,
আন সবে ইন্দ্র প্রস্থ পুরে;

নকুল।

রাজা দেশ,
শিরোধার্য্য মোর।

(নকুলের প্রস্থান।)

যুধিষ্ঠির।

চল সবে,
অন্য অন্য কার্য্য সম্পাদিতে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য পুরনারীগণ

কুন্তী

দেব দেব মহেশ্বর !
বর তব
পূর্ণ হ'ল এতদিনে।
কৃপায় তোমার,
যুধিষ্ঠির মোর,
হইবে সম্রাট এমহীমণ্ডলে ;
একছত্র রাজা বলি ঘোষিবে জগতে।
ছিনু রাজরাণী,
রাজমাতা হ'নু এতদিনে।
প্রাণাধিকা বধুগণ !
অন্য অন্য পুরনারীগনে,
মাঙ্গলিক কার্য্যে হও রত।

সুভদ্রা।

দেখ মাতঃ!
কে রমণী আসে ধীরে ধীরে,
ভুবন মোহিনীরূপে।
রূপচ্ছটা,
দামিনী বিকাশে যেন;
তিল ফুল জিনি নাসা;
আঁখিযুগ নীলোৎপল নিভ;
চাঁচর চিকুর দাম,
বেণীবদ্ধ হ'য়ে,
কৃষ্ণসর্প সম দুলিছে নিতম্বোপরে;
বিম্বফল জিনি,
অধরোষ্ঠ মুনি-মন-লোভা।
চিত্রিত ধনুকখণ্ড সম,
ভ্রূযুগল কিবা শোভা পায়।
মরাল গামিনী ধনী,
দেখ হেথা আসিতেছে ধীরে।

(হিড়িম্বার প্রবেশ)

(কুন্তীর চরণে নমস্কার করিল)

হিড়িম্বা।

আশীর্ব্বাদ কর মাতঃ!

কুন্তী।

কে তুমি সুন্দরী!

যেন কোথা দেখেছি তোমারে।
স্বপ্নবৎ হয় অনুমান।
শীঘ্র দেহ পরিচয়।

হিড়িম্বা।

মাগো!
চিরদাসী আমি তব;
শ্বশুগৃহ ত্যজি,
পঞ্চপুত্র ল'য়ে,
ছিলে যবে, বিপিন-বাসিনী,
তোমার আদেশ ল'য়ে,
মধ্যম পাণ্ডব,
করিলা বিবাহ মোরে।
তাঁহার কৃপায়,
সুপুত্র করিয়া লাভ,
পুত্র ল'য়ে, পিত্রালয়ে করি বাস
দূতমুখে,
শুনে যজ্ঞকথা,
পুত্রসনে রাজ্য কয় ল'য়ে,
আসিয়াছি চরণ বন্দিতে:
হিড়িম্বা আমার নাম।

কুন্তী।

এস এস মা আমার,
করি আশীর্ব্বাদ,
পতি, পুত্রসনে,

হও বৎসে চিরজীবী।
হেরিয়া তোমারে,
কত যে আহ্লাদ,
হইয়াছে হৃদে মম,
বর্ণিবারে নাহি পারি!

(দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রতি)

প্রাণাধিকা বধুগণ!
এ যুবতী ভীমের প্রেয়সী,
ভগ্নী জ্ঞানে,
বিধিমত কর অভ্যর্থনা।

(জনৈকা দাসীর প্রবেশ)

দাসী।
হে জননি!
কুরুরাণী, বধুগণসহ,
এই মাত্র,
এসেছেন হস্তিনা হইতে;
আছে সবে তব অপেক্ষায়।

কুন্তী
যাই আমি,
তা সবার অভ্যর্থনা তরে
তোমা দুইজনে,
যত্ন এর কর বিধিমতে।

(কুন্তীর প্রস্থান, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার নিকট
হিড়িম্বার উপবেশন)

দ্রৌপদী।

(সুভদ্রার প্রতি)

দেখ ভগ্নি ! খলের প্রকৃতি,
যার যে স্বভাব,
আপনি প্রকাশ পায়।

(হিড়িম্বার প্রতি)

ওরে নিশাচরি !
অহঙ্কারে,
না কর সম্ভাষ মোরে।
কে তুই ? কেহ নাহি জানে পরিচয়,
কি সাহসে আসিলি হেথায়,
মম্মাসনে বসিবারে ?
একদিন,
ঠাকুরাণী মুখে,
শুনেছিনু তোর বিবরণ ;
মদনে মাতিয়া,
বরেছিলি ভীমসেনে,
যাঁর হাতে,
ভ্রাতা তোর হইল নিহত।
ভ্রাতৃ বৈরি বলি,
না মানিলি উপরোধ।
অথবা কামুকী যেজন,
শত্রু মিত্র না করে বিচার।

হেন মনে লয়,
কামাতুরা হ'য়ে ;
স্থানে স্থানে করিস ভ্রমণ।
এ হেন স্বৈরিণী,
অন্তঃপুরে নাহি পায় স্থান।
যদি চাহ,
মান বাঁচাইতে,
শীঘ্র যাও পলাইয়া ;
নহে,
প্রতিফল পাইবি অচিরে।

হিড়িম্বা :

রে পাঞ্চালি !
কেন কর বৃথা অহঙ্কার ?
যেইজন পরনিন্দা করে,
আপনার ছিদ্র নাহি দেখে।
কুৎসিৎ যেজন,
অন্যে নিন্দা করে,
যতক্ষণ দর্পণেতে,
নাহি হেরে নিজ মুখ।
সেইমত,
দেখি আচরণ তোর।
মহাবীর ধনঞ্জয়,
সম্মুখ সংগ্রামে আনিল বাঁধিয়া

তোর জনকের
অশেষ লাঞ্ছনা দিয়া ;
নাহি জানি,
কোন লাজে হেনজনে দিল কন্যাদান ;
স্বয়ম্বরা শাস্ত্রের বিধান।
সেই হেতু,
ভীম সেনে স্বামি-পদে করিনু বরণ।
ভ্রাতা মোর অপমান বোধে,
দারুণ সংগ্রাম করি,
বীর ধর্ম্মে প্রাণ দিল।
দেখ্ ভাবি,
তোর বিবাহের অগ্রে,
হইয়াছে মম পরিণয় ;
সেই হেতু বধূ মধ্যে,
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা আমি।
পাণ্ডু পুত্র পঞ্চজনে,
ত্রয়োদশ বধূ মোরা।
নাহি জানি,
কোন লাজে ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জহ একা ?
দুষ্টার স্বভাব,
জানি আমি বিধি মতে।

দ্রৌপদী।

আরে দুষ্টে !
এতই স্পর্দ্ধা তোর।

নিন্দা কর জনকে আমার,
দেবগণ পূজে যাঁরে ?
আরে রে রাক্ষসি !
নিতান্ত স্বতন্ত্রা তুই,
রক্ত মাংস ভোজ্য যার,
মনুষ্যের আচরণ বুঝিবে কেমনে ?
পুনঃ কহি,
থাকে যদি প্রাণের মমতা,
শীঘ্র কর পলায়ন।

হিড়িম্বা।

কি হেতু,
নিন্দিস মোরে স্বতন্তরা বলি ?
বাল্য কালে,
নারীগণে পিতা রক্ষা করে,
যৌবনে স্বামির দাসী।
শেষ কালে,
রক্ষে পুত্র, এই কথা শাস্ত্রের লিখন।
মহাবীর,
ঘটোৎকচ তনয় আমার,
বাহুবলে নিশাচরে শাসি,
রাজা হ'ল মাতুল রাজ্যেতে !
যত রক্ষ আছে ত্রিভুবনে,
তনয় আমার,

একেশ্বর জিনিল সবারে।
রক্ষগণ,
রাজসূয় যজ্ঞ বার্ত্তা শুনি,
করিল মন্ত্রণা সবে, যজ্ঞনাশ আশে :
মহাবীর পুত্র মোর,
গুপ্তচর মুখে এ বারতা শুনি,
সে সবারে,
বন্দীকরি রাখিয়াছে কারাগারে।
আরে কৃষ্ণা ! দেখ চেয়ে,
যজ্ঞসভা হ'য়েছে উজ্জ্বল,
মম পুত্র প্রভা হেতু।
নিশাপতি,
শোভে যথা তারাগণ মাঝে,
কিম্বা,
পুরন্দর দেব সভাতলে,
সেইরূপ,
শোভিতেছে তনয় আমার।

দ্রৌপদী।

আরে নিশাচরি !
পুনঃ পুনঃ,
তনয়ের গর্ব্বকর ?
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মাঝে,
কর্ণের একাঘ্নি বাণে,

পুত্র তোর যাবে যমালয়।
বাক্য মোর না হবে অন্যথা।
দেখিব তখন,
পুত্র গর্ব্ব কোথা থাকে তোর।

হিড়িম্বা।

আরে দুষ্টে!
নির্দ্দোষী আমার পুত্র,
কেন শাপ দিলি তারে?
নির্দ্দোষীরে পীড়া দেয় যেই,
নাহি এজগতে।
তার মত মহাপাপী,
মম সম,
পুত্র শোকে দহিবে হৃদয় তোর;
রণক্ষেত্রে বীর কর্ম্ম করি,
পুত্র মোর পড়িলে সমরে,
স্বর্গেবাস হইবে অনন্ত কাল।
মম শাপে পঞ্চ পুত্র তোর,
পশুবৎ বিনাযুদ্ধে
হইবে ছেদিত।

(হিড়িম্বার দণ্ডায়মান হওন এবং সুভদ্রা উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া)

সুভদ্রা।

ক্ষান্ত হও ভগ্নীগণ!
অকারণ বিবাদ না কর।

আত্ম কলহেতে সর্ব্বনাশ ঘটে ;
ঠাকুরাণী শুনিলে একথা,
দোঁহে হবে নিন্দার ভাজন।

(কুন্তীর প্রবেশ)

হিড়িম্বা।

মাগো !
বিনাদোষে যাজ্ঞসেনী নিন্দিয়া আমায়,
পুত্রে মোর শাপ দিল।
তেঁই মাতঃ !
কর অনুমতি পুত্র লয়ে যাইব এখনি !

দ্রৌপদী।

আমারও পঞ্চ পুত্রগণে,
বিনাদোষে শাপ দিল।

কুন্তী।

ছি ! ছি ! ছি ! ছি !
রাজকন্যা রাজবধু হ'য়ে,
হীনা নারী সম,
কিহেতু বিবাদ কর ?
তোমা দুইজনে,
পতি পুত্রে ভাগ্যবতী নারী ;
নিতান্ত পাষাণী সম,
কেন দাও পুত্রগণে শাপ ?
মাঙ্গলিক আচরণে রত মোরা সবে ;

অমঙ্গল আহ্বান কিহেতু ?

হে দ্রৌপদী !

পাটেশ্বরী তুমি,

হেন আচরণ তোমায় না শোভাপায়।

বিশেষতঃ

কেহ যদি অভ্যাগত অতিথিরে,

বিনাদোষে করে অপমান,

বড়ই অনর্থ ঘটে তায়।

এবে,

শাপান্ত করিয়া

আমার বচনে, পরস্পর,

ভগ্নী-সম-স্নেহভাবে কর আলিঙ্গন

অন্যথায়,

বড়ব্যথা বাজিবে অন্তরে !

(দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার আলিঙ্গন)

চল বধূগণ !

গান্ধারীর অভ্যর্থনা হেতু।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিংহদ্বার।

দুর্য্যোধন ও অন্যান্য রাজগণ দণ্ডায়মান

দূরে শ্রীকৃষ্ণ ও বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ।

ওহে চিন্তামণি !
অপূর্ব্ব তোমার লীলা !
সত্যযুগে,
মীনদেহ করিয়া ধারণ,
উদ্ধার করিলা বেদ।
ধরিয়া বরাহমূর্ত্তি,
বিশাল দশন অগ্রে স্থাপিলা ধরণী।
পুনঃ হরি,
নৃসিংহ মুরতি ধরি,
দেবদ্বেষী হিরণ্যকশিপে,
হেলায় করিলে নাশ।

কূর্ম্মরূপে,
বিশাল ধরণী, তব পৃষ্ঠে করিলা স্থাপন
স্বর্গরাজ্য করিতে রক্ষণ,
ভক্তের বাড়াতে মান,
ধরিয়া বামনরূপ,
আছ দ্বারী বলির দুয়ারে।
ত্রেতাযুগে দেব সনাতন,
ভৃগুরাম মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,

ক্ষত্রগণে করিয়া সংহার,
ধর্ম্মরাজ্য করিলে স্থাপন।
রামরূপ করিয়া গ্রহণ,
সর্ব্বস্বরূপিনী,
মা জানকী সঙ্গে করি,
উদ্ধারিয়া পতিত বানরকুল,
দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসগণে করিলে সংহার।
সেইরূপ,
দাস তব ভজে অনুক্ষণ।
দিবানিশি শয়নে স্বপনে,
সে পবিত্র,
রাম নাম জপি নিরন্তর।
হৃদয় মন্দিরে,
প্রণারাম রাম সীতা,

যুগল মুরতি করিয়া স্থাপন,
ভক্তি পুষ্পাহারে,
নিরন্তর পুজি প্রভো!
এই দ্বাপরেতে,
কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হ'য়ে,
যুধিষ্ঠিরে উপলক্ষ করি,
রাজসূয় যজ্ঞ লীলা করিতেছ হরি।
ওহে ব্রহ্ম সনাতন!
পার্থ মুখে বার্ত্তা পেয়ে,
আসিয়াছি চরণ বন্দিতে,
পূর্ণ হ'ল মনস্কাম মম।
এবে,
কর অনুমতি কিবা কার্য্য করিব সাধন?

শ্রীকৃষ্ণ।

ওহে রক্ষঃকুল পতি!
জানি আমি অন্তর তোমার।
ভক্তিপণে,
তব ঠাঁই হ'য়েছি বিক্রীত।
আসিয়াছ যুধিষ্ঠির নিমন্ত্রণে,
চল মম সনে,
ধর্ম্মরাজে ভেটিবারে।

বিভীষণ।

ওহে জগন্নাথ!
আসিনাই যজ্ঞ আশে,

কিন্তু, আসিয়াছি,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত তব শ্রীপদ বন্দিতে।
মনোরথ পূর্ণ এতদিনে!
এবে,
আজ্ঞাকর প্রভো!
স্বগণ লইয়ে লঙ্কাপুরে করিব গমন।

শ্রীকৃষ্ণ।

ওহে রক্ষকুল রাজ!
ধর্ম্মরাজসহ সাক্ষাৎ না করি,
কর্ত্তব্য না হয়,
রাজ্যে গমন তোমার।
মহারাজ যুধিষ্ঠির,
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি;
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ শরীর।
হের দেখ, প্রবলপ্রতাপে,
আসমুদ্র ক্ষিতিতল করিয়া বিজয়,
আরম্ভিলা রাজসূয় মহাযজ্ঞ।
যাঁর ধর্ম্মে হ'য়ে বশ,
দেবগণ সহ,
শিবরূপী মহেশ্বর রক্ষেণ সতত;—
সেইজনে করিলে দর্শন,
সর্ব্বপাপ হয় বিমোচন।
সেই হেতু,

অনুরোধ করি তোমা,
চল যাই ভেটিতে তাঁহারে ;

বিভীষণ।

আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর।
পূর্ব্বে আমি শুনেছি ব্রহ্মার মুখে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সবাকার স্বামী ;
সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা হয়,
হেরিলে শ্রীপদ তব।
সেই হেতু,
পুণ্যময় বলি,
নাহি চাহি অন্যে দেখিবারে।
কিন্তু,
শিরোধার্য্য আদেশ তোমার।
ওহে হৃষীকেশ !
তব সনে তিন দ্বার করিয়া ভ্রমণ,
নারিলাম,
প্রবেশিতে যজ্ঞ সভাতলে।

শ্রীকৃষ্ণ।

লজ্জা নাহি দেহ আর
রক্ষ চূড়ামণি !
স্বচক্ষে দেখিলে তুমি,
সহিলাম কত অপমান ;
পুর প্রবেশের তরে.

ভীমাত্মজ ঘটোৎকচ,
সত্যকি প্রভৃতি,
রাজাদেশ বিনা,
নাহি দিল দ্বার ছাড়ি,
অনিরুদ্ধ পৌত্র মোর,
সেও নাহি মানে উপরোধ,
সহিলাম এত অপমান।

বিভীষণ।

মান অপমান মম,
সর্ব্বস্ব অর্পিত দেব! তোমার চরণে।

শ্রীকৃষ্ণ।

মহামানী কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন,
অন্য অন্য রাজগণ সনে,
আছেন সতর্ক সদা দ্বার রক্ষা তরে।
সম্মান তোমার নিশ্চয় করিবে রাজা,
চল যাই দ্বার দেশে।

(উভয়ের অগ্রসর হওন)

দুর্য্যোধন।

(অগ্রসর হইয়া)

কহ নারায়ণ!
কেবা এ পুরুষবর,
সঙ্গেতে তোমার?

শ্রীকৃষ্ণ।

লঙ্কার ঈশ্বর ইনি,
রাবণের সহোদর,
বিভীষণ নামে ;
এসেছেন ধর্ম্মরাজে ভেটিবারে,
কৃপা করি ছাড় দ্বার ক্ষণেকের তরে

দুর্য্যোধন :

ক্ষণকাল লভহ বিশ্রাম,
যাবৎ না আসে মাদ্রীসুত।
আসিলে নকুল,
তার সহ প্রবেশিবে পুরে।
না হইলে আদেশ রাজার,
দ্বার না ছাড়িতে পারি।
হের জগন্নাথ !
বহু দিন হ'তে,
বহু রাজগণ দ্বারে আছে দাঁড়াইয়া,
করিবারে রাজ দরশন।
রাজাদেশ বিনা,
রাজগণ করিলে প্রবেশ,
ভীমের আক্রোশে বিষম সঙ্কট হবে।
সেই হেতু,
করি উপরোধ,
কিছু কাল লভহ বিশ্রাম।

(নকুলের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।

হে নকুল!
তিন দিন হয় নাই রাজ দরশন,
কহ মোরে সবাকার বিবরণ।

নকুল।

মহারাজ, ব্যাকুল তোমার তরে,
তুমি গেলে,
অভিষেক হইবে তাঁহার।
(বিভীষণকে দেখিয়া)
কে বা এই মহাজন?

শ্রীকৃষ্ণ।

মহারাজ বিভীষণ লঙ্কার ঈশ্বর।

নকুল।

(নমস্কারান্তে)
নমস্কার করহ গ্রহণ।
তব আগমনে,
পবিত্রা হইল পুরী।

বিভীষণ।

ধন্য ধন্য পাণ্ডু পুত্রগণ!
যাঁহাদের ভক্তি রূপ ডোরে,
ভগবান বাঁধা নিরন্তর।

নকুল

চল সবে রাজ দরশনে।

(নকুল ও শ্রীকৃষ্ণ এবং বিভীষণের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ।

শ্রীকৃষ্ণ ও বিভীষণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ

ওহে রক্ষোত্তম!
গিয়ে তুমি রাজ সভা মাঝে,
ধর্ম্মরাজে করিয়া দর্শন,
ভূমিতলে পড়ি,
প্রণাম করিবে তায়,
রাজাজ্ঞা হইলে,
উঠিয়া তখনে,
যোড় হস্ত থাকিবে দাঁড়ায়ে।

বিভীষণ।

হেন কথা নাহি কহ প্রভো!
তব পদতল বিনে,
অন্য ঠাঁই না নামিবে শিরঃ কভু।
জন্মাবধি,
সেবিয়াছি শ্রীচরণ তব;

প্রতি দিন,
উদ্দেশে তোমার,
কোটি কোটি নমস্কার করি।
জান তুমি পূর্ব্ব বিবরণ।
যতদিন থাকিব এ ধরাধামে,
তত দিন সেবিব তোমার পদ;
অন্যজনে না করিব নমস্কার।
ইন্দ্র আদি দেব কোন ছাড়
আসিলে শঙ্কর,
তবু না নমিব তাঁরে।
ধ্যান, জ্ঞান, জপ, তপ তুমিই সকল।
তোমাবিনে অন্যে নাহি জানি।

শ্রীকৃষ্ণ।

হে রাক্ষস রাজ!
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে,
নাহি জান তুমি,
সেইহেতু হেন কথা কহ।
পৃথিবীর যত রাজগণ,
ভৃত্যসম নিত্য সেবে তাঁরে;
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
সবে সেবা করে যাঁরে,—
হেন জনে,
কিবা দোষ প্রণাম করিতে?

বিশেষতঃ,
ধর্ম্মরাজ নমস্ত আমার।

বিভীষণ।

কোন জন নমস্ত তোমার,
তুমিই জানহ বেদ
কিন্তু,
এইমাত্র জানি আমি,
এ জগতী-তলে,
তুমিই সবার স্বামী।
মানিলাম,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপরায়ণ ;
কিন্তু,
কেমনে সে শ্রেষ্ঠ হ'ল সবাকার ?
কেবা শ্রেষ্ঠ তোমা হ'তে ?
করি যোড়পাণি,
হেন আজ্ঞা নাহি কর প্রভো !

বিভীষণ !
জানি আমি,
মম প্রতি অচলা ভকতি তব।
তেঁই কহি,
রক্ষিবারে মম অনুরোধ।
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠির

তাঁর ঠাঁই,
করিতে প্রণাম,
দোষ বলি নাহি হয় অনুমান।

বিভীষণ।

জনার্দ্দন !
এই আজ্ঞা ছাড়া,
কহ যদি,
আত্মপ্রাণ দিতে বলিদান,
দাস তব,
তাহে না কুণ্ঠিত হবে।
প্রতিজ্ঞা আমার,
তোমা বিনা, অন্যজনে,
নমস্কার করিবনা কভু।
ওহে প্রভো !
দাস প্রতি হেন আজ্ঞা নাহি কর আর।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত)
মম ভক্ত বিভীষণ,
আমা বিনা অন্যজনে কভু নাহি জানে।
ভাঙ্গিলে প্রতিজ্ঞা তাঁর,
বড় ব্যথা পাইবে মরমে,
এদিকেও,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির,
আমার কথায়,

আরম্ভ করেছে যজ্ঞ ;
সভামাঝে,
বিভীষণ প্রণমে না যদি,
ধর্ম্মরাজ হবেন লজ্জিত।
বিশেষতঃ
ভক্ত মোর পাণ্ডু পুত্রগণ ;
ভক্তিপাশে,
আছি বাঁধা নিরন্তর।
উভয়ই ভকত মম ;
একের গৌরবে,
মনঃকষ্ট পাইবে অপরে ;
বড়ই সঙ্কট উপস্থিত।
(প্রকাশ্যে)
রক্ষ কুল পতি !
দেখ ভাবি মনে,
প্রত্যেক শরীরে
সূক্ষ্ম রূপে বিরাজেন ভগবান ;
কিন্তু,
যেই জন ভক্ত মোর,
তার সনে অভেদ শরীর মম।
মহাযোগী তুমি,
নয়ন মুদিয়ে,
যোগ বলে প্রত্যক্ষ করহ ত্বরা,

মহাভক্ত কুন্তির নন্দন,
মম সনে অভেদ শরীর।
সেই হেতু নাহি দোষ,
নমস্কার কর যদি তাঁরে।

বিভীষণ।

হে অন্তর্যামিন্।
এত দূর,
সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয় নাই মোর,
ওহে জ্ঞানময়!
কৃপা করি,
সেই জ্ঞান করহ প্রদান:
যাহে,
ভেদাভেদ ঘুচিবে আমার।

কৃষ্ণ।

যোগ বলে পাবে সেই জ্ঞান।
নহে,
স্থূল চক্ষে যদি,
বিশ্বরূপ দেখিতে বাসনা,
হের সেই,
বিরাট মূরতি মম।

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান)

পট পরিবর্ত্তন এবং বিরাটমূর্ত্তির আবির্ভাব।

দেব দেবীগণ কর্ত্তৃক বিরাট মূর্ত্তির স্তুতি গান।

রাগিনী বৃন্দাবনী সারঙ্গ—তাল কওয়ালী।

পুরুষগণ। ওহে সর্ব্বাধার! সুরনর ভেলা,
স্ত্রীগণ। সর্ব্বগুণাকর, সঙ্গত খেলা;
সকলে। নারায়ণ, নারায়ণ,নারায়ণ ওঁ!
পুরুষগণ। ত্রিলোক পালক গোলক বাসী,
স্ত্রীগণ। ভবলোক আলোক সঞ্চিত রাশি,
সকলে। নারায়ণ, নারায়ণ,নারায়ণ ওঁ।
পুরুষগণ। পূর্ণ পরাৎপর পরিসর গাত্রে,
স্ত্রীগণ। পর্ব্বত পূরিত, মহীরুহ পত্রে,
সকলে। নারায়ণ, নারায়ণ,নারায়ণ ওঁ।
পুরুষগণ। শত শত ভাস্কর, সুধাকর জাগে,
স্ত্রীগণ। নদ নদী পূর্ণিত, কলেবর ভাগে,
সকলে। নারায়ণ নারায়ণ, নারায়ণ ওঁ।
পুরুষগণ। তরু রাজি রঞ্জিত, ফল ফুল হারে,
স্ত্রীগণ। যোগিগণ মোহিত, নিয়ত বিহরে,
সকলে। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ওঁ।
পুরুষগণ। বংশি-নিনাদন, কুঞ্জ কুটীরে,
স্ত্রীগণ। মৃদু মধু সিঞ্চন, কর্ণ কুহরে,
সকলে। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ওঁ।
পুরুষগণ। কুল বধূ চঞ্চল, অকুল পাথারি,
স্ত্রীগণ। মনসিজ মোহন, বিপিন বিহারী,
সকলে। নারায়ণ,নারায়ণ, নারায়ণ ওঁ।

৭। পুরুষগণ। ধাওত যমুনা, উজান বহে
স্ত্রীগণ। রাধা হৃদি রঞ্জন, নিকুঞ্জ গেহে,
সকলে। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ওঁ।
৮। পুরুষগণ। অপরূপ সম্ভব, তব কৃপা দানে,
স্ত্রীগণ। নমো নমো মাধব, করুণা নিধানে,
সকলে। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ওঁ।

(বেদব্যাসের প্রবেশ।)

বেদব্যাস।

হের দেখ বিরাট মূরতি,
যেই রূপে ত্রিভুবন মোহে ;
যেই রূপ,
ব্রহ্মা আদি দেবগণ,
অনুক্ষণ করে ধ্যান।
আগম পুরাণ বেদ,
অন্ত নাহি পায় যাঁর !
কত কোটী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
শোভিতেছে প্রতি লোম কূলে !
কত কোটী ব্রহ্মা শিব,
পদ নখে আছে পড়ে !
দেখ ! দেখ !
সহস্র মস্তকোপরি,
সহস্র মুকুট শোভে !
সহস্রেক করে,

সহস্র আয়ুধ শোভাপায়,
শ্রীবৎস কৌস্তভ মণি
করেছে অপূর্ব্ব শোভা,
বিশাল উরস মাঝে।
ওহো !
কি অপূর্ব্ব দীপ্তি হ'তেছে বাহির !
শত সূর্য্য যুগপৎ
হইলে উদিত,
ইহার প্রভাবে,
নিষ্প্রভ হইবে জ্যোতিঃ !
দেখ ! দেখ !
অনুক্ষণ সর্ব্ব ভূতগণ,
প্রবেশে বিশাল মুখে ,
নদী জল সাগরেতে যথা।
কিম্বা,
প্রদীপ্ত অনল মাঝে পতঙ্গ যেমতি।
হের ! হের !
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারি,
অসংখ্য বৈষ্ণবী মূর্ত্তি,
শোভিতেছে বিশাল দেহেতে।
কোটি কোটি,
ত্রিভুবন হ'তেছে সৃজিত,
প্রতি মুহূর্ত্তেতে,

কোটি কোটি সেইরূপ হইতেছে লয়।
ওঁকার প্রণব মাত্র গভীর নিনাদে,
ক্ষিত্যাপ্তেজ মরুদ্ব্যোম জুড়ি,
ঘোর রবে দিগন্তে ব্যাপিছে।
এই দেহে,
পুরুষ প্রকৃতি যুগপৎ সম্মিলন।

স্তব।

"স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি-ভীতানি দিশো দ্রবন্তি,
সর্ব্বে নমস্যন্তিচ সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ॥
কস্মাচ্চতে ন নমেরন্মহাত্মন্,
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে,
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস,
ত্বমক্ষরং সদ সত্তৎ পরং যৎ॥
ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ--
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়াততঃ বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নি র্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোহস্তুতে সর্ব্বত এবসর্ব্ব।
অনন্ত বীর্য্যামিতা বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব্বঃ।
* * * * * * * * *
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্
নত্বৎ সমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো
লোক ত্রয়েহপ্য প্রতিম প্রভাবঃ॥"

বিভীষণ।

(করযোড়ে নিমিলিত নেত্রে)
বিকসিত অরবিন্দ যিনি
শোভিত যে শ্রীপদ কমল ;—
শরতের পূর্ণ শশী সম,
যাঁর পদনখ শোভে ;—
হরি-মধ্য বিনিন্দিত,
ক্ষীণ মধ্যদেশ,
নানামণি বিভূষিত,
শোভে যাঁর পীতবাস—
সুবিশাল বক্ষঃস্থলে,
ভৃগুপদ চিহ্ন সহ মিশি,
প্রলম্বিত বনমালা—
যাঁর আজানুলম্বিত বিশাল বাহুতে
সুবর্ণ বলয় সহ মিশি,

অন্য অন্য আভরণ চয়,
ঝলমলে ধাঁধিয়া নয়ন—
বিম্বফল জিনি,
সুরক্তিম ওষ্ঠাধর ;

তাহে,
খগরাজ জিনি,
শোভিত যে নাসাপুট ;
সুচারু চিকুর যাঁর,
শিখিপুচ্ছে অপূর্ব্ব শোভন ;—
সেই নবীন নীরদ,
নীলকান্তি-সম,
সৌম্য মূর্ত্তি ধরি,
দেখা দাও দয়াময় !
হে প্রভো ! হে ভব ভয়হারি
সর্ব্বপ্রাণী ভয়া-বহ,
বিশ্বরূপ দেখি,
মহাভয়ে কাঁপিছে হৃদয়।
বর্ণ মম হয়েছে বিবর্ণ,
অঙ্গে স্বেদ-জল,
ধৈর্য্য আর ধরিবারে নারি।
ওহে বিশ্বম্ভর !
কর ত্রাণ,

এ ঘোর সঙ্কটে,
নয়ন মেলিতে নারি!

(পট পরিবর্ত্তন)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।

হে রক্ষেন্দ্র!
দেখ চেয়ে নয়ন মেলিয়া;
সেইরূপ,
ব্রহ্মা আদি দেবগণ,
দেখে নাহি কভু,
বহু তপস্যার ফলে,
প্রত্যক্ষ করিলে তাহা।
সর্ব্বলোক ক্ষয় হেতু,
এইরূপে,
কালবেশে সর্ব্বত্র বিরাজি আমি;
পুনঃ,
এ মূর্ত্তিতে,
সৃষ্টি করি সংস্থাপন।
সর্ব্বভূতরূপী—আমি;
মম দেহে,
ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ;
লয় পুনঃ হয় এ দেহেতে।
যেইজন যারে পূজে,

আমি লভি সেই পূজা
অকারণ ভেদ জ্ঞান তব ;
সেই হেতু,
দর্শাইনু বিরাট মূরতি।

বিভীষণ

মায়াময় !
মায়া ঘোরে কত ক্লেশ দিবে আর ?
ওহে চিন্তামণি !
যাঁর চিন্তা,
মহেশ্বর চিন্তে অনুক্ষণ,
মূঢ় রক্ষ আমি,
কেমনে জানিব তাঁরে ?
কৃপায় তোমার,
সন্দেহ ঘুচিল মোর।

শ্রীকৃষ্ণ

তবে,
চল যাই রাজ দরশনে।

(উভয়ের প্রস্থান)।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

—o—

রাজসিংহাসনে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৌম্য, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য রাজগণ দণ্ডায়মান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন।

মহারাজ!
আশিষ দাসেরে।

যুধিষ্ঠির

এস এস প্রাণাধিক!
কহ মোরে,
হ'য়েছে কি, নিমন্ত্রণ কার্য্য সমাধান?
বিশেষিয়া,
কহ সব বিবরণ॥

অৰ্জ্জুন।

নৃপ কুলোত্তম!
তব,
পদরেণু শিরে ধরি,
মায়া রথে করি আরোহণ,
পৃথিবীর,
রাজগণে নিমন্ত্রণ করি,
গেলাম কুবের পুরী।
অশেষ বিনয়ে,
নিমন্ত্রণ করি তাঁরে,
বন্দিলাম পার্ব্বতী শঙ্করে।
বহুস্তবে,
শিব দুর্গা অনুকুল হ'য়ে,
করিলেন অঙ্গীকার,
লভিতে এ যজ্ঞভাগ।
তার পর,
গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর চিত্রসেনে,
নিমন্ত্রণ করি,
তাঁরসহ প্রবেশিনু বৈজয়ন্ত ধামে
প্রণমিয়া ইন্দ্রের চরণে,
করিনু আহ্বান তাঁরে।
চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক,
প্রেতলোক, আদি,

নিমন্ত্রণ করি,
ব্রহ্মলোকে হ'নু উপনীত!
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে ধাতা.
করিলেন অঙ্গীকার,
লভিতে এ যজ্ঞভাগ।
এইরূপ,
অন্য অন্য দেবগণে,
নিমন্ত্রণ করি,
গেলাম পাতালপুরে।
দেখিনু,
সহস্র ফণা করিয়া বিস্তার,
শেষ মহাশয়,
ধ'রেছেন পৃথিবীমণ্ডল।
বহু বিনয়তে,
আহ্বানিনু যজ্ঞ দেখিবারে
কহিলা বাসুকী মোরে,
"নাহি বাধা যজ্ঞ দেখিবারে
কিন্তু,
আমি গেলে,
কে বহিবে পৃথ্বীভার?"
সখার বচন,
করিয়া স্মরণ,
চাহিলাম বহিতে ধরণী।

ফণি-পতি,
পরীক্ষিতে শক্তি মম,
ছাড়িলেন এ ভুবন।
সেইক্ষণে,
গাণ্ডীব লইয়া,
গুরুপদে নমস্কার করি,
ভক্তিভাবে,
কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ,
অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্রে, ধরিত্রী ধরি..।
তুষ্ট হ'য়ে মহানাগ,
স্বগণ সংহতি,
এসেছেন,
যজ্ঞভাগ করিতে গ্রহণ।
তারপর,
দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মুনিগণে,
নিমন্ত্রণ করি
আসিয়াছি দেখিতে শ্রীপদ তব

যুধিষ্ঠির।
হও ভ্রাতঃ! চিরজীবী,
চন্দ্র সূর্য্য সম,
কীর্ত্তিতব হইবে অক্ষয়।

শ্রীকৃষ্ণ।
মহারাজ।
শুভক্ষণ হ'য়েছে আগত;

ধৌম্য তপোধন,
আর আর ব্রাহ্মণ মণ্ডলীসহ,
র'য়েছে প্রস্তুত,
করিবারে তব অভিষেক।

ভীষ্ম।

শুভক্ষণ হ'য়েছে উদিত ;
গুরুজনগণে,
সবেমিলি
আশীষ পাণ্ডবে।
হে ধৌম্য তপোধন !
স্নান মন্ত্র পড়ি,
পূত-তীর্থ জলে,
অভিষেক কর ত্বরা।
তারপর,
বেদোক্ত বিধানে,
অন্য কার্য্য কর সমাধান।
(ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের তদ্রূপ করণ)
অভ্যাগত রাজগণ !
হও এবে অগ্রসর,
রাজযোগ্য বেশ ভূষা ল'য়ে।
ওহে চিত্ররথ নরপতি !
আন শীঘ্র রাজ-পরিচ্ছদ।
হে সাত্যকি !

ধর তুমি শ্বেতচ্ছত্র রাজার মস্তকে ;
চেদীশ্বর !
মুকুট পরাও শিরে।
বৃকোদর, পার্থ দোঁহে করুক ব্যজন।
মাদ্রী পুত্রদ্বয়,
রহ অগ্রে করযুড়ি ;
ওহে অবন্তী-অধিপ !
পাদুকা লইয়া,
থাক তুমি প্রস্তুত সত্বর।
মদ্র অধিপতি !
রহ অগ্রে অসি-চর্ম্ম ল'য়ে।
ধনুঃশর ল'য়ে,
থাক, তুমি চেকিতান।
অভিষেক হ'লে
সবেমিলি
ধর্ম্মরাজে করিবে ভূষিত।

(পুনঃ পুনঃ বাদ্যধ্বনি)

(নেপথ্যে পুরঙ্গনা কর্ত্তৃক হুলুধ্বনি, অভিষেকান্তে রাজগণের যুধিষ্ঠিরকে সজ্জীকৃত করণ, যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদীর সিংহাসনারোহণ। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি এবং পুনঃ পুনঃ হুলুধ্বনি ইত্যাদি।

(গান করিতে করিতে নর্ত্তকীগণের আগমন)

খাম্বাজ মিশ্র—কাশ্মিরী খেমটা।

আয় আয় সখি! রাজভিষেক যাই দরশনে।
রাজা রাণী দেখিব সজনি! একই আসনে॥
গুণী, জ্ঞানী, মানী সুজন,
সভায় করেছেন আগমন।
হেন অনুরূপ সভা, দেখিনি নয়নে!
বাদ্য নৃত্যগীত আদি,
হুলুধ্বনি নিরবধি,
গাইব গান জুড়াবে প্রাণ,
মাতিয়ে প্রাণে প্রাণে।

ধৌম্য।

চল এবে বজ্ঞ সভাতলে,
পূর্ণাহুতি প্রদানের তরে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞসভা।

শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদী, ভীষ্ম, শিশুপাল, ধৌম্য,
অন্যান্য রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ, দৌবারিকগণ ইত্যাদি।

ভীম।

যুধিষ্ঠির!
হের দেখ,
পৃথিবীর রাজগণ হয়েছেন সমবেত।
ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রসহ,
সুবল, গান্ধার রাজ,
মহারথী কর্ণ,
আর শৈল্য মহারাজ,
করিছেন অবস্থান।
তাঁহার পশ্চাতে,
ভূরিশ্রব, সোমদত্ত, দ্রুপদ নৃপতি,
পুত্রগণ সহ,
হ'য়েছেন উপস্থিত।

দক্ষিণে তাঁহার,
ম্লেচ্ছদেশ অধিপতি ভগদত্ত বীর।
পার্ব্বতীয় রাজগণ,
রাজা বৃহদ্বল,
কলিঙ্গ ঈশ্বর,
মালবীয় রাজচয়,
অন্ধক নৃপতিগণ,
দ্রাবিড় ঈশ্বর,
মহাতেজা কুন্তী-ভোজ,
লঙ্কেশ্বর রাজা বিভীষণ,
মহাবীর শিশুপাল,
বীর্য্যবান বিরাট নৃপতি,
অন্যান্য রাজগণ সনে,
এসেছেন তব নিমন্ত্রণে।
সম্মুখে তোমার,
মহারাজ উগ্রসেন,
বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক নৃপতিগণ সনে,
যদুবংশ অবতংস,
রাম কৃষ্ণ সহ, করেছেন অবস্থান।
পশ্চিমেতে,
সিংহরাজ সুশর্ম্মা ভূপাল,.
মহারাজ কাশসিন্ধু,
সিন্ধুদেশ অধিপতি,

জয়দ্রথ বীর হ'য়েছেন উপস্থিত।
উত্তরেতে,
মাহেষ্মতী অধিপতি,
নীলধ্বজ রায়,
বীর্য্যবান কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর,
রুক্মী মহারাজ,
অন্যান্য ভূপালগণ সহ,
এসেছেন যজ্ঞভাগ নিতে।
দক্ষিণেতে অযোধ্যাধিপতি,
চন্দ্রসেন রাজা,
দণ্ডধর,
মণিমন্ত নরপতি,
মহারাজ পুণ্ডরীক,
আর আর,
নৃপগণ সনে আছে সবে তব সম্ভাষণে
বিধিমত,
যজ্ঞভাগ দিয়া,
অর্চ্চি সবাকারে,
এবে করহ বিদায়।

ধৌম্য।

মহারাজ!
রাজগণ মাঝে,
কুলে, শীলে, বলবীর্য্যে,

রূপে, গুণে, জপে, তপে,
শ্রেষ্ঠ যেই সবাকার,
অর্ঘ্য দিয়া পূজ তাঁরে।
তা'রপর,
দক্ষিণান্তে, কর যজ্ঞ সমাপন।

যুধিষ্ঠির।

কহ পিতামহ!
এই নৃপতিমণ্ডল মাঝে,
কোন জন শ্রেষ্ঠ সবাকার?
সর্ব্ব বিচক্ষণ তুমি,
তবাদেশ করিয়া গ্রহণ,
শ্রেষ্ঠজনে,
পূজিব এ অর্ঘ্যদিয়া।

ভীষ্ম।

পৃথিবীতে,
কেবা শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ হইতে?
বিষ্ণু অবতার তিনি,
উদ্দেশে তাঁহার,
ব্রহ্মা, শিব, নিরন্তর করে পূজা;
তারাগণ মধ্যে যথা,
চন্দ্রমা উদয়,
সেইরূপ দামোদরে হেরি
সমস্ত নৃপতি মাঝে।

ভকত ব:সল,
দেব সনাতন,
পূজিলে তাঁহারে,
চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়

প্রাণাধিক সহদেব!
পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক দিয়া,
পূজ অগ্রে নারায়ণে।

(সহদেবের পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন ও শ্রীকৃষ্ণকে পাদ্য, অর্ঘ্য দান।

শিশুপাল।

ক্ষণকাল রহ সহদেব!
ওহে ভীষ্ম!
কিরূপ বিচার তব?
পৃথিবীর রাজা যত,
দ্বারেতে তোমার,
এসব থাকিতে,
কেন পূজ দামোদরে?
বাল-বুদ্ধি প্রায়,
পাণ্ডবে নেহারি।
নহে,
কি বুদ্ধিতে এ কার্য্য করিল?
রাজপুত্র বলি,

যদি পূজিলা মাধবে,
কোন রাজপুত্র কৃষ্ণ ?
ধনবান্ বল যদি,
কেন নাহি পূজ দ্রুপদেরে ?
বিশেষতঃ
পাঞ্চালাধিপতি,
রাজার শ্বশুর।
পূজ যদি আচার্য্যের ক্রমে,
কেন ত্যজ দ্রোণ কৃপে ?
মহর্ষি বলিয়া
যদি কৃষ্ণে পূজা কর,
কেবা শ্রেষ্ঠ বেদব্যাস হ'তে ?
রাজগণে,
দুর্য্যোধন সবার প্রধান।
কেন নাহি পূজ তাঁরে ?
যোদ্ধা বলি,
পূজা যদি ইচ্ছা তব,
কর্ণবীরে,
কেন নাহি কর অর্ঘ্য দান ?
নিমন্ত্রিয়া রাজগণে,
অপমান করি,
কর পূজা গোপের নন্দনে ?
অর্থগর্ব্বে, ভুজগর্ব্বে,

তৃণজ্ঞান কর সবে ?

(কৃষ্ণের প্রতি)

রে গোপাল !

লাজ নাই মুখে তোর,

কোন্ মুখে,

অর্ঘ্য তুই করিলি গ্রহণ ?

কোন বলে হ'য়ে বলীয়ান,

অপমান কর রাজগণে ?

এ সভায় পূজা তোর,

ষণ্ডের বিবাহ সম, লয় মম মনে।

ওহে নরপতিগণ !

পাপাচার পাণ্ডুপুত্রগণে,

ভীষ্ম, কৃষ্ণ সনে পরামর্শ করি,

সবাকারে কৈল অপমান।

হেন স্থানে,

জ্ঞানিজন কভু নাহি রয়,

চল সবে, এহেন কুস্থান ত্যজি।

(শিশুপালের গাত্রোত্থান, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কয়েক-জন রাজার দণ্ডায়মান হওন)।

যুধিষ্ঠির।

(সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শিশুপালের হস্ত ধারণ করতঃ)

ক্ষমা কর চেদীশ্বর !

হেন কর্ম্ম তোমারে না শোভে।
ত্রৈলোক্যের পতি
সেই ব্রহ্ম সনাতন,
নররূপে,
হয়েছেন অবতীর্ণ এ মহীমণ্ডলে, —
পূজায় তাঁহার,
কাহার নাহিক অপমান।
ত্রিকালজ্ঞ পিতামহ দেব,
এই হেতু আদেশিলা, কৃষ্ণে পূজিবারে।
অকারণ,
কেন নিন্দা কর তাঁরে।

ভীষ্ম।

যুধিষ্ঠির!
শাস্তি যোগ্য নহে শিশুপাল;
কৃষ্ণ নিন্দা যেই জন করে,
কদাচিৎ,
মান্য নাহি কর তারে।
দুষ্টবুদ্ধি শিশুপালে,
নর বলি গণ্য নাহি করি,
পশু সম হয় মোর জ্ঞান।
বিপ্র মধ্যে জ্ঞানী যেই জন,
সেই জন লভে পূজা;
ক্ষত্র মধ্যে বলবান জনে।

বৈশ্য মধ্যে,
ধনবান পূজা পায়,
সবার অগ্রেতে ;
শূদ্র মধ্যে বৃদ্ধ পায় পূজা,
এই কথা শাস্ত্রের লিখন।
পৃথিবীতে যত ক্ষত্র আছে,
সবে জানে,
গোবিন্দের পরাক্রম ;
কুলে, শীলে, রূপে, গুণে,
দানাদি কীর্ত্তিতে,
কোন জন কৃষ্ণের সমান?
বিশেষতঃ,
পূজিলে অচ্যুতে,
কৃপায় তাঁহার,
সর্ব্বকার্য্য হয় সমাধান।
সর্ব্ব ভূতে,
আত্মরূপে যেই নারায়ণ,
অল্পবুদ্ধি শিশুপাল,
কেমনে জানিবে তাঁরে?
এই হেতু তত্ত্ব না বুঝিয়া,
নিন্দা করে গোবিন্দেরে।

সহদেব।

নারায়ণে নিন্দে যেই জন,
মস্তকে তাহার,

পদাঘাত করি আমি।
অপ্রমেয় পরাক্রম,
সর্ব্ব ভূতেশ্বর জগন্নাথে,
যেই জন,
অবহেলা করে,
পশু প্রায়,
বাম পদাঘাতে,
খেদাইব দূরে তারে।

শিশুপাল।

আরেরে পামর!
এত দর্প তোর?
তৃণ জ্ঞান কর মো সবারে?
ওহে নৃপতি মণ্ডল!
এত অপমান,
কেন সহ কাপুরুষ প্রায়?
উঠ সবে যজ্ঞ নাশ করি,
সবংশে নিধন কর পাণ্ডুপুত্রগণে;
দেখি,
কৃষ্ণ, ভীষ্ম কিরূপে বা রক্ষা করে।

(শিশুপালের অসি নিষ্কোষিত করণ ও কয়েকজন দুষ্ট রাজার তদ্রূপ করণ)

দুঃ-রাঃ।

চল সবে কৃষ্ণে নাশ করি।

যুধিষ্ঠির।

প্রলয় সময়,
যথা উথলে অর্ণব,
সেইরূপ,
গর্জ্জে দেখ নৃপতি সমাজ !

অর্জ্জুন।

পিতামহ !
পূজ্যপাদ মহারাজ !
পাইলে আদেশ,
মন্দমতি শিশুপাল সনে,
দুষ্ট রাজগণে মুহূর্ত্তে দমিব।
পাপাত্মার হেন দম্ভসহ্য নাহি হয়

ভীষ্ম।

ক্ষণকাল রহ পার্থ !
যেই জন,
কৃষ্ণে সেবা করে,
কিবা অমঙ্গল তার ?
ফেরুগণ করে কোলাহল,
যতক্ষণ সিংহ নাহি হয় জাগরিত
নিদ্রাত্যজি,
উঠিলে কেশরী,
যথা, পলায় শৃগাল দল,
সেইরূপ,

যতক্ষণ অবধান না করে শ্রীহরি,
ততকাল, গর্জ্জিবে এ মূঢ়গণ।
শিশুপাল সহ,
দুষ্ট বুদ্ধি রাজগণ,
শ্রীকৃষ্ণের রোষাগ্নিতে,
হবে ভস্মীভূত,
অনলে পতঙ্গ যথা।

শিশুপাল।

ওরে কুলাঙ্গার!
বৃদ্ধ হলি,
তবু লজ্জা নাহি তোর?
প্রাণভয়ে দেখাও আমায়?
তোর কৃষ্ণের মহিমা,
জানি আমি বিধিমতে;
দুরাচার,
নারী হত্যাকারী।
কাষ্ঠের শকট আর,
ক্ষুদ্র দুই বৃক্ষশাখা ভাঙ্গি,
বীর বলি হ'ল পরিচিত।
পাপাচার বিনাদোষে,
মাতুলে করিল নাশ।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি গোপগণে,
ভুলাইয়া ইন্দ্রজালে,

বল্মীকের প্রায়,
উঠাইল গোবর্দ্ধন গিরি।
মূঢ় গোপগণে,
এই হেতু,
দেবত্ব আরোপে তায়।
স্ত্রী আর গোহত্যা,
করে যেইজন,
হেন কুলাঙ্গারে,
স্তুতি কর দুরাচার ?
ওরে ভীষ্ম !
সবে তোরে ধার্ম্মিক বলিয়া জানে ;
ওহে সভাজন !
শুন কহি এ দুষ্টের বিবরণ।
অম্বা নামে কাশীরাজ সুতা,
স্বয়ম্বর স্থলে,
ব'রেছিল শল্য নৃপবরে।
এই দুষ্ট,
হরিয়া আনিল তাঁরে ;
শল্য তাঁরে এহেতু ত্যজিলা।
মন ক্ষোভে,
জলন্ত চিতায়,
রাজকন্যা প্রাণ দিল।
এই মহা পাপী হেতু,

অকারণ নারীহত্যা হ'ল।
আরেরে পাষণ্ড !
কোন মুখে বেদব্যাসে আনি,
জন্মাইলি পুত্রগণে ?
আরে ভীষ্ম !
বুদ্ধি লোপ হইয়াছে তোর,
সেই হেতু,
গোপালে ঈশ্বর কহ !
ধিক্ ভীষ্ম নাম তোর !
এই কুলাঙ্গার কৃষ্ণ,
ভীমেরে সহায় করি,
কপট সমরে,
বিনাশিল জরাসন্ধে।
কৃষ্ণের জাতির কিছু না পাই নির্ণয়।
ক্ষণে দ্বিজ, ক্ষণে গোপ,
ক্ষণেক ক্ষত্রিয় ;—
কহ ভীষ্ম !
কৃষ্ণ যদি পরমাত্মা নিরঞ্জন,
তবে,
কেন হয় নানা জাতি ?
কিম্বা
নীচাশয় যেইজন,
স্বকার্য্য সাধন হেতু, নানারূপ ধরে।

ভীম

আরে দুরাচার !
এতক্ষণ,
বহু কষ্ট করি,
সহিয়াছি কৃষ্ণ নিন্দা।
পুনঃ পুনঃ,
কটূক্তি শুনিয়া,
ধৈর্য্য নাহি মানে প্রাণে ;
যে মুখেতে,
কৃষ্ণ নিন্দা করিলি পামর !
পদাঘাতে,
ধূলি সম চূর্ণ করি,
ফুৎকারি উড়াব তায়।
আয়, আয়, দুরাচার !
শমন করাই দরশন।

(গদা লইয়া বেগে ধাবমান হইয়া অগ্রসর হওন)।

ভীষ্ম। (ভীমের উত্তোলিত হস্ত ধারণ করিয়া)

ক্ষান্ত হও ভীমসেন !
শিশুপাল তব বধ্য নয়,
কহি শুন পূর্ব্ব বিবরণ,—
শিশুপাল জন্মিল যখন,
ত্রিলোচন চতুর্ব্বাহু হ'য়েছিল ;
জন্মমাত্র,

গর্দ্দভের প্রায় করিল চীৎকার;
বিপরীত দেখি,
ভীত হ'য়ে পিতা মাতা
ত্যজিবারে করিল মনন।
হেনকালে,
হ'ল দৈববাণী;
যার করে,
এই শিশু হারাবে জীবন,
তাঁহার পরশে,
অতিরিক্ত হস্তদ্বয়,
লোচন সহিত,
খসিয়া পড়িবে ভূমে।
লোক মুখে হেন কথা শুনি,
বহু নাজগণ,
আইল দেখিতে এই অদ্ভুত সন্তানে।
সবাকারে,
দমঘোষ করিল সৎকার।
দৈব বাণী পরীক্ষার হেতু,
তনয় লইয়া,
কোলে দিল সবাকার।
বিবরণ শুনি,
একদিন রাম নারায়ণ,
আসিলেন চেদিপুরে,

দেখিতে এ অদ্ভুত বালক।
গোবিন্দের,
পিতৃস্বসা ইহার জননী,
মহাদরে ভুঞ্জাইল তুই সহোদরে :
প্রীতি-হেতু শিশুপালে কোলে দিল।
আচম্বিতে ভুজদ্বয় লোচন সহিত,
খসিয়া পড়িল ভূমে।
জনক জননী,
মহাভীত হ'য়ে শিশুতরে,
কৃষ্ণ বলরামে,
বিস্তর করিলা স্তব।
করযুড়ি,
শ্রুতশ্রবা জননী ইহার,—
চাহে ভিক্ষা,
তনয়ের অপরাধ।
হাসি বাসুদেব করিলেন অঙ্গীকার,
শত অপরাধ ক্ষমিবারে।
শিশুপাল দেহ হ'তে,
নিজ অংশ,
যাবৎ না ল'ন ভগবান,
ততকাল গর্জ্জিবে এ পাপাচার।
হেনজন কে আছে ধরায়,
গালিদিতে পারে মোরে?

তবে যে,
হীনবীর্য্য সম সহিলাম এত অপমান,
সে কেবল কৃষ্ণের মাহাত্ম হেতু ;
নহে,
এতক্ষণ পাপিষ্ঠের প্রাণ বায়ু
বায়ু সহ অনন্তে মিশিত।

শিশুপাল।

ওরে ভীষ্ম!
নন্দ সুত যদি শত্রু মোর,
তুই কেন স্তুতি কর তা'রে?
ভট্ট কবিগণ,
অন্যের প্রশংসাগায়,
পুরস্কার আশে ;
বল মোরে,
এতক্ষণ কৃষ্ণে স্তুতি করি,
লভিলিরে কত ধন?
এতক্ষণ যদি,
মহাদাতা কর্ণবীরে,
করিতি স্তবন,
লভিতি অনেক অর্থ।
প্রশংসিলে দুর্য্যোধনে,
এতক্ষণে,
রাজ্যলাভ হইত নিশ্চয় ;

ইহা ছাড়া,
অন্য অন্য ভূপগণে,
করিলে স্তবন,
বহু হিত কার্য্য তোর, হইত সাধন
শুক্র কেশ, বৃদ্ধ বলি,
এতক্ষণ,
আমা সনে অন্য রাজগণে,
ক্ষমিতেছে তোরে।
এবে বলি,
চাহ যদি আপন কল্যাণ,
দন্তে তৃণ দিয়া মাগ পরিহার ;
অন্যথায়,
দেখ শ্মশ্রু শুভ্র কেশ,
নারিবে রক্ষিতে তোরে,
মম ক্রোধ হতে।

ভীষ্ম

আরে দুরাচার!
কৃষ্ণে কেন-স্তুতি করি,
পশু তুই,
নারিবি বুঝিতে।
চতুর্ম্মুখে পদ্মযোনি,
যাঁর গুণ গায়,
মহাদেব পঞ্চমুখে

যেই নাম জপেন সর্ব্বদা,
সহস্র মুখেতে,
বাসুকী স্তবেন যাঁরে ;—
হেন জনে,
মূঢ় তুই, কেমনে চিনিবি ?
যেইজন
কৃষ্ণ গুণ নাহি করে গান,
নিস্ফল জনম তার।
হীনমতি নর আমি,
কৃষ্ণ-স্তুতি,
করিতে না জানি।
শোন ওরে কুলাঙ্গার !
কৃষ্ণদ্বেষী রাজগণে,
তৃণ হেন জ্ঞান মোর।
যার যত আছে শক্তি,
কেন নাহি, কর প্রদর্শন ?

দুঃ রাঃ।

সবে মিলি কৃষ্ণসহ,
ভীষ্মে নাশ কর।

(দুঃ রাঃ গণের কোলাহল)

শিশুপাল।

ক্ষান্ত হও বন্ধুগণ !
কৃষ্ণে, ভীষ্মে নাশিতে সংগ্রামে ;

অন্যের সাহায্য নাহি চাই।

(কৃষ্ণের প্রতি)

আরেরে গোপাল !
নির্জীব পুতুলি সম,
কেন নাহি কথা কহ ?
এত অপমান সহি,
কেন আছ নীরব হইয়া ?
হীন বীর্য্য,
নপুংসকে বলবান জন,
কহে যদি কটূত্তর,
সেও—নারে সহিবারে ,
বীর বলি শ্লাঘা তোর,
তাই বুঝি এত অপমান সহ ?

শ্রীকৃষ্ণ।

ওহে নৃপতি মণ্ডল !
শুন মন দিয়া
যত দোষ ক'রেছে এ পাপাচার।
যাদবীর গর্ভজাত হ'য়ে,
অকারণ,
যদুকুলে করিয়াছে নানা ক্ষতি !
একদিন,
স্বজন সহিত দ্বারকা হইতে,
গেলাম প্রাগজ্যোতিষপুরে ;

এই বার্ত্তা শুনি,
এই পাপাশয় শূন্যপুরী হেরি,
সসৈন্যে দ্বারকাপুরী বেড়ি,
লণ্ডভণ্ড করিল সকল।
সেইবার,
পিতৃস্বস্থ অনুরোধে,
ক্ষমিয়াছি অপরাধ।
আর একদিন
পিতা মোর আরম্ভিল,
অশ্বমেধ যাগ,
এই দুরাচার,
চুরি করি নিল অশ্ব তাঁর,
নাহি হ'তে যজ্ঞ সম্পূরণ।
সেবারও ক্ষমিনু এরে পূর্ব্ব অঙ্গীকারে।
আর এক দিন,
সৌবীর উৎসব কালে,
বভ্রনামে যদুকুল বধূ,
হরি নিল ছল করি।
আর এক দিন,
স্বয়ম্বর সভা হ'তে,
হ'রে নিল মাতুল নন্দিনী।
এইরূপ,
ক্ষমিয়াছি বহুদোষ পূর্ব্ব অঙ্গীকারে।

শুনিলে সাক্ষাতে সবে,
বিনা দোষে,
এই মূঢ় যত গালি দিল।
সহিয়াছি বহু,
কিন্তু আর নাহি পারি সহিবারে
এ দুষ্টের,
বন্ধু যদি থাক কেহ,
অচিরে নিবার এরে।
অন্যথায়,
মম হস্তে মৃত্যু এর হইবে নিশ্চিত

শিশু।

আরে কৃষ্ণ!
এতক্ষণে শুনিলাম বাক্য তোর।
যতেক দুষ্কর্ম্ম তোর,
জ্ঞাত আছে চরাচরে;
আত্মছিদ্র নাহি জানি,
কেন কর,
পর ছিদ্র অন্বেষণ?
সভা মাঝে ক্ষমিয়াছ মোরে,
বলি,
গর্ব্বকর পুনঃ পুনঃ;
প্রতিশোধ ল'তে,
কিবা শক্তি আছে তোর?

শ্রীকৃষ্ণ।

আর এক কথা
মনে হইল স্মরণ;
লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণী দেবীরে,
এই মূঢ় চেয়েছিল বিবাহ করিতে।
শিশু যথা,
সুধাকরে, চাহে ধরিবারে;
কিম্বা চণ্ডালে যেমতি,
ইচ্ছা করে,
যজ্ঞ ভাগ লভিবারে।

শিশু।

আরে হীনমতি!
ভীষ্মক নৃপতি,
নিজ কন্যা এনেছিলা মোরে,
সঁপিতে দুহিতা তাঁর।
তুই চোর সম,
পলাইলি হরি তাঁহারে।
চোর তুই চিরকাল;
গোকুলেতে,
ক্ষীর সব চুরি করি,
এই বিদ্যা করেছ অভ্যাস।
আরে ক্ষত্রকুল গ্লানি!
এই তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে,

কাটি মুণ্ড তোর,
ঘুচাইব সকল যন্ত্রণা।
বিনাশিয়া তোরে,
ভীষ্ম সহ,
বিনাশিব পাণ্ডুপুত্রগণে।

(উত্তোলিত কৃপাণ হস্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান)

শ্রীকৃষ্ণ।

একান্ত মরণ সাধ হইয়াছে তোর?
তবে,
আত্মরক্ষা কর বিধিমতে।

(শ্রীকৃষ্ণ ও শিশুপালের যুদ্ধ)

(শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক, সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন, শিশুপালের শরীর হইতে নীল-জ্যোতিঃ প্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হওন)।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।

কৃষ্ণদ্বেষী পাপাত্মার,
হইয়াছে,
উপযুক্ত প্রতিফল।
কিন্তু শিশুপাল!
জনম সার্থক তোর,
বিষ্ণুহস্তে প্রাণত্যাগ করি,

লভিলি অক্ষয় স্বর্গ।

মহারাজ যুধিষ্ঠির!

ধন্য তুমি নরকুল মাঝে;

বাহুবলে,

পৃথিবীর রাজগণে জিনি,

মহাকীর্ত্তি স্থাপিলে ভূতলে;

পিত্রাদেশ করিয়া পালন,

লভিলে অক্ষয় পুণ্য।

স্বর্গগত জনক তোমার,

বাহুতুল করি আশীর্ব্বাদ,

পাঠাইল হেথা মোরে।

আমিও তোমায়,

মন প্রাণে করি আশীর্ব্বাদ,

ভ্রাতৃ-মিত্র বন্ধুগণ সহ,

চিরসুখে করি অবস্থান,

অর্জ্জন করহ পুণ্য।

ওহে,

সমবেত নৃপতি মণ্ডল!

সবে মিলি কর জয়ধ্বনি।

(সকলে একত্রীভূত হইয়া)

সকলে।

জয় রাজাধিরাজ,

রাজ চক্রবর্ত্তী,

ধর্ম্মরাজ, যুধিষ্ঠিরের জয়।

(ক্রমিক তিনবার)

(গীত গাহিতে গাহিতে বন্দী ও বন্দিনীগণের প্রবেশ)।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

বন্দী। ধন্য ধন্য রাজা প্রণমি চরণে,

বন্দিনী। সুপ্রভাত হয় যাঁর নাম স্মরণে ॥

বন্দী। স্থির, ধীর, গম্ভীর, ধার্ম্মিক দয়াময়,

বন্দিনী। যাঁহার ভুজবলে পলকে প্রলয় হয়,

বন্দী। ব্রহ্মাদি দেবগণে, যাঁর যশগুণ গায়,

সকলে। জয় যুধিষ্ঠির জয় বল বদনে।

বন্দী। স্বয়ং বৈকুণ্ঠ বিহারি, হরি যাঁহার সহায়,

বন্দিনী স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতালেতে কে করিবে তাঁরে জয়,

বন্দী। শাসিলে রাজন্য সব করি অরিকুল ক্ষয়,

বন্দিনী রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি এই ত্রিভুবনে।

সকলে ধন্য ধন্য রাজা ধন্য ভুবনে।

যবনিকা পতন।

সমালোচনা।

—৩০—

কিরণসিংহ, শ্রীরোহিনীকুমার সেন গুপ্ত প্রণীত।

মূল্য ১৮০ আনা।

কিরণসিংহ উপন্যাস. কাগজ ছাপা উৎকৃষ্ট, কিরণ সিংহের লেখা উপন্যাসের অনুপযোগী নহে, পুস্তক সম্বন্ধে দেখিতে গেলে ভাল মন্দ দুই আছে। তন্মধ্যে ভাল সংখ্যাই বেশী। রচনা প্রণালী প্রশংসার যোগ্য। কিরণসিংহের ভিতরে যতগুলি স্ত্রীলোক আছেন, এক গোয়ালিনী ছাড়া সকলের চরিত্রই উত্তমরূপে পরিস্ফুটিত হইয়াছে। কিন্তু কিরণসিংহের প্রতি সুষমার অনুরক্তি তাদৃশ ফুটিতে পারে নাই। রচনা উত্তম এবং পুস্তকখানি সদ্ভাব পরিপূর্ণ।

বঙ্গনিবাসী।

শ্রীযুত বাবু রোহিনীকুমার সেন গুপ্ত প্রণীত।

কনকলতা, চিতোর-উদ্ধার, চণ্ডবিক্রম, প্রমোদবালা ও মায়াবিনী সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের সমালোচনা।

"চণ্ডবিক্রম, চিতোর উদ্ধার ও কনকলতা, শ্রীরোহিনীকুমার সেন গুপ্ত প্রণীত। চণ্ডবিক্রম ৩৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বীণাযন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ১৷০ দেড় টাকা। চিতোর-উদ্ধার বীণাযন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ১৲ টাকা। কনকলতা হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ৸০ বার আনা।

এই তিনখানি পুস্তক পাঠ করিয়া, আমরা যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার লেখা অতিশয় উত্তম এবং হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থকার অল্প বয়স্ক। এই তরুণ বয়সে যে তিনি মহৎকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। আমরা ইহাঁর এই চেষ্টায় ধন্যবাদ দি; ঈশ্বরের নিকট ইহাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করি।" বঙ্গবাসী।

"চিতোর-উদ্ধার। ঐতিহাসিক উপন্যাস। কলিকাতা, বীণা-যন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ১৲ টাকা। বাবু রোহিণী কুমার এখানিকে উপন্যাসের প্রণালীতে রচনা করিয়া সঙ্কল্পিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা এখানি আদ্যোপান্ত পাট করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যবনেরা চিতোর রাজ্য লুট করিয়া মালদেবকে চিতোরের সিংহাসনে বসাইয়া যায়। মালদেব অত্যাচারী ও রাজবংশের জাতবৈরী হইয়া উঠেন। মহারাণা লক্ষণ সিংহের বংশধর যুবরাজ হামির সবিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া দুরাচার মালদেবের হস্ত হইতে চিতোর উদ্ধার করেন।

মালদেবের কন্যা ইন্দুমতীর সহিত হামিরের বিবাহ হয়। মালদেব যুদ্ধে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়া প্রতিহিংসা সাধিবার জন্য পুনর্ব্বার যবনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। যবনরাজ খিলিজি ও তাঁহার উত্তেজনায় মত্ত হইয়া পুনর্ব্বার চিতোর আক্রমণে আগমন করেন। যুবরাজ হামিরের বীর্য্য প্রভাবে পরাভূত হইয়া খিলিজি সাহেব চিতোরেই বন্দী হইয়াছিলেন। অনেক কষ্টে পরিত্রাণ হয় মালদেব ভগ্নান্তঃকরণে প্রাণত্যাগ করেন। যুবরাজ হামির মহারাণা হামির হইয়া চিতোরের সিংহাসন উজ্জ্বল করেন।

পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে। ভাষা অতি সুন্দর। বর্ণনাগুলি স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী। হামিরের চরিত্রটী অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বাবু রোহিণীকুমার ক্রমে ক্রমে এক জন প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকার হইতে পারিবেন। আদর্শ দর্শনে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।”

শ্রীমন্ত সওদাগর।

“চণ্ড-বিক্রম। এখানিও ঐতিহাসিক উপন্যাস। এখানিতে-ও চিতোরের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতা বীণা-যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। হামিরের পৌত্র বিজয় চণ্ড এই আখ্যায়িকার নায়ক। চণ্ডের সত্যনিষ্ঠা, বিমাতার প্রতি ভক্তি, সমরক্ষেত্রে পরাক্রম, স্ত্রীর প্রতি প্রেম, সমস্ত লেখাই উত্তম হইয়াছে। আলাউদ্দীনের সময় হইতে ইংরেজ পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত চিতোরে যে সকল লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়, তাহার অনেক ইতিহাস আছে। চিতোরের দুর্দ্দশা আমরা অনেক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বাবু রোহিণী কুমারের এই দুই খানি পুস্তক তাঁহার অনেক গুলি অপেক্ষা ভাল লাগিল। কিরণবালার বিবাহ ও মৃত্যু অতি শোচনীয়।” শ্রীমন্ত সওদাগর।

“কণকলতা। এখানি সাধারণ উপন্যাস। বরিশাল, সত্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য আট আনা। এখানি কণকলতার গল্প, কণকের বরের নাম সুরেশচন্দ্র। প্রণয়ের কথাগুলি মন্দ হয় নাই। গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন কণকলতা তাঁহার প্রথম উদ্যম। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আশা করি

মোহিনী বাবু এই সদুদ্যম পরিত্যাগ করিবেন না। শ্রীমঙ্গলসওদাগর, ৩ সংখ্যা ২০এ জুলাই, ১৮৮৭।

"আমরা "চণ্ড-বিক্রম" ও 'চিতোর উদ্ধার' নামক দুইখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। উক্ত পুস্তক দুইখানি ৩৭নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, বীণাযন্ত্রে মুদ্রিত। পুস্তক দুই খানিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। গ্রন্থকার পূর্ব্ব বাঙ্গালার এক জন প্রসিদ্ধ জমিদার; অল্প বয়সে পিতৃ মাতৃ হীন; অন্যান্য দেশীয় জমিদারগণ অপেক্ষা ইনি যে, দেশের মঙ্গল কামনায় চেষ্টিত হইয়াছেন, এই সৎচেষ্টার আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং হৃদয়গ্রাহী; স্বভাব বর্ণনগুলি অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। ইনি চেষ্টা করিলে যে, কালে একজন ভাল লেখক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার সদুদ্দেশ্য এবং চেষ্টাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি।"

সঞ্জীবনী।